উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭১,৯০৯.৭০ (-৫৭০.৫৯)

নিফটি : ২২,৪২১.৯৫ (-১৯৮.৫০)

সোনার লক্ষ্যে পাক-বধের চ্যালেঞ্জ শ্রেয়সদের **১৪**

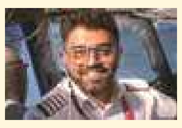

নীরজার স্মৃতি ফেরালেন স্মিত **১২**

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৪°
কোচবিহার	৩৪°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৩°	২৪°

উমা আসছে **১৪** দিন পর

শিলিগুড়ি ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 2 October 2026 Friday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 136

জিএসটি জালিয়াতি, ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ইডি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার ভোরে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় দুই সুপারি ব্যবসায়ীর বাড়ি, অফিস এবং ফার্ম হাউসে একযোগে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় সংস্থাটি সূত্রে খবর, গত কয়েক বছর ধরে জিএসটি জালিয়াতি করে উত্তরবঙ্গজুড়ে সুপারি ও কয়লার ব্যবসা চলছে। সেই চক্রের তিন মাথাকে লক্ষ্য করেই অভিযান চালানো হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে দাবি। ধীরাজ ঘোষ সংলগ্ন মহকুমা এলাকা ও সন্দীপ বৈদ শিলিগুড়ির বাসিন্দা। বাগডোগরার কাছে গোঁসাইপুরে ধীরাজের বাড়ি, ফাঁসিদেওয়ার ফার্ম হাউস এবং পানিট্যাঙ্কি মোড়ের ট্রান্সপোর্ট অফিসে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি হয়। ওই অফিসের 'বস' ধীরাজ। সেবক রোডের তাঁর অফিসেও হানা দেয় ইডি। বর্ধমান রোডের বাসিন্দা সন্দীপ বৈদের বাড়ি ও সংলগ্ন কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ে থাকা তাঁর অফিসেও তল্লাশি চলে।

অন্যদিকে, ধীরাজ-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় এলাকার সুপারি ব্যবসায়ী বিনয় বর্মনের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। কোচবিহার শহরে থাকা বিনয়ের দুটি আবাসনেও তল্লাশি চলে। বিনয় ও ধীরাজের বাড়িতে টাকা গোনার মেশিন সহ ট্রাংক ঢোকানোয় এলাকায় গুঞ্জন ছড়ায়। ধীরাজের বাড়ি থেকে একটি ভর্তি ট্রাংক ও

এরপর দশের পাতায়

বক্সায় আজ ফের রয়েল

- প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর দিকে তিনটে হ্যাঙ্গার প্যান্ডেল
- একাধিক পোস্টারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে
- মূল মঞ্চে থাকছে বড় এলইডি স্ক্রিন, দর্শক আসনেও কিছু দূর পরপর একই ব্যবস্থা
- অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব
- জেলা সদর থেকে রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত থাকছে কড়া নিরাপত্তা
- অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বন দপ্তরের প্রদর্শনী
- আলিপুরদুয়ার শহরও সেজেছে বাঘের জন্য

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ অক্টোবর : জঙ্গলে রাজাকে ছাড়তে যাকে বলে রাজকীয় আয়োজন! আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার যাঁরা একঝলক দেখতে গিয়েছেন, তাঁদেরই যেন চোখ আটকে গিয়েছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী যখন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করতে এসেছিলেন, তখনও এমন জাঁকজমক ছিল না।

প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর দিকে তৈরি করা হয়েছে তিন-তিনটে হ্যাঙ্গার প্যান্ডেল। সাধারণ প্যান্ডেল নয়, গেরুয়া-সাদা কাপড় দিয়ে যেমন সাজানো হয়েছে, তেমনই আবার বিভিন্ন পোস্টার লাগানো হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি তুলে ধরতে। কলকাতার বিভিন্ন স্থাপত্য তুলে ধরা হয়েছে সেখানে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির, হাওড়া ব্রিজ থেকে কলকাতার হলুদ ট্যাক্সি, হাতে টানা রিকশা- সবই রয়েছে।

মূল মঞ্চে থাকছে বড় এলইডি স্ক্রিন। দর্শক আসনেও কিছু দূর পরপর একই ব্যবস্থা। আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আলো। মূল মঞ্চ সহ দর্শক আসনের সামনেও কুলার ও স্ট্যান্ড ফ্যান। মূল মঞ্চের পাশে আবার আধুনিক আলোয় সজ্জিত ওপেন স্টেজ। সেখানে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই সব আয়োজনই বক্সার বাঘকে কেন্দ্র করে। শুক্রবার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের খোলা জঙ্গলে বিহার থেকে আনা বাঘিনী ছেড়ে দেওয়া হবে। তারই উদযাপন হবে প্যারেড গ্রাউন্ডে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। এ ছাড়াও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী, বন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা থাকবেন। ভূপেন্দ্র এদিনই আলিপুরদুয়ার পৌঁছে গিয়েছেন। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর আগেই আলিপুরদুয়ার পালন করছে আরেক বড় উৎসব।

চোখধাঁধানো অনুষ্ঠানের আয়োজনের বিষয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বক্সায় বাঘ ছাড়া মানে ডুয়ার্স এলাকায় পর্যটকদের বড় প্রাপ্তি। রাজ্য সরকার পর্যটনশিল্পের প্রসার চাইছে। বক্সায় বাঘ ফেরানো উদযাপন করতে অনুষ্ঠান করতেই হত। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানে আসবে। তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী।'

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার পৌঁছে জয়ন্তীতে বন দপ্তরের রেস্টহাউসে উঠেছেন ভূপেন্দ্র যাদব। সেখানেই তিনি রাত্রিযাপন করবেন। শুক্রবার সকালে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বক্সার ২৫ মাইল এলাকায় উপস্থিত থাকবেন বাঘিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার কর্মসূচিতে। ওই দিনই আবার তিনি বক্সা টাইগার রিজার্ভের বনকর্মীদের

এরপর দশের পাতায়

বৃহস্পতিবার দিনভর রাজকীয় মেজাজে কাটল নতুন অতিথির।

সিপিএমের হাত ধরতে মরিয়া মমতা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : বাংলার সুজন চক্রবর্তী, শমীক লাহিড়িরা যতই তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হোন না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাজ্যে তাঁর ও তাঁর দলের অবস্থা যে কার্যত গাড্ডায় পড়ার শামিল, প্রকারান্তরে তা উঠে এসেছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার প্রথম দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি।

ওই বৈঠকে তিনি একের পর এক নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়, বাংলায় আমাদের কিছু করতে দেওয়া হচ্ছে না। থানাগুলি কার্যত বিজেপির কার্যালয়ের মতো কাজ করছে। আমার আদালতের নির্দেশ ছাড়া বাইরে বেরোতে সমস্যা হচ্ছে। আমার জেড প্লাস সিকিউরিটি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও সেটা তাঁরা স্বীকার করছেন না। আমি নিজের বাসভবনেও সুরক্ষিত নই।'

এমন 'দুর্বিষহ' পরিস্থিতিতে এককালে সাপে-নেউলে সম্পর্ক থাকলেও এখন সিপিএমের হাত ধরতে মরিয়া মমতা। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে সিপিএমের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। স্বীকার করেন বাংলায় তৃণমূল ও সিপিএমের লড়াই আছে। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একসঙ্গে থাকতে হবে। মমতা বলেন, 'সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবিজি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। এটা জাতীয় ইস্যু। যখন দেশে ক্রাইসিস থাকে, তখন প্রায়োরিটি বিষয়কে সমাধান করতে হয়। বেবিজি খুব ভালোমানুষ।'

রাজ্যে অসহায় দশা প্রকাশ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে বিরোধীদের আর জায়গা নেই। খুন, ধর্ষণ এবং বিরোধী নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের উপর লাগাতার অত্যাচার হচ্ছে। ভোট পরবর্তী হিংসায় ৭০-এর বেশি মৃত্যুর খবর আছে। ৪৫টির বেশি যৌন হিংসার অভিযোগ আছে এবং তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার

এরপর দশের পাতায়

পাপের ফল, পালটা তোপ শুভেন্দুর

রেজিনগর, ১ অক্টোবর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে যতই রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন, সার্বিকভাবে তৃণমূলকে উৎখাত করার অভিযান চলতেই থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনি প্রচারে রেজিনগরে এসে বৃহস্পতিবার বলেন, '৪ঠা মে পেরিয়ে ৫ মে মাঝরাতে বলেছিলাম, তৃণমূলের নাম আর নিশান থাকবে না। তারপর গত ১৫০ দিনে জোড়াফুল নেই, তৃণমূলও নেই।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বৃহস্পতিবারই নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, বাংলায় তাঁকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি। শুভেন্দু যেন পালটা মমতার দলের ছন্নছাড়া পরিস্থিতিতে ব্যঙ্গ করলেন। তাঁর কথায়, '৮০ জন এমএলএ, তার মধ্যে ৬৪ জনই বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানি না। অন্যদিকে, ইলেকশন কমিশন ভাবছে, কাকে প্রতীক দেওয়া যায়? কে আসল আর কে নকল?'

প্রকাশ্য সভাতেই কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একপক্ষের নাম হয়েছে 'মমতা এআইটিসি'- যেন গোরুর গাড়ির হেডলাইট। আরেকপক্ষের নাম হয়েছে 'ডিটিএমসি'- ডেমোক্র্যাটিক টিএমসি। কিন্তু রেজিনগর কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এদের নাম-নিশান খুঁজে পাবেন না। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি আসলে তৃণমূল সরকারের পাপের ফল। তাই তৃণমূলের প্রতীক আর নাম- কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এরপর দশের পাতায়

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে; নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-৫৬-১-এসসি-এফবিজি-২। নিলাম শুরু (সমস্ত লট): ১৬-১০-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়; রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; দিন: ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এফবিজি-টিওআই-২২৮-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেটস্)	ফর্বেসগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৬-১০-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন: ১০ বার। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

JAIGAON DEVELOPMENT AUTHORITY
(A statutory Organization of Govt. of West Bengal)

PUBLIC NOTICE

(Under section 36 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979)

WHEREAS, Jaigaon Development Authority (hereinafter called JDA), in pursuance of the provisions of Section 40 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 (West Bengal Act XIII of 1979) has prepared and amendment to the Development Control portion of the Land Use and Development Control Plan (hereinafter referred to as the "LUDCP"), which was notified vide no. JDA/PLN/2024/02 dated 19.01.2024. The said amendment has been undertaken in accordance with the directives issued by the Department of Urban Development & Municipal Affairs, Government of West Bengal, vide Notification No. 1954-UDMA-22013(99)/18/2025-DAC SEC-Dept. of UDMA dated 15.12.2025, as part of the Compliance Reduction and De-regulation exercise initiated by the Government of India.

AND WHEREAS, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 36 of the said Act, JDA hereby publishes this public notice regarding the preparation of the aforesaid amendment to the Development Control portion of the LUDCP, on prior approval of the State Government vide no. 1386 - T&CP/C-2/1P-01/2026 date 11.08.2026, inviting objections is writing from any person with respect to the proposed amendment with in a period of 60 (sixty) days from the date of publication of this Public Notice in the Kolkata Gazette Extraordinary.

A copy of the proposed amendment may be inspected on any working day between 11.00 A.M. and 4.00 P.M. at the Office of the Executive Officer, Jaigaon Development Authority, Jaigaon Bus Turminus, P.O. - Jaigaon, Dist - Alipurduar, Pin - 736182.

A soft copy of the proposed amendment of the LUDCP may also be availed at the official website of the Department of Urban Development & Municipal Affairs, Government of West Bengal (**https://udma.wb.gov.in/**), for public scrutiny.

Such Objections, in triplicate, addressed to the Executive Officer, Jaigaon Development Authority, will be received by the Office of the Executive Officer, Jaigaon Development Authority. Jaigaon Bus Terminus, P.O. - Jaigaon, Dist - Alipurduar, Pin - 736182 on all working days between 11:00 A.M. and 4:00 P.M. or by post within 60(sixty) days from the date of publication of this notice.The prescribed form for submission of objections shall be made available free of cost at the office of the Jaigaon Development Authority.

Sd/-
ADM, Alipurduar &
Executive Officer, JDA

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for providing Facility Management Services at Jalpaiguri Medical College. A corrigendum-I has been uploaded as per details indicated in below : **Sl. No.** 1 **Particulars :** Corrigendum-I for providing Facility Management Services at Jalpaiguri Medical College. **Bid Ref. No.** WBMSCL/NIT-756/2026, Dated-08 .09.2026. Last date of submission of online bid 05.10. 2026 upto 14:00 hrs. Interested Bidders may download the tender document and Corrigendum-I and/or submit their bids online at the website **www.https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL. ICA-T18588(1)/2026

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri

for details please visit : wbtenders.gov.in

E-tender has been floated by the undersigned for the following work

1. SSM-JAL/T-01/ACR/26-27 Dated : 30/09/2026
2. SSM-JAL/T-02/ACR/26-27 Dated : 30/09/2026

For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
District Education Officer
SSM, Jalpaiguri

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. 17 of 2026, তারিখ: 30-09-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: SRDENGHY-13-2026। কাজের নাম ও স্থান: গুয়াহাটিতে-এসএসই/ওয়ার্কস/গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রে অধীনে ১০৪ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টারের জন্য সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ ও শৌচাগার-এর নবীকরণ। টেন্ডার মূল্য: ২,৩৪,৫৮,৩৬৪.৩০ টাকা; বায়নার ধন: ৪,৬৯,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২২-১০-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২২-১০-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/গুয়াহাটি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

A.E.P.W.D. Malda Sub-Division-I invites Tender, vide Nie-T No.- 19 of 2026-2027, for 1. Roof treatment with some miscellaneous civil works like staircase modification, primer, painting etc. at S.E. office (Civil), Northern Circle, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5076938_1. 2. Laying of vitrified tiles, Development of backside portion and S/F/F of wash basin at ADM(D) Bungalow, Malda under Malda Division, P.W.D. Tender ID: 2026_WBPWD_5076938_2. Bid Submission Starting Date & Time– 05/10/2026 up to 11.00 A.M. Last dateand time for Submission of Tender is – 12/10/2026 up to 11 A.M. Other details may be seen Website: https://tenders.wb.gov.in & from this office Notice Board. Sd/-Bibhor Majumder, Assistant Engineer, P.W.D. Malda Sub-Division-I, Malda. ICA-T18621(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for providing Facility Management Services at Malda Medical College Super Specialty Block (SSB) as per details indicated in below : Sl. No. 1. **Particulars :** Facility Management Services at Malda Medical College Super Specialty Block. **Bid Ref. No.** WBMSCL/NIT-800/2026 Dated–30/09/2026. **Last date of submission of online bid :** 22.09.2026 at 2:00 P.M. **Remarks :** 1st call of the Bid Reference No.: WBMSCL/NIT-738/2026, Dated–31/08/2026. Interested Bidders may download the tender document and/or submit their bids online at the website **https://tenders.wb.gov.in** The tender document may also be downloaded from the websites **www.wbhealth.gov.in**, **www.wbmsc.gov.in** Sd/- Managing Director, WBMSCL ICA-T18588(3)/2026

ABRIDGED TENDER NOTICE

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Malda

E-NIT NO : **e-NIT - 02e/ 2026-27/ Plan Dated : 30/09/2026** (2nd Call)

Tender is invited by the undersigned for - Deployment of Aspirational Blocks Fellows in 03 (three) Blocks {Chanchal-I, Habibpur, Harishchandrapur-II}

Deadline for receiving Bids online: 07/10/2026

For further details please visit website www.malda.gov.in and www.wbtenders.gov.in

SD/-
Additional District Magistrate (ZP), Malda

Memo No : 771(2)/DICO/MLD, dt : 01-10-2026

NOTICE

Draft verification list of Siliguri College Co-operative Credit Society Ltd. will be published on 5th October'2026. For any claims and objections contact to the office of the Society from 05.10.2026 to 06.10.2026 (11:00 A.M. – 3:00 P.M.).

Sd/-
ARO
Siliguri College Co-operative Credit Socoety Ltd.

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৩৫ তারিখ: ২৯-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলের কুমেদপুর স্টেশনে সিইএল মেক এমএসডিএসি সিস্টেমের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশি: ৫৭,২৫,৭২৮/- টাকা। বায়না রাশি: ১,১৪,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২১-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২১-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএন্ডটি) কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহারে স্টেশন আলোকসজ্জার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৩৪_২০২৬/কে/১০৭০ তারিখ: ২৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ৩৪_২০২৬। কাজের নাম: এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/বারসোই জংশন এবং কিশনগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলযাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা উন্নতকরণের হেতু স্টেশনের আলোকসজ্জার উন্নয়ন। টেন্ডার রাশি: ৬,৪৬,৩৪,০৫৬/- টাকা। বায়না রাশি: ১২,৯২,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ট ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিশ নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২৫.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং.: এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_০১_৩টি, তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬। কাজের নাম: মালদা ডিভিশনে আইপি-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন যেমন আইপি এমপিএলএস, ইউটিএস/পিআরএস, ভিওআইপি বেসড কমিউনিকেশন, সিএমএস টিএমএস, এইচআরএমএস, আইআরইপিএস, ই অফিস ইত্যাদির জন্য ইউনিফায়েড কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত ল্যান ইনফ্রাস্ট্রাকচারের এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৮,২১,১৬,৯২৩.৬০; বায়না অর্থ: ₹ ১৬,৪২,৩০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়: ০৫.১০.২০২৬ তারিখ থেকে ১৯.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-210/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting Tender (in brief)

Following E-Tender(S) are hereby invited on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Repairing of village road etc. vide NIT No. WBZP/12/DE-ET/COB/2026-27 (2nd Call) **for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 05.10.2026 (up to 5.50 P.M.). For details the website https://tenders.wb.gov.in may be accessed.**

Sd/-
District Engineer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

NOTICE

On behalf of District Magistrate, Uttar Dinajpur, Additional District Magistrate (Dev.), Uttar Dinajpur invites item rate tender for 4 No. Construction of Cremation, .. vides NIeT No. 92/Dev. & Planning/D-2026 Dated:- 01/10/2026 to 95/Dev. & Planning/D-2026 Dated:- 01/10/2026 ... Detail information is available in the Development & Planning Section, DM Office, Uttar Dinajpur of the during office hours and at **www.tenders.wb.gov.in** & **www.uttardinajpur.gov.in** portal.

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev),
Uttar Dinajpur

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে হোটেলে কাজের জন্য হাউসকিপিং, কিচেন হেল্পার নিয়োগ করা হচ্ছে, বেতন 10K-14K। বয়স : ১৮-৩৫ বছর, থাকা-খাওয়া ফ্রি। M : 9679370099. (C/123982)

•

চা ফ্যাক্টরি ও রাইসমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 14,500/-, ডাউরেক্ট জয়েনিং। M : 93327-30160, 76026 16901. (C/123590)

বিক্রয়

Four(4) Katha Land Available - A Block - Uttorayon - Resedential Plot - 9740057235. (K)

অ্যাফিডেভিট

N.B.S.T.C. Pension Payment Order Book No. 5498/PEN এবং Service Book of NBSTC যেখানে আমার নাম Abdul Majit নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 8-9-26, E.M., দিনহাটা অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Abdul Mazid এবং Abdul Majit এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। দিনহাটা মিউনিসিপালিটি, ওয়ার্ড নং 8, পো: ও থানা : দিনহাটা, জেলা : কোচবিহার। (C/123722)

•

আমার পুত্র Bishnu Roy, তার জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং 29, তাং 13-04-12, আমার নাম Mukul Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 22.05.26, C.J. (Jr.Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mukul Chandra Roy এবং Mukul Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Mukul Chandra Roy সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো: খাপাইডাঙ্গা, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123723)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

MNC তে আলিপুর/জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়িতে পার্ট/ফুলটাইম বাড়ি থেকে কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 8240311982. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Durlabh Chandra Das, S/o Late Durga Charan Das, resident of 138, Raja Rammohan Roy Road, East Vivekananda Pally, Siliguri- 734006, do hereby declare that I have changed my name from Durlabh Chandra Das to Durlabh Das and henceforth I shall be known as Durlabh Das in all purpose, vide affidavit no. 15AA771468 sworn before the Notary Public at Siliguri on the 27th of June, 2013. Durlabh Das and Durlabh Chandra Das both are the same and one identical person. (C/123589)

•

আমি Prashanta Rabidas, পিতা খোকা রবিদাস, গ্রাম- গঙ্গারামপাড়া, পোস্ট - সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা-মালদা। আমার আসল নাম Prashanta Rabidas, কিন্তু আমার ছেলেদের যথাক্রমে Dipankar Rabidas, Subhadip Rabidas, Subhankar Rabidas, Shiva Rabidas এদের জন্ম ও কাস্ট সার্টিফিকেটে ভুলবশত Prosanta Rabidas উল্লেখ রয়েছে। ২৯/৯/২৬ তারিখে চাঁচল কোর্টে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাফিডেভিট করে Prashanta Rabidas ও Prosanta Rabidas একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/123981)

CINEMA সিনেমা

Now showing at BISWADEEP

"DRISHYAM : The Conclusion"

*ing : Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran

Time : 1.15, 4.15 & 7:15 PM

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881	
DRISHYAM THE CONCLUSION	SHOW TIME 10.25 AM 1.30 PM 7.00PM HINDI (U/A)	
VVAN	SHOW TIME 4.30 PM HINDI (U/A)	

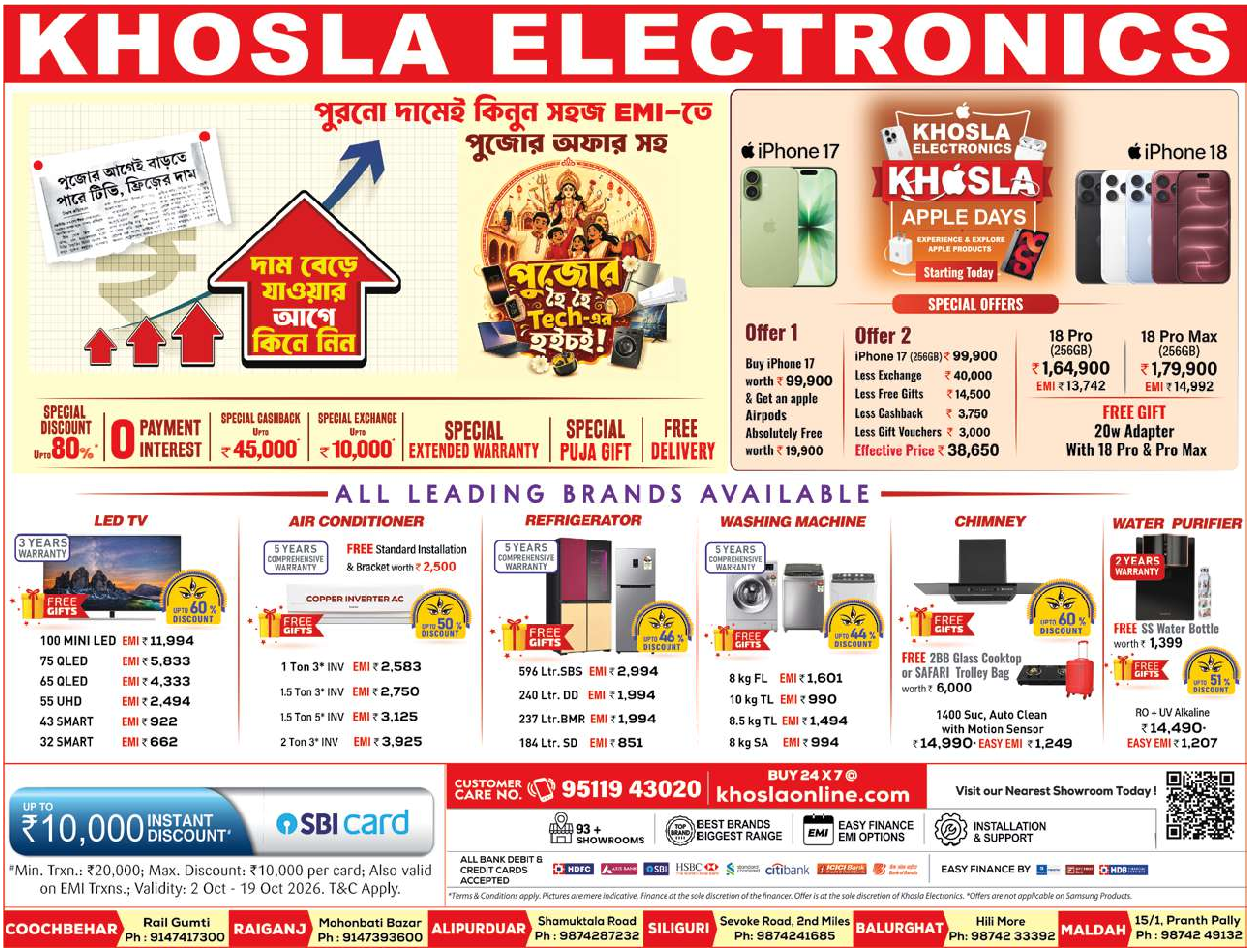

হাতি সাফারির অনলাইন বুকিং বন্ধ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১ অক্টোবর : বর্ষার মরশুম শেষে জঙ্গল খুলে গেলেও এবার সেভাবে পর্যটকদের ভিড় নেই জলদাপাড়ায়। তার ওপর অনলাইনে হাতি সাফারির টিকিট বুকিং পরিষেবায় হঠাৎ ছেদ পড়েছে। দশদিনের বেশি সেই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। কবে থেকে ফের অনলাইনে টিকিট কাটার সুযোগ পাবেন পর্যটকরা, জানা নেই কারও। এদিকে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, অফলাইনে সরাসরি কাউন্টার থেকে টিকিট দেওয়ার ফলে সক্রিয় হয়ে উঠেছে দালালচক্র। সুযোগ বুঝে প্রায় দ্বিগুণ দামে পর্যটকদের কাছে টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে বলে দাবি।

কলকাতা থেকে ঘুরতে আসা পর্যটক ইন্দ্রাণী দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম জলদাপাড়ায় এসে হাতির পিঠে চড়ে ঘুরব। কিন্তু অনলাইনে টিকিট বুকিং বন্ধ দেখে সিদ্ধান্ত পালটে এখন অন্য জায়গায় যাচ্ছি।'

শুধু এলিফ্যান্ট রাইডিং নয়। একই সঙ্গে বন্ধ রয়েছে অনলাইনে কার সাফারির টিকিট বুকিংও। বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ এবং দপ্তরের একাধিক শীর্ষকর্তার আশ্বাস সত্ত্বেও সেই পরিষেবা চালু হয়নি। এদিকে ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খোলার পর চালু হয় সাফারি। আগাম বুকিং শুরু হওয়ার পর প্রথম ৬ সেপ্টেম্বর এলিফ্যান্ট রাইডিংয়ের অনলাইন বুকিং বন্ধ হয়ে যায়। ১৮ সেপ্টেম্বর চালু হলেও ১৯ তারিখ ফের বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। সেই থেকে টানা বন্ধ বুকিং।

মাদারিহাটের ক্যাফে মালিক প্রাণকিশোর দাস বললেন, 'এলিফ্যান্ট রাইডের জন্য প্রচুর পর্যটক ফোন করছেন। এমনকি অনেকে আগাম টাকা দিয়ে রেখেছেন। এদিকে আমাদের ব্যবসাও লাটে ওঠার জোগাড়। কী কারণে অনলাইনে টিকিট বুকিং বন্ধ, আমরাও বুঝতে পারছি না। কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি।'

জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহার অভিযোগ, 'অনলাইনে টিকিট বুকিং পরিষেবা চালু থাকলে পর্যটকরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরতে আসতেন।' জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্তা বলেন, 'আমাদের কাছে প্রচুর পর্যটক ফোন করছেন। তবে কেন অনলাইনে টিকিট বুকিং বন্ধ রয়েছে, আমরাও তার জবাব দিতে পারছি না।'

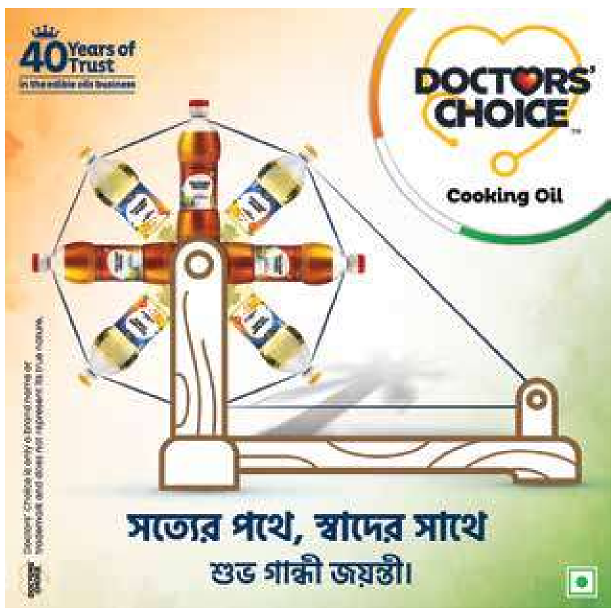

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১ অক্টোবর : রায়গঞ্জে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৫৩ বছরের এক বৃদ্ধার। গতকাল ছেলের ওষুধ নিতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছিলেন ইটাহার থানার কাপাসিয়া অঞ্চলের বাসিন্দা অনুফা বিবি। ওষুধ নিয়ে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে গোটলু মোড় এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয়।

জন্মদিন

☺ Happy Birthday Payel. Wishing you love, success and happiness on your special day.

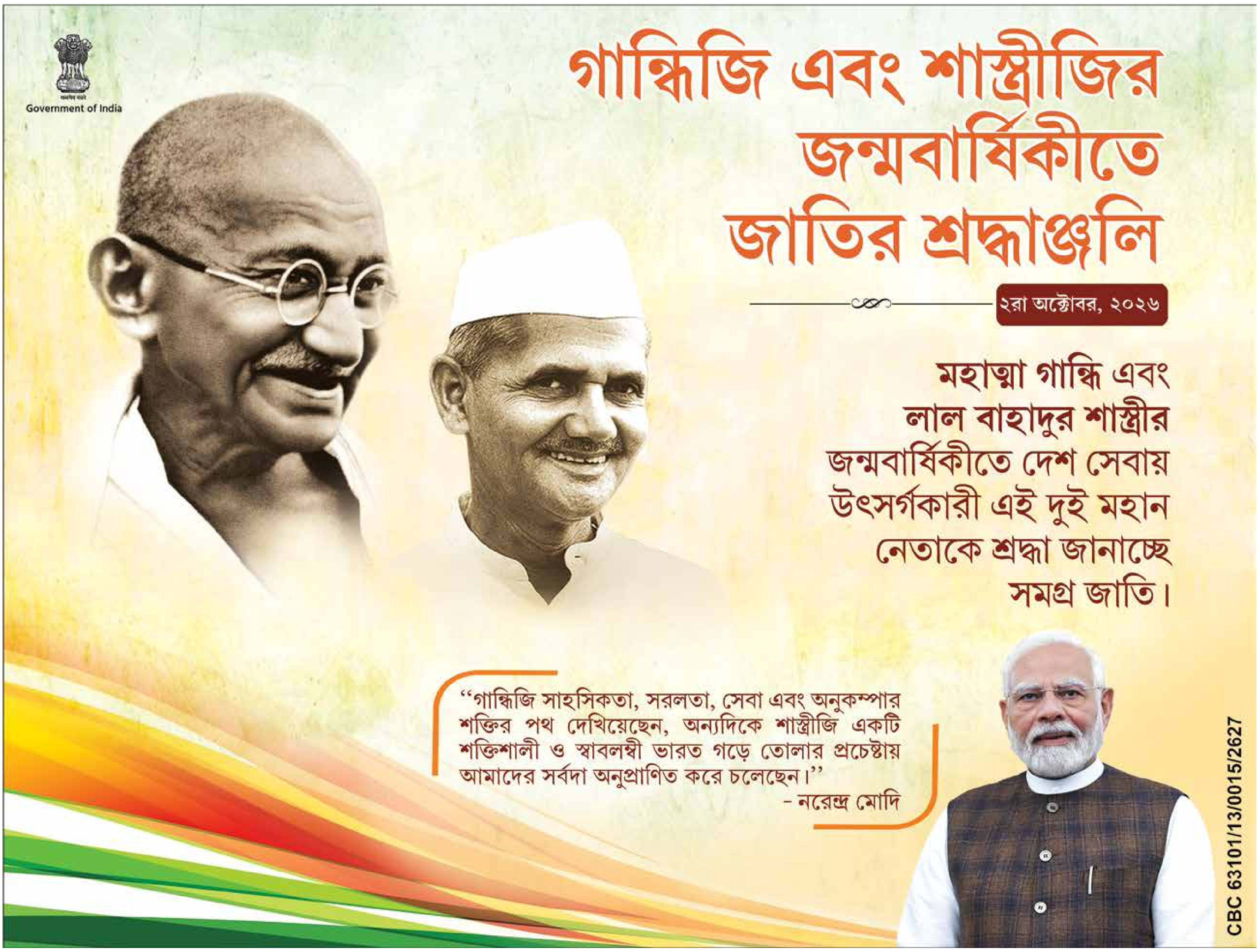

প্রধানকে নিগ্রহে নিশানায় বিজেপি

বাগডোগরা, ১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে প্রধান মমতা বর্মনকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ না হওয়া সত্ত্বেও বিল পাশ হয়েছে। এই আর্থিক অনিয়মে জড়িত রয়েছেন প্রধান মমতা। এর আগে মঙ্গলবারও দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে বেলা ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয়। তাঁর চেয়ার সরিয়ে রেখে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে হেনস্তা করা হয়।

নিগৃহীত প্রধানের দাবি, 'পরশু বিজেপির তরফে আমাকে হেনস্তা করার পাশাপাশি অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছিল। আজ আমি অফিসে গিয়েছিলাম সেই অভিযোগপত্র আনতে। তখন বিজেপির তরফে আমাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়।' এদিকে একজন নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিকে শারীরিক নিগ্রহের ঘটনায় বিজেপির জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মার সাফাই, 'আমি বিষয়টা জানি না। খোঁজ নিয়ে বলতে পারব।' যদিও পরে তিনি আর কিছু জানাননি।

আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলার কার্যকরী সভাপতি অমিতাভ সরকার বলেন, '২৬টি বুথের মধ্যে ১৩টির কাজ দেখেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং ইঞ্জিনিয়ার। বাকি ১৩টি বুথের কাজ দেখেন বিডিও এবং বিডিওর ইঞ্জিনিয়ার। যে কাজের জন্য ৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বিল পাশ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার সঙ্গে প্রধান জড়িত নন। এই অনিয়মের বিষয়ে আমরা রাজ্য ভিজিল্যান্সে অনলাইনে অভিযোগ করেছি।' এদিকে বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি শান্তনু মহন্তের কথায়, 'কংগ্রেস বলেছে, প্রধান নির্দোষ। এতেই বোঝা যায়, প্রধান জড়িত রয়েছেন।'

রাস্তার বরাত নিয়ে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : রাস্তা সংস্কারের কাজের বরাত পাওয়াকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বিতর্ক। অভিযোগ, নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকা একটি সংস্থাকে বিটুমিনাস রাস্তা তৈরির কাজের বরাত দিতে চাইছে মহকুমা পরিষদের টেন্ডার সিলেকশন কমিটি। ওই কমিটির মাথায় রয়েছেন পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক মানবেন্দ্র দেবনাথ। বাস্তুকারদের অনেকেই তাতে স্বাক্ষর করেননি বলে দাবি করা হয়েছে।

দাবি, ওই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অথচ টেন্ডার সিলেকশন কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এব্যাপারে সঠিক তথ্য জানেন না মহকুমা পরিষদের কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষ। তাঁদের আক্ষেপ, তাঁদের কাছে কেন এমন একটি সংস্থাকে কাজ পাইয়ে দেওয়া হল, উঠেছে প্রশ্ন। পরিষদের এইও জানিয়েছেন, টেন্ডার কমিটির খবর অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই এই নিয়ে বাইরে বলা যাবে না।

শামুক-ঝিনুক খোঁজার মুহূর্তে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে পাগলিগঞ্জ ব্রিজ থেকে অভিজিৎ সরকারের তোলা ছবি।

কড়া নিন্দা অশোকের

'উচ্ছেদেও দায়ী শংকর'

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : ফুলেশ্বরী রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার মন্ত্রীর পাড়ায় গিয়ে তাঁকেই চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। শুধু রেলগেট বন্ধ করাই নয়, শহরজুড়ে রেলের জমি থেকে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়ার নেপথ্যেও শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন প্রবীণ এই সিপিএম নেতা। তিনি বলেন, 'পঁচিশ বছর ধরে বিধায়ক ও কুড়ি বছর মন্ত্রী ছিলাম। তবে শহরের মানুষের ক্ষতি হোক, এমনটা আমি কোনওদিন করতে দিইনি। বর্তমানে মন্ত্রী তথা বিধায়ক ঠিক এই কাজটাই করে চলেছেন।'

তাঁর অভিযোগ, 'রেল কোনওদিন একার সিদ্ধান্তে রেলগেটে বন্ধ করতে বা উচ্ছেদের নোটিশ দিতে পারে না। এজন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে হয়। সরকার এই বিষয়গুলো স্থানীয় বিধায়কের ওপর ছেড়ে দেয়। তাই আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কার, বর্তমান বিধায়ক তথা মন্ত্রীর এই সবকিছুর পেছনে হাত রয়েছে।' শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

রেলগেট বন্ধের পরেই অশোক ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তিনি নিজে গিয়ে রেলগেটে লাগানো ব্যারিকেড ভেঙে দেবেন। বৃহস্পতিবার ডিওয়াইএফআইয়ের পথসভায় অশোক ভট্টাচার্যের আসার কথা শুনে পুলিশ ও রেল মহলেও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। পথসভা শুরুর সময় থেকেই বন্ধ রেলগেটের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। যদিও এদিন অশোককে বলতে শোনা যায়, 'এই ব্যারিকেড একদিন না একদিন সাধারণ মানুষ ভাঙবেই। আমি এখানে এসেছি আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়ার জন্য। রাস্তায় তো আন্দোলন চলবেই। সেইসঙ্গে আইনি আন্দোলনও চলবে।'

রেল বোর্ডের একটি ধারা উল্লেখ করে অশোক দাবি করেন, রেলগেট যেভাবে রাতের অন্ধকারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে আইনবিরুদ্ধ। সঙ্গে নিয়ে আসা কাগজ পড়ে তিনি বলেন, 'রেল বোর্ডের একটি অ্যাক্টে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে,

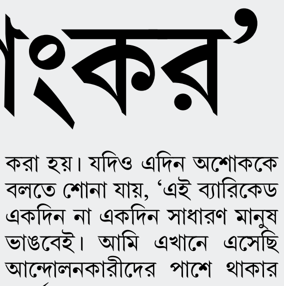

কোনও রেলগেটে বন্ধ করতে হলে স্থানীয় সংবাদপত্রে ৩০ দিন আগে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। সেখানে কারও আপত্তি থাকলে, সেটা শোনার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও এখানে কোনওকিছুই মানা হয়নি।' ক্ষোভের সুরে তিনি আরও বলেন, 'রেল বলছে, যেখানে ওরা বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে, সেখানে রেলগেট বন্ধ করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে কোথায় রেল বিকল্প ব্যবস্থা করেছে? আন্ডারপাস তো আমার সময় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ করেছিল। উলটে আমরা ৭৫ লক্ষ টাকা রেলকে দিয়েছিলাম আন্ডারপাস থেকে জাবড়াভিটার রাস্তা করার জন্য।'

যদিও যাবতীয় অভিযোগের জবাবে রেলের তরফে কোনও বক্তব্য মেলেনি।

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১ অক্টোবর : আয়ুষ্মান ভারতের ফর্ম ফিলআপ সহ অতিরিক্ত কাজে আশাকর্মীদের নিয়োজিত করে মানসিক অত্যাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আশাকর্মীরা খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং স্মারকলিপি দেন।

সংগঠনের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি নমিতা সূত্রধর বলেন, 'আশাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আয়ুষ্মান ভারতের ফর্ম ফিলআপের কাজ করতে হচ্ছে। এই কাজে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি করতে হচ্ছে শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ। স্বাস্থ্য বিভাগের রুটিন কাজের বাইরে আয়ুষ্মান ভারত, আবাসের কাজ সহ একাধিক কাজ করায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাঘাত ঘটছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আশাকর্মীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করিয়ে নিতে প্রশাসনিক কর্তারা চাপ সৃষ্টি করছেন। ভয়ে বহু আশাকর্মী সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছেন। এর জেরে অনেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।'

অতিরিক্ত কাজের জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা, তা-ও দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। জবরদস্তি বন্ধ করে বকেয়া টাকা না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক বলেন, 'স্মারকলিপি পেয়েছি। কাউকে কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না।' গোটা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

টয়ট্রেনে সফর

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের আধিকারিকরা টয়ট্রেন সফর উপভোগ করলেন। বৃহস্পতিবার কার্সিয়াং থেকে টুং পর্যন্ত টয়ট্রেন যাত্রা শেষে তাঁরা মার্গারেটস চা বাগান ঘুরে দেখেন। হেরিটেজ তকমাধারী টয়ট্রেনে চেপে আধিকারিকরা মুগ্ধ। তাঁরা টয়ট্রেন পরিষেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বোর্ড গঠনে জল্পনা পদ্মের পক্ষ নিয়ে

মোর্চা বনাম এনসিপিআই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ অক্টোবর : পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা ১২ জন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় নাম লিখিয়েছেন আগেই। বৃহস্পতিবার অপসারিত সভাপতি গোষ্ঠীর ১৬ জন কলকাতায় ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া দলে (এনসিপিআই) যোগ দেওয়ায় বোর্ড গঠন ঘিরে টানটান উত্তেজনা তৈরি হল। এনসিপিআই আবার নিজেদের এনডিএ-র শরিক দল দাবি করছে। এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েই অপসারিত সভাপতি বিনতা দাস সরকারের স্বামী শ্যামল সরকার বোর্ড গঠনের আগে 'খেলা শুরু হল' বলে মন্তব্য করেছেন। বিক্ষুব্ধ শিবিরও 'খেলা দেখার অপেক্ষা করছি' বলে পালটা দাবি করছে।

যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্ব কোন পক্ষে থাকবে, তা নিয়ে এখন জল্পনা তুঙ্গে। যদিও বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা নেতৃত্ব 'শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই কাজ হবে' বলে জানিয়েছে। ৬ অক্টোবর প্রশাসনের তরফে বোর্ড গঠনের বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ৩৯। একজন ইস্তফা দেওয়ায় বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩৮, যার মধ্যে ৩৬ জন তৃণমূলে ছিলেন। বাকি দুজন ছিলেন বিজেপি সদস্য। অগাস্ট মাসে ১৬ জন সদস্য সভাপতি বিনতার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু ৮ সেপ্টেম্বর প্রশাসনের ডাকা রিমুভাল মিটিংয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী ২০ জন সদস্যকে নিয়ে বিডিও অফিসে হাজির হয়। সভাপতির গোষ্ঠী গরহাজির থাকায় সভাপতি ও সহ সভাপতিকে অপসারণ করা হয়। অনাস্থা পেশের পর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪৩ দিন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা ও সদস্যরা এনজেপির একটি হোটেলে ছিলেন।

বিক্ষুব্ধ শিবিরের এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'অনেক লড়াই করে, বাইরে থাকা, খাবারের ব্যবস্থা করতেই ইতিমধ্যে আমাদের ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। রিমুভাল মিটিংয়ের পর বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ দলের দুই সদস্যের মধ্যে একজনকে সভাপতি ও আমাদের সহ সভাপতির পদ দিতে চেয়ে বৈঠকে প্রস্তাব দেয়। আমরা রাজি হইনি। তৃণমূল, কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতাদের এলাকায় সক্রিয়তা এবং সংগঠন নেই। ফলে রাজনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা বিমলের দলে যোগ দিয়েছি।'

এদিকে শ্যামল বলেন, 'আমরা ১৬ জন এনসিপিআই-এ যোগ দিয়েছি। সবে খেলা শুরু হল। ৬ অক্টোবর বোর্ড গঠনের আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা জুবের আলমের কথায়, 'আমরাও খেলা দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। আমরাও তো বিজেপির সহযোগী দলেই নাম লিখিয়েছি। আমাদের সঙ্গে ২০ জন সদস্য আছেন। এই এলাকায় রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধরে রাখতে আমাদের কাছে অন্য কোনও বিকল্প ছিল না।' বিজেপি নেতাদের একাংশের বৈঠক করে চাপ দেওয়ার প্রশ্নে জুবের কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এ নিয়ে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলছেন, 'বিমলের দল আমাদের শরিক। তবে তা সমতলে নয়, পাহাড়ে। ফলে কী উদ্দেশ্যে বিক্ষুব্ধরা ওই দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তা আমরা খতিয়ে দেখছি। তেমনই অপর গোষ্ঠী আজ আমাদের আরও এক শরিক এনসিপিআই-তে নাম লিখিয়েছে। আসলে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী যেভাবে বোর্ড দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই টাকা তারা বোর্ড গঠনের পর সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি করে তোলার চেষ্টা করবে, তা নিয়ে সংশয় নেই। ফলে গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছি। প্রয়োজনে চুরি রুখতে রোজ আন্দোলন হবে।'

সুরজিতের বক্তব্য, 'আমাদের দুই সদস্য বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় কি ভূমিকা পালন করবেন, তা শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবে।'

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস।

চোলাই নষ্ট করল পুলিশ

খড়িবাড়ি, ১ অক্টোবর : বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে প্রায় ১০ হাজার লিটার চোলাই মদ নষ্ট করল খড়িবাড়ি পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বালুজোত গ্রামের ছয়টি বাড়ির পিছনে মদ তৈরির ঠেকে হানা দেয় খড়িবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল। অভিযানে প্রায় ১০ হাজার লিটার চোলাই মদ ও মদ তৈরির সামগ্রী নষ্ট করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযানের আগেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় মূল অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

নতুন কমিশনার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : বীরবিক্রম রাইয়ের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বন্দবাসী তেজা দীপক। এদিন পুর প্রশাসক আর বিমলা তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে স্বাগত জানান। পুর প্রশাসকের ঘরে একপ্রস্থ বৈঠকও হয়। কমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর কমিশনার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) দপ্তরে যান। সেখানে মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

Notice

e-Tender is being invited from the bonafide contractors for published e-Tender vide Niet reference no. 02/DEV/PHD/2026-27, Dated:- 30/09/2026, vide reference Memo no. 2302/DEV/PHD/2026-27 Dt. 30/09/2026. Last date for submission of Bids - 07/10/2026 upto 4.00 p.m. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

আর্থিং উন্নয়ন-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: EL/29/63_2026/K/1069, তারিখ: 28-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: 63_2026; কাজের নাম: ডিইই/জি/কাটিহার-এর অধীনে আরসিবিও এবং লাইটনিং প্রোটেকশন-এর সাথে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আর্থিং উন্নয়ন-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ২,৬৫,৬৮,৬৫৮/- টাকা; বায়নার ধন: ৫,৩১,৪০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ধমক দিয়ে ছয়তলায় কাজ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : নিরাপত্তাসামগ্রী ছাড়া রীতিমতো ধমক দিয়ে বহুতলের ছয়তলায় কাজে পাঠানো হয়েছিল। নির্মাণ সংস্থার কর্তা নিশীথ আগরওয়াল সহ মোট চারজনের বিরুদ্ধে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মৃত শ্রমিকের স্ত্রী। ফলে ফের একবার শহরে নির্মীয়মাণ বহুতলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর শহরের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মীয়মাণ বহুতলের ছয়তলা থেকে পড়ে যান আমবাড়ির বাসিন্দা মকছেদুল মহম্মদ নামে এক শ্রমিক। তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত শ্রমিকের স্ত্রী মিলি সরকার বলেন, 'নির্মাণ সংস্থা জোর করে আমার স্বামী সহ অন্য শ্রমিকদের ওপরে তুলেছিল। ধমক দিয়েছিল। কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হলে হয়তো আমার স্বামী বেঁচে যেত।'

যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওই নির্মাণ সংস্থার অভিযুক্ত কর্তাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে থানায় মৃতের স্ত্রী

এদিকে একজন শ্রমিকের এভাবে মৃত্যুর পরেও হুঁশ ফেরেনি নির্মাণ সংস্থাগুলির। নির্মীয়মাণ বহুতলে নিরাপত্তা ছাড়াই শ্রমিকদের কাজ করার দৃশ্য রীতিমতো অবাক করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পানিট্যাঙ্কি মোড় সংলগ্ন একটি বহুতলে যেতে দেখা গেল, মাথায় হেলমেট, কোমরে দড়ি ছাড়াই তৃতীয়তলায় জানলার কাছে তৈরি বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে এক শ্রমিক কাজ করছেন। কোনওভাবে ওই বেড়া থেকে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু কিংবা গুরুতর জখমের সম্ভাবনা। একই ছবি দেখা গেল পায়েল মোড়ের কাছে। বহুতলের প্রায় দশতলায় শেডের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন চার শ্রমিক। তাঁদের হাতে না আছে গ্লাভস, না আছে মাথায় হেলমেট। ইস্টার্ন বাইপাসের একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে পাঁচতলার জানলায় এক তরুণ বাঁশের কাজ করছিলেন। অবাক করা বিষয়, ওই তরুণের পায়ে ছিল হাওয়াই চটি। যদিও নিয়ম বলছে, বহুতলে কাজ করার সময় শ্রমিকদের মাথায় হেলমেট বাধ্যতামূলক। বুট বা স্লিপ-রেজিস্ট্যান্ট জুতো পরে থাকলে ঝুঁকি কম থাকে। এছাড়া সেফটি গ্লাস, কেমিক্যাল গগলস ও ফেস শিল্ড উড়ে আসা ধুলোবালি ও তরল পদার্থ থেকে চোখ ও মুখকে রক্ষা করে। কোমরে দড়ি থাকা প্রয়োজন, যাতে পড়ে গেলে ওই দড়ির মাধ্যমে তিনি আটকে যান। এখানেই প্রশ্ন, ঘুরে ঘুরে এসবের নজরদারি চালাবে কারা? প্রশাসন সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে শ্রম দপ্তরের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। যদিও শ্রম দপ্তর কতটা সক্রিয়, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'কোনও ঘটনা ঘটলে, অবশ্যই আমরা তদন্ত করি।' যদিও এক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থাগুলির যথেষ্ট ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তবে কোনও সংস্থাই মন্তব্য করতে নারাজ।

বাগানের জমিতে পুলিশ ফাঁড়ি

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : বছরখানেক আগে সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি নজরে পড়েছিল জমি মাফিয়াদের। রাতারাতি সেখানে তৈরি হয় ঘর। পুলিশ অভিযান চালিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল ঘরবাড়ি। বছরখানেক পর সেই জায়গাতেই পুলিশের উপস্থিতিতে মাপজোখের কাজ শুরু হল। তবে এবার মাপজোখ সেখানে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরি করার জন্য।

নতুন সরকার আসার পর থেকেই দেবীডাঙ্গা, শালবাড়ি এলাকায় নতুন ফাঁড়ি তৈরির তোড়জোড় শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মাসখানেক আগে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা দেবীডাঙ্গা ফাঁড়ি তৈরির জন্য দেবীডাঙ্গা থেকে মিলন মোড় পর্যন্ত কমিশনারেটের শেষ সীমানা এলাকার একাধিক জায়গা পরিদর্শন করেছিলেন। সেই পরিদর্শনের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবেই অমিত পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয় সংলগ্ন মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগানের সাড়ে পাঁচ কাঠা জমি প্রথম পছন্দ হিসেবে এদিন চিহ্নিত করা হল। পুলিশ সূত্রে খবর, সবকিছু ঠিক থাকলে এই জায়গাতেই হতে চলেছে দেবীডাঙ্গা ফাঁড়ি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁড়ি তৈরির ব্যাপারে দেবীডাঙ্গা থেকে মিলন মোড় পর্যন্ত একাধিক জায়গা পুলিশ প্রশাসনকে দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব এলেও দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ জমিতেই ত্রুটি রয়েছে। পাশাপাশি ফাঁড়ির অবস্থানগত বিষয়টাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগানের এই জমিই প্রথম পছন্দ বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশের এক কর্তার কথায়, জায়গা পর্যাপ্ত না থাকলেও অবস্থানগত দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পাশেই স্কুল রয়েছে। পাশাপাশি পুরো জায়গাটাই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যে।

ম্যাপ দেখে মাপজোখ

এদিন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ওই জমিতে যান পুলিশকর্মীরা। সেখানে মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগান কর্তৃপক্ষও আসে। ম্যাপ দেখে জমির মাপজোখ করা হয়। আপাতত চিহ্নিত ওই জায়গা ফাঁড়ির জন্য ঘিরে দেওয়া হবে। তারপর সরকারি নির্দেশমতো কাজ শুরু হবে। যাবতীয় প্রক্রিয়াই দ্রুতগতিতে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ফাঁড়ি তৈরির ব্যাপারে পুলিশকর্মীরা সংলগ্ন স্কুল সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক বলেন, আমরা এই জমিটি পুলিশের কাজের জন্য দরকার হলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রেখেছিলাম। ফাঁড়ি তৈরি হয়ে গেলে পেছনেই থাকা আমাদের চা বাগান সহ এলাকার নিরাপত্তার পুরোটাই সুনিশ্চিত হবে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE

The Executive Engineer, N.H. Division No. - IX, P.W. (Roads) Directorate, Matigara invites online e-NIQ No. 11 of 2026-27 of EE, N.H. Division No. - IX. Details of eNIQ and other documents may be downloaded from the web portal: https://tenders.wb.gov.in and for any other quires please contact through email: nhdivision9.pwd@gmail.com. Bid Submission start date: 14-10-2026. Bid Submission end date: 30-10-2026. [Tender Id: 2026_NH_5076924_1] Corrigendum if any and other information's regarding bid evaluation will be published/sent in/through e-tender portal only. Sd/-EE / NH Division No. - IX, P.W. (Roads) Directorate Matigara, Siliguri. ICA-T18612(3)/2026

TENDER NOTICE

NIT: 118 fund: SSM is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT: 118 is 14/10/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://tenders.wb.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

QUOTATION

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation.:
1) Quotation no: 12/2026-27 Memo: 1761/M, Date: 01/10/2026
Last Date of bidding dated: 08/10/2026 at 3.00 P.M.
Details which are available in the official notice board.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No.- 11 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work: 1. Restoration of damaged Hard Shoulder/ Flank/ Black Top, caused due to pipe laying by PHE Department along Baraduary-Bindol road from 5.00 km to 8.00 km under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5076749_1. Estimated Amount: Rs. 21,05,175.00 2. Restoration of damaged Hard Shoulder/ Flank/ Black Top, caused due to pipe laying by PHE Department along Baraduary-Bindol road from 7.30 km to 11.10 km, Protection work at Bridge Approaches of 15th & 17th km and Repairing of Damage Concrete Railing under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5076749_2. Estimated Amount: Rs. 26,63,024.00 3. Restoration of damaged Hard Shoulder/ Flank/ Black Top, caused due to pipe laying by PHE Department along Bindol-Bishnupur road, Protection work at Bridge Approaches at 3rd Km and Repairing of Damage Concrete Railing of Kahali Bridge under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5076749_3. Estimated Amount: Rs. 31,71,179.00 Bid Submission start date (online) on 07.10.2026 from 10.00 AM, Closing date of Bid Submission on 27.10.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T18603(3)/2026

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা নারায়ণ চন্দ্র দাস - কে

19.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40D 72198 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা উল্লেখ করা উল্লেখযোগ্য যে, আমি যা কিছু চাই তা অর্জন করার জন্য জীবনে অনেক কিছু চেষ্টা করার স্বাধীনতা পেয়েছি কারণ ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিলুপ্তির শঙ্কা হিমালয়ান ফ্রগের

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : একে জিনগত বৈচিত্র্য কম। তার ওপর স্থানীয়দের পছন্দের খাবার। এই দুই কারণে অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে দার্জিলিং পাহাড়ের 'হিমালয়ান ফ্রগ'। টানা তিন বছর হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গবেষণা চালিয়ে এমন আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন থেকে সংরক্ষণ শুরু না হলে এই ব্যাং একদিন পাহাড় থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। তাই দ্রুত সরকারি পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন গবেষকরা।

পাহাড়ের জীববৈচিত্র্যের অনন্য প্রতীক 'হিমালয়ান ফ্রগ'। যার পোশাকি নাম 'মারবেলড ক্যাসকেড ফ্রগ' (বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যামোলপ্স মার্মোরেটাস) হলেও দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে এই ব্যাং 'সিসনে পা' নামে পরিচিত। পাহাড়ি ঝরনা কিংবা পাথরের খাঁজ, মূলত আর্দ্র পরিবেশে এদের বাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং কলেজ, তাম্রলিপ্ত কলেজ এবং জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (জেডএসআই) মোট ১২ জন বিজ্ঞানী টানা প্রায় তিন বছর দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক, ঘুম, সান্দাকফুর মতো পাহাড়ের ৫৭টি গন্তব্য ঘুরে

'হিমালয়ান ফ্রগ'-এর নমুনা সংগ্রহ করেন। ২০০ থেকে ২৪০০ মিটার উচ্চতায় বিভিন্ন জলপ্রপাত, পাহাড়ি নদীর ধারে সমীক্ষা চলে। মোট ৬০টি ব্যাঙের দেখা পেয়েছিল গবেষকদল। তার মধ্যে ৩৫টির ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয়। জেডএসআই-এর বিজ্ঞানী কৌশিক দেউতি এই প্রজাতির পরিচয় নিশ্চিত করেন। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল 'বিএমসি জেনোমিক্স'-এ প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্রটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রাকেশ তামাং গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন। নমুনা পরীক্ষার জন্য ১৬এস আরএনএ এবং সিওআই এই দুটি জিন ব্যবহার করা হয়েছিল। রাকেশ বলেন, 'এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে এই ব্যাং পাওয়া গেলেও দার্জিলিং সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাতি জিনগতভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মায়ানমার, চিন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃষ্টি অরণ্যের প্রান্তে এই ব্যাং পাওয়া যায়। যদিও তাদের শরীরে জিনগত বৈচিত্র্য অনেক বেশি।' ওই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, জিনগত বৈচিত্র্য কম থাকায় 'হিমালয়ান ফ্রগ'-এর বিলুপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশি। প্রাকৃতিক এবং জলবায়ুগত পরিবর্তন, উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারায় এই ব্যাং বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। কিন্তু কেন এই সংকট? বিজ্ঞানের ভাষায়, কোনও প্রাণীর বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে জিনগত বৈচিত্র্য থাকা অত্যন্ত জরুরি। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। কিন্তু ২০-২৫ বছরে পাহাড়ে হোটেল, হোমস্টে তৈরি হয়েছে। ফলে ব্যাংগুলি গভীর জঙ্গলে যাচ্ছে। সেখানে সাপের সংখ্যা বেশি। ফলে ব্যাং বাঁচতে পারছে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক কুমারেশ মণ্ডলের দাবি, প্রোটিনে ভরপুর এই ব্যাং পাহাড়ে খাওয়ার রীতি রয়েছে। তিনি বলেন, 'ব্যাংটিকে রক্ষা করতে মানুষকে সচেতন করতে হবে।'

পাশাপাশি ডিএনএ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ধরনের ব্যাঙের বিবর্তনের সময়কাল বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এশিয়ায় এই প্রজাতির পূর্বপুরুষদের বাস ছিল প্রায় ১.৭৪ কোটি বছর আগে। দক্ষিণ এশিয়ায় এদের বংশ প্রায় এক কোটি বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিংয়ে মারবেলড ক্যাসকেড ব্যাঙের বংশ প্রায় ৯.৪০ লক্ষ বছর আগে ছড়িয়েছিল।

অণ্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে কিছু মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের আংশিক বাতিল অব্যাহত

সংশোধনী

দুর্গাপুরের পরিবর্তে অণ্ডাল স্টেশনে ইঞ্জিন রিভার্সাল আরও তিন মাসের জন্য অর্থাৎ ০১.১০.২০২৬ তারিখ থেকে ৩১.১২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার কারণে অণ্ডাল ও দুর্গাপুরের মধ্যে পরিষেবা আংশিকভাবে বাতিল করে আসানসোল - অণ্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে ট্রেনের পথ পরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যেহেতু **১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** ৩১.১০.২০২৬, ০৫.১২.২০২৬ ও ১২.১২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে এবং **১৩৪২৬ সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** ০২.১১.২০২৬, ০৭.১২.২০২৬ ও ১৪.১২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে, তাই, এই ট্রেন দুটি নিম্নরূপে পথ পরিবর্তন করে চলবে : **১৩৪২৫ মালদা টাউন - সুরাট এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩/১০, ১০/১০, ১৭/১০, ২৪/১০, ০৭/১১, ১৪/১১, ২১/১১, ২৮/১১, ১৯/১২ ও ২৬/১২/২০২৬) সাঁইথিয়া - অণ্ডাল - দুর্গাপুর - অণ্ডাল - আসানসোল হয়ে চলার পরিবর্তে সাঁইথিয়া - অণ্ডাল - আসানসোল হয়ে চলবে এবং অণ্ডালে থামার সময়সূচি হবে : পৌঁ. : ১৬.৪১ ঘ., ছা. : ১৬.৪৩ ঘ.। **১৩৪২৬ সুরাট - মালদা টাউন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১, ৩০/১১, ২১/১২ ও ২৮/১২/২০২৬) আসানসোল- অণ্ডাল - দুর্গাপুর - অণ্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে চলার পরিবর্তে আসানসোল - অণ্ডাল - সাঁইথিয়া হয়ে চলবে এবং অণ্ডালে থামার সময়সূচি হবে : পৌঁ. : ০০.০২ ঘ. ছা. : ০০.০৪ ঘ.। অন্যান্য নির্দেশাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনিয়র ডিভিসনাল অপারেশনস ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Brands Available

FOR MEN: square up, WALSEY, KIRTLE
FOR LADIES: Anaya, Miss 19, MISS DESI
FOR KIDS: Miss12, dozo
FOR HOME: HOME FOCUS
FRAGRANCE: CUPID LIMITED

CELEBRATING 300 STORES

মেনসওয়্যার । লেডিসওয়্যার । কিডসওয়্যার । হোমনিডস । বিউটি কেয়ার

Helpline: 18004102244 | *শর্তাবলী প্রযোজ্য। ছবি আসল প্রোডাক্টের থেকে আলাদা হতে পারে।

Follow us on Instagram

5% EXTRA CASHBACK# SBI card

#Min. Trxn.: ₹2,500; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 05 Sep - 21 Oct 2026. T&C Apply.

আমরা এখন সালুগারা-তে (7th অ্যাভিনিউ, 3rd মাইল সেবক রোড, ভেগা সার্কেল মলের বিপরীতে)

উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার । ইসলামপুর । কালিয়াচক । কোচবিহার । গাজোল । চাঁচল । জলপাইগুড়ি । তুফানগঞ্জ । দিনহাটা । ধূপগুড়ী । পাকুয়াহাট । ফালাকাটা । বালুরঘাট । মালবাজার । মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে) । রায়গঞ্জ । রতুয়া । শিলিগুড়ি (সেবক রোড • শিবমন্দির) **দক্ষিণবঙ্গ:** অবনী রিভারসাইড মল (2nd ফ্লোর) । আমতলা । আরামবাগ । ইলামবাজার । উত্তরপাড়া । উলুবেড়িয়া । এগরা । **কলকাতা :** অ্যাক্রিস মল (গ্রাউন্ড ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাঁশদ্রোণী (মাষ্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের নিকটে) •বাগুইআটি (VIP রোড) • বাঘাযতীন (পদ্মশ্রী সিনেমা হলের পাশে) • বেহালা (জেমস লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে • 138/1, বিধান সরণি) করিমপুর । কৃষ্ণনগর । কাটোয়া । কাঁথি । কাঁচরাপাড়া । কাকদ্বীপ । খড়গপুর । গুসকরা । চাকদহ । চুঁচুড়া । ডানকুনি । ডোমকল । দুর্গাপুর । ধুলিয়ান । নলহাটী । নৈহাটী । পান্ডুয়া । বোলপুর (ইউফোরিয়া - II, প্রভাত সরণি রোড • শ্রীনিকেতন রোড) । বহরমপুর । বাঁকুড়া । ব্যারাকপুর । বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে • কুলপি রোড, শিবানী পীঠ) । বসিরহাট । বনগাঁও । বাগনান । বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার • পারকাস রোড মোড়) । বেলুড় (রঙ্গোলি মল) । বাখরাহাট । বরানগর । মেদিনীপুর । মেমারী । মালঞ্চ । রঘুনাথগঞ্জ । রামপুরহাট । রানাঘাট । রামরাজাতলা । শ্রীরামপুর । সোদপুর । সালকিয়া । সিঙ্গুর । সাঁতরাগাছি । সিউড়ী । হাবড়া । হাওড়া ময়দান

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ আশ্বিন ১৪৩৩

প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের 'সবুজ সাথী' প্রকল্প নতুন নাম দিয়ে চালু করল বর্তমান রাজ্য সরকার। তবে নতুন প্রকল্পের আঙ্গিকে কিছু বদল আনা হয়েছে। পূর্বে প্রকল্পটির নাম ছিল 'সবুজ সাথী।' নতুন নাম হল 'সারথী'। আগের বর্ণ ছিল নীল-সাদা। 'সারথী' গৈরিক বর্ণ ধারণ করেছে। প্রকল্পের নাম বা সাইকেলের রঙের পরিবর্তনে কিছু বলার থাকতে পারে না। নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে নানা ধরনের পরিবর্তন বহু সময়ে হয়ে থাকে।

কিন্তু সম্প্রতি 'সারথী' প্রকল্পের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে সরকারি প্রস্তাবটির কথা ঘোষণা করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, এই প্রকল্পের সাইকেল যদি এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়, তাহলে তাঁর সরকার নবীন উদ্যোগপতিদের উৎসাহ দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য যে সাধু, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, এরাজ্যে সাইকেল উৎপাদন শুরু হলে সরকার 'সারথী' প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সাইকেল এইসব কারখানা থেকে কিনে নেবে, ভিনরাজ্যে উৎপাদিত সাইকেল আর বাজার থেকে কিনবে না।

এর ফলে এরাজ্যে কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমন ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের রেখচিত্র ঊর্ধ্বগামী হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাটি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক এবং যদি মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এরাজ্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু সরকারকে মাথায় রাখতে হবে, প্রতিশ্রুতি আর তার বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। আজকের দিনে যে কোনও শিল্প সম্ভাবনাকে সফলভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে একাধিক বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুবিধার কারণে বর্তমানে শ্রমনিবিড় কারখানা গড়তে বিনিয়োগকারীরা রাজি হন না। সাইকেল কারখানার ক্ষেত্রে তার অন্যথা হবে বলে মনে হয় না। তবে কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি না হলেও সাইকেল কারখানাগুলি লাভজনক হলে রাজ্যের অর্থনীতি কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হবে- সেটাই আশার কথা। এই রাজ্য একসময় সাইকেল শিল্পে আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থান করে নিয়েছিল সেন র‍্যালে কোম্পানির সৌজন্যে।

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের কন্যাপুরে পাঁচের দশকের গোড়ায় গড়ে উঠেছিল সুসমন্বিত সাইকেল কারখানা বা ইন্টিগ্রেটেড সাইকেল ফ্যাক্টরি। ডাক্তার নীলরতন সরকারের জামাই, বাঙালি উদ্যোগপতি সুধীরকুমার সেন ১৯৫২ সালে নির্মাণ করেছিলেন ওই কারখানা। প্রায় সওয়া লক্ষ বর্গফুটজুড়ে তৈরি কন্যাপুর কারখানায় উৎপাদিত সাইকেলের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েছিল। সেসময় বছরে দু'লক্ষ সাইকেল উৎপাদনে সক্ষম ছিল এই কারখানা।

প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক, অফিসার এবং আধিকারিক কর্মরত ছিলেন সেখানে। এই কারখানা ঘিরে এলাকার অর্থনীতি পালটে গিয়েছিল সেসময়। এতৎসত্ত্বেও কারখানাটির ঝাঁপ বন্ধ হয়েছিল। ধুঁকতে থাকা কারখানার পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৯৭৫ সালে কেন্দ্র এই কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করে। তাও কারখানাকে বাঁচানো যায়নি। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা। লুধিয়ানা বা হরিয়ানায় অনেক সস্তায় সাইকেলের যন্ত্রাংশ তৈরির অজস্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠে তখন।

সেইসব যন্ত্রাংশ জুড়ে যেসব সাইকেল তৈরি হতে শুরু করে, সেগুলি অনেক সস্তায় বিক্রি হতে শুরু করে। এই কারখানার ইতিহাসটি বিশেষভাবে শিক্ষণীয় এই কারণে যে, কারখানা নির্মাণের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন এবং তার বিপণনের বাজারটি অব্যাহত রাখা। নতুন উদ্যোগপতিদের উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিপণনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও তাই করতে হবে রাজ্য সরকারকে।

ভিনরাজ্য থেকে আসা সাইকেল সৌকর্যে এবং বিক্রয়মূল্যে ক্রেতাদের কাছে অধিক পছন্দসই হলে এরাজ্যে উৎপাদিত সাইকেল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকতে পারবে না। রাজ্য সরকার এরাজ্যের কারখানায় উৎপাদিত সাইকেল ক্রয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষপর্যন্ত যেন নীতিগত প্রশ্নে পিছু না হটতে হয়- সেদিকটি ভেবে দেখতে হবে সরকারকে।

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

সংবিধান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রচিন্তার নুরানি

দলিলনির্ভর লেখায় সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতীয় রাজনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা মানুষটিকে ফিরে দেখা।

শেষাদ্রী বসু

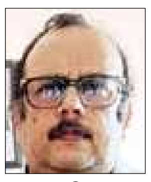

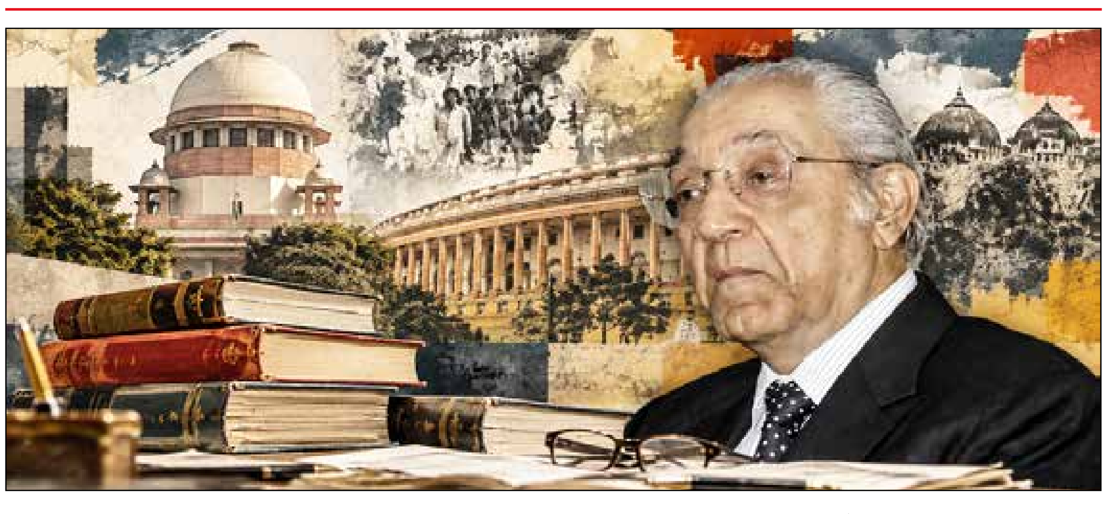

আবদুল গফুর মাজিদ নুরানি তাঁর দীর্ঘ আইনজীবী জীবন ও লেখালিখিতে সংবিধান, নাগরিক অধিকার, কাশ্মীর, আরএসএস এবং ভারতীয় রাজনীতির নানা জটিল প্রশ্ন নিয়ে লিখেছেন। ২০২৪ সালের ২৯ অগাস্ট মুম্বইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সুপ্রিম কোর্ট ও বোম্বে হাইকোর্টে আইনচর্চা করেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে লিখেছেন। তাঁর লেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দলিল, নথি, চিঠিপত্র ও ঐতিহাসিক সূত্রের ওপর নির্ভরতা। এই কারণেই তিনি আইনজীবীর সীমা পেরিয়ে জনজীবনের একজন গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন।

আইনচর্চার পাশাপাশি সংবাদপত্রে তাঁর দীর্ঘ লেখালিখি তাঁকে আরও বিস্তৃত পাঠক মহলে পরিচিত করেছে। সংবিধান, নাগরিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা নিয়ে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। দ্য স্টেটসম্যান, ফ্রন্টলাইন, দ্য হিন্দু, হিন্দুস্তান টাইমস, ডন এবং ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলির মতো পত্রপত্রিকায় তিনি লিখেছেন। সংবিধান বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধের একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়, যেখানে দ্য স্টেটসম্যান, ফ্রন্টলাইন এবং অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত লেখা একত্রিত করা হয়েছিল।

তাঁর লেখার ধরন ছিল তথ্যভারী, কখনও কঠিনও। দীর্ঘ উদ্ধৃতি, সরকারি নথি, চিঠিপত্র এবং আগের দিনের সংবাদ প্রতিবেদন পাশাপাশি রেখে তিনি একটি ঘটনার পিছনের ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁর লেখা কেবল কোনও সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকেনি; বরং পুরোনো দলিলের ভিতর দিয়ে বর্তমানকে বোঝার একটি পদ্ধতিও তৈরি করেছে। মতের সঙ্গে একমত হওয়া বা না হওয়ার বাইরে এই দলিলনির্ভর পদ্ধতিই তাঁর লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সংখ্যালঘু নাগরিকদের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সাংবিধানিক কাঠামোর প্রশ্নে নুরানি ছিলেন সরব। তাঁর 'দ্য আরএসএস : আ মেনেস টু ইন্ডিয়া' বইটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। তার আগে 'দ্য আরএসএস অ্যান্ড দ্য বিজেপি : আ ডিভিশন অফ লেবার' বইয়ে তিনি আরএসএস, জনসংঘ এবং বিজেপির পারস্পরিক সম্পর্ক, সংগঠনের ইতিহাস এবং অযোধ্যা পর্ব নিয়ে বিপুল দলিল হাজির করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণের প্রধান শক্তি ছিল তথ্যের বিস্তার এবং তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ার চেষ্টা।

ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাস বুঝতে গেলে আরএসএস ও ভারতীয় জনসংঘকে আলাদা করে দেখা জরুরি। আরএসএস ১৯২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নাগপুরে কেশব বলিরাম হেডগাওয়ারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ১৯৭৭ সালে জনসংঘ জনতা পার্টিতে মিশে যায় এবং ১৯৮০ সালে বিজেপি পৃথক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে বিজেপির সরাসরি রাজনৈতিক পূর্বসূরি জনসংঘ; আরএসএস তার সঙ্গে ঐতিহাসিক ও সাংগঠনিকভাবে ঘনিষ্ঠ হলেও দুটিকে একই সংগঠন বলা যায় না।

নুরানি আরএসএসের বৌদ্ধিক সূত্র খুঁজতে গিয়ে হেডগাওয়ার ও এমএস গোলওয়ালকরের লেখাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভিডি সাভারকার এবং হিন্দুত্বের ধারণা নিয়েও তিনি বিস্তারে লিখেছেন। তাঁর পাঠে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিচয় এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তৈরি হয়, সেগুলি পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। গোলওয়ালকরের 'বাঞ্চ অফ থটস' বইয়ে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের নিয়ে যে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের ধারণা রয়েছে, সেটিকেও নুরানি তাঁর আলোচনার অংশ করেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও নুরানি দলিল সামনে এনেছেন। ১৯৪২ সালে বাংলার গভর্নর জন হার্বার্টকে লেখা শ্যামাপ্রসাদের চিঠিতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অবস্থানের প্রসঙ্গ রয়েছে। নুরানি এই দলিলকে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান বোঝার সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতার পর জনসংঘের রাজনীতি এবং পরবর্তীতে বিজেপির উত্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্পর্কের পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।

আইনজীবী, গবেষক ও রাজনৈতিক লেখক হিসেবে এজি নুরানি সংবিধান, নাগরিক অধিকার, কাশ্মীর, আরএসএস এবং অযোধ্যার মতো প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন লিখেছেন। তাঁর লেখার বিশেষ শক্তি ছিল দলিল, চিঠি, সরকারি নথি ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পাশাপাশি রেখে ইতিহাস পড়া। আরএসএস এবং বিজেপির সম্পর্ক, জরুরি অবস্থায় সংগঠনের ভূমিকা, বাবরি মসজিদ পর্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তাঁর বিশ্লেষণ বিতর্ক তৈরি করেছে। মতের মিল বা অমিলের ঊর্ধ্বে তাঁর বিপুল নথিনির্ভর কাজ এখনও ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস বোঝার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নও তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে।

জরুরি অবস্থার সময়কার আরএসএসের ভূমিকাও নুরানির গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের জরুরি অবস্থায় আরএসএস নিষিদ্ধ ছিল এবং বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন। নুরানি দেখিয়েছেন, তৎকালীন সরসংঘচালক মধুকর দত্তাত্রেয় দেওরাস ইন্দিরা গান্ধিকে চিঠি লিখে আরএসএসের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। এই চিঠিপত্রের ভিত্তিতে জরুরি অবস্থার সময়ে সংগঠনের কৌশল এবং সরকারের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। একই সময় অন্য আরএসএস কর্মী ও জনসংঘ নেতাদের কারাবাস এবং বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ঘটনাও ইতিহাসের অংশ।

মহাত্মা গান্ধি ও আরএসএসের সম্পর্ক নিয়েও নুরানি লিখেছেন। তাঁর ২০০০ সালের বইয়ে গান্ধি হত্যাকাণ্ড, আরএসএসের অবস্থান এবং পরবর্তী সময়ে গান্ধির উত্তরাধিকার ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে। নুরানি দেখাতে চেয়েছেন, রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সময়ের সঙ্গে একই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানানোর বক্তব্যের পাশাপাশি গডসেকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্য মন্তব্যও তাঁর আলোচনায় এসেছে। এখানে তাঁর আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক স্মৃতি কীভাবে তৈরি হয়, তা বোঝা।

শাহ বানো মামলাও তাঁর সাংবিধানিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ব্যক্তিগত আইন, ধর্মীয় অধিকার এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, নুরানি সেখানে আদালতের রায় ও পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে পাশাপাশি রেখে দেখেছেন। অযোধ্যা ও কাশ্মীরের প্রশ্নেও তাঁর একই পদ্ধতি ছিল। কোনও একটি ঘটনার তাৎক্ষণিক উত্তেজনার বদলে তার নথিভুক্ত ইতিহাসের দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফেরানোই ছিল তাঁর লেখার বড় বৈশিষ্ট্য।

বাবরি মসজিদ পর্ব তাঁর লেখায় আর একটি বড় অধ্যায়। ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদের জেলা বিচারকের নির্দেশে বিতর্কিত কাঠামোর তালা খোলার পথ তৈরি হয়। পরে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কাঠামোটি ধ্বংস করা হয়। নুরানি তাঁর গবেষণায় এই ধারাবাহিকতার রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তবে তালা খোলার সিদ্ধান্তকে সরাসরি ইন্দিরা গান্ধির সিদ্ধান্ত এবং তার বাস্তবায়ন হিসেবে দেখানো একটি বিতর্কিত ব্যাখ্যা। সমসাময়িক নথি ও পরবর্তী অনুসন্ধানে এই বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। তাই নুরানির এই ব্যাখ্যাকে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ হিসেবেই দেখা সমীচীন।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নুরানির উদ্বেগের আর একটি দিক ছিল সংবিধান। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি যুক্ত হয়। নুরানি মনে করতেন, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পাঠ শুধু রাজনৈতিক স্লোগানের বিষয় নয়, সংবিধান ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সঙ্গেও তা যুক্ত। শাহ বানো মামলা, অযোধ্যা এবং কাশ্মীরের মতো প্রশ্নে তাঁর লেখায় এই সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি বারবার ফিরে আসে।

আরএসএস ও বিজেপির সম্পর্ক নিয়ে নুরানির একটি বহুল উদ্ধৃত ধারণা ছিল, বিজেপি আরএসএসের সঙ্গে গভীর সাংগঠনিক বন্ধনে যুক্ত। তাঁর বইয়ের আলোচনায় জনসংঘ থেকে বিজেপি হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছানোর ধারাটিকে তিনি এই সম্পর্কের প্রেক্ষিতেই পড়েছেন। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল বর্তমানকে বোঝার উপায়। তাই তাঁর লেখায় শুধু মতামত নয়, পুরোনো চিঠি, স্মারক, সরকারি নথি, দলীয় দলিল এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পাশাপাশি আসে।

নুরানির প্রয়াণে একজন আইনজীবী, গবেষক ও রাজনৈতিক লেখকের বিদায় ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে মতের মিল বা অমিল যা-ই থাক, ভারতীয় রাষ্ট্র, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিহাস নিয়ে তিনি যে বিপুল দলিলভিত্তিক কাজ রেখে গিয়েছেন, তা জনজীবনের বিতর্কে দীর্ঘকাল আলোচনার উপাদান হয়ে থাকবে। তাঁর উত্তরাধিকার তাই শুধু কোনও একটি রাজনৈতিক অবস্থানের নয়; বরং ইতিহাসকে নথির ভিতর থেকে পড়ে বর্তমানকে বোঝার এক বিশেষ পদ্ধতিরও।

(লেখক অধ্যাপক)

আজ

১৮৬৯

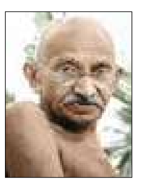

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি।

১৯২৪

চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

রাজনীতিতে লড়াই হবে, তর্ক হবে, নীতিগত আলোচনা ও সমালোচনা থাকবে। কিন্তু প্রতি শুক্রবার উপাসনা করে উনি (হুমায়ুন কবীর) বলছেন, আমি নাকি অজিত পাওয়ারের মতো বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাব! রাজীব গান্ধি বা ইন্দিরা গান্ধির মতো করুণ পরিণতি কামনা করছেন আমার। আমার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য দোয়া করা হচ্ছে! এ কেমন রাজনীতি? রাজনীতির ময়দানে আমরা শত্রু হলেও কখনও মুখে এমন নিকৃষ্ট ভাষা আনি না। এর আসল বিচার রেজিনগরের গণদেবতার হাতেই ছেড়ে দিয়ে গেলাম।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

উজ্জয়িনীতে বাড়ির সামনে বসে ছিলেন এক তরুণী। একটি গাড়ি তাঁর সামনে এসে থামে। ওই তরুণীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলেন এক তরুণ। হইচই পড়ে। পুলিশ তদন্তে নামে। পরে তরুণী ভিডিও বার্তায় জানান, তিনি স্বেচ্ছায় তরুণের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন।

ভাইরাল/২

অসমের কার্বি আংলংয়ের ডকমোকা এলাকায় এক শিশুকে ধাক্কা মেরে চম্পট দেয় একটি গাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ গাড়িটিকে ধাওয়া করে। গাড়ির একটি টায়ার ফেটে যায়। তা সত্ত্বেও সেটি কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত চালক ধরা পড়েন।

জনমন

জনমত

হাসপাতাল যাতায়াতে বাস পরিষেবা চাই

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাতায়াতকারী শতশত রোগী, সাধারণ মানুষ এবং পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য বাগডোগরা, গোঁসাইপুর রুটে নিয়মিত সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে এই রুটে যাতায়াতের জন্য মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ই-রিকশা বা ম্যাজিক গাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। আর এই সুযোগ নিয়ে কিছু চালক ইচ্ছেমতো অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছেন। যে দূরত্বের ন্যায্য ভাড়া হওয়া উচিত মাত্র ১০ টাকা, সেখানে বাগডোগরা থেকে মেডিকেল কলেজ যাওয়ার জন্য যাত্রীদের থেকে ৪০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। একইভাবে গোঁসাইপুর থেকে মেডিকেল কলেজের মতো স্বল্প দূরত্বের জন্য নেওয়া হচ্ছে ৩০ টাকা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এই অঞ্চলের প্রধান চিকিৎসাকেন্দ্র হওয়ায় প্রতিদিন বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। এই অতিরিক্ত ভাড়া তাঁদের পকেটে চরম আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। বিকল্প কোনও সরকারি গণপরিবহণ ব্যবস্থা না থাকায় নিরুপায় হয়ে যাত্রীদের এই অন্যায় ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

অতএব, আঞ্চলিক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে বাগডোগরা ও গোঁসাইপুর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত নিয়মিত বাস পরিষেবা চালু করা হোক। এতে একচেটিয়া দাপট ও জুলুম বন্ধ হবে এবং সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। আশা করি, জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।

বাবুসোনা রায়, বাগডোগরা।

উত্তরবঙ্গের বেকাররা বঞ্চিতই

বছরে কয়েকবার দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় সরকার রোজগার মেলার আয়োজন করে থাকে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সারা ভারতে রোজগার মেলা হল। এতে প্রায় ৫১ হাজার প্রার্থীকে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগপত্র দিল। এই রোজগার মেলা ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতেও হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিলিগুড়ির রোজগার মেলা থেকে যাঁরা রেল, পোস্ট অফিস, আয়কর প্রভৃতি দপ্তরে চাকরি পেলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গের বেকার তরুণ-তরুণী এই সব দপ্তরে খুবই কম নিযুক্ত হলেন। অথচ শিলিগুড়ির মেলা থেকে যাঁরা চাকরি পেলেন, তাঁরা কিন্তু উত্তরবঙ্গেরই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় বহাল হলেন। তাই পরবর্তী রোজগার মেলাগুলিতে এ অঞ্চলের বেকার তরুণ-তরুণীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় নিয়োগ করা উচিত। না হলে এখানে মেলার আয়োজন করে স্থানীয় বেকারদের কীই বা উপকার হবে? অন্যান্য রাজ্যের রোজগার মেলাগুলিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরাই প্রধানত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন।

সনকা দাস
ঘোগোমালি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫১০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুজোর আলো ও জীবনের আলাদা হিসাব

উৎসবের আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সামর্থ্য, অপেক্ষা আর ছোট ছোট পারিবারিক স্বপ্ন।

জয়দেব সাহা

হারিয়ে যাওয়ার কতগুলো গল্প আছে। শুনবে? শুনবে একটি পরিবারের বেড়ে ওঠার গল্প আর তার সঙ্গে দেখবে তাদের পুজোর রূপরেখা? গল্পটা বড্ড সাদা-কালো, অথচ স্পষ্ট, বলা যায় ভীষণ রকমই স্পষ্ট। উত্তরের চা বাগান থেকে খানিকটা দূরে এই পরিবারের বসবাস। বসবাস বলতে গেলে দুটো ছোট ছোট ঘর আর সেখানে বাড়তে থাকা একগুচ্ছ স্বপ্ন। বাড়িতে চারজন থাকে। দশ বছরের ছেলে সোনু, তার থেকে পাঁচ বছর বড় দিদি রিমিক, সঙ্গে বাবা-মা। বাবা সারাবছর দিনমজুরের কাজ করেন। কোনও দিন কাজ জোটে, কোনও দিন জোটে না। অভাবের সংসারে তাঁর একটাই স্বপ্ন, ছেলেমেয়ে দুটিকে মানুষ করা। যেদিন কাজ জোটে, সেদিন সোনু আর রিমিকের জন্য কিছু না কিছু কিনে আনেন। খুব অল্প দামের হলেও, কখনও চকোলেট, কখনও বিস্কুট, অথবা অন্য কিছু। আর এই অল্প কিছুর জন্যই মুখিয়ে থাকে বাচ্চা দুটো। অপেক্ষা করে কখন সন্ধ্যা হবে আর বাবা বাড়ি ফিরবে।

বিশেষ করে দশ বছরের ছোট ছেলের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। ও অভাবের বিশেষ কিছু বোঝে না। বড় মেয়েটা বুঝতে শিখেছে বাবা কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছে। ও জানে, ওদের সামর্থ্য খুব কম। এত সবের মধ্যেও ওর বাবা সংসারটার হাল ধরে রেখেছেন। খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে জামাকাপড়ের খরচ, দুই ভাইবোনের স্কুলের বইখাতা, টিউশনির মাইনে, সব যেন কোনওভাবে চলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে হাজির হল পুজোর মাস। উমার বাড়ি আসার পালা। চারদিকে উৎসবের মরশুম। জায়গায় জায়গায় বাঁশ গাঁথা শুরু হয়েছে। কুমোরটুলিতে মায়ের প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। শরতের শিউলি আর নদীপাড়ের কাশবন জানিয়ে দিচ্ছে যে মা আসছেন। বাজারে বিকেল হলেই

প্রতীকী।

জমজমাট ভিড়। পুজোর কেনাকাটার হিড়িক লেগেছে। স্কুলে যেতে আসতে, সাইকেল নিয়ে টিউশনি যাওয়ার পথে সোনু সব দেখতে পায়। বাড়ি এসে বাবার কাছে বায়না করে, 'বাজারের সব ভালো ভালো জামা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে কবে জামা কিনে দেবে?'

বাবা বলে, 'এখন তো পুজো আসতে অনেক দেরি। আর ক'টা দিন দাঁড়া, বাজারে আরও ভালো ভালো জামা আসবে। এখন তো সব আগের বছরের জামাগুলো বিক্রি করছে।' রিমিক সব শুনে কিন্তু কিছুই বলে না। কোনও বায়নাও করে না। ও বোঝে বাবা এখন সেরকম কাজ পাচ্ছেন না। সংসারে খুব টানাটানি। র‍্যাশনে পাওয়া চাল আর আটা দিয়ে সংসার চলছে। বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে সেই কবে, মা এখন উনুনে রান্না করে। যাদের দিন এনে দিন খেয়ে অবস্থা, তাদের জন্য পুজোর বাড়তি খরচ ভাবনারও বাইরে। কিন্তু যত পুজোর দিন কাছে আসছে, ততই সোনুর বায়না বাড়ছে পুজোর জামা কেনার। শরতের শিউলি আর কাশবনের সৌন্দর্য সোনুর বাবার কাছে আনন্দের নয়, বরং চিন্তার রূপরেখা নিয়ে আসে।

এরই মধ্যে বেশ কয়েক দিন টানা কাজ পাওয়া গেল, হাতে খানিকটা টাকা এল। পুজোর সপ্তাহখানেক আগে সোনু পেল নতুন জামা। কিন্তু রিমিক? ও জানে, পুরোনো তুলে রাখা জামাতেই সারতে হবে এবারের মায়ের আগমনী দিনগুলো। পুজো যে সবার জন্য একরকম নয়, সেই কথাটা রিমিকের মতো কিশোরীই সবচেয়ে আগে বুঝতে শেখে। সোনুর কাছে পুজো নতুন জামার অপেক্ষা, রিমিকের কাছে পুজো বাবার ক্লান্ত মুখ আর সংসার সামলে রাখার চুপচাপ গল্প। একদিকে শিশুমনের বায়না, অন্যদিকে সংসারের হিসাব। একই বাড়িতে থেকেও পুজো তাই দুজনের কাছে দুই রকম হয়ে ওঠে।

উমা এলেন। চারদিকে আলো, ভিড়, বাজারের কোলাহল, পুজোর প্রস্তুতি। কারও ঘরে নতুন পোশাক, কারও ঘরে পুরোনো জামা ধুয়ে শুকোচ্ছে। কারও কাছে পুজো মানে কেনাকাটার আনন্দ, কারও কাছে বাড়তি খরচের চিন্তা। তবু এই পরিবারের স্বপ্ন থেমে থাকে না। বাবা কষ্ট করে সংসারের হাল ধরে থাকেন, মা উনুনে রান্না করেন, সোনু নতুন জামা পরে আনন্দ খোঁজে, আর রিমিক চুপ করে দেখতে শেখে জীবনের হিসাব। পুজো সবার ঘরে আসে, কিন্তু তার আলো সবার উঠোনে সমান হয়ে আর নামে কই!

(লেখক আইআইটি পাটনায় গবেষণারত)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬৫

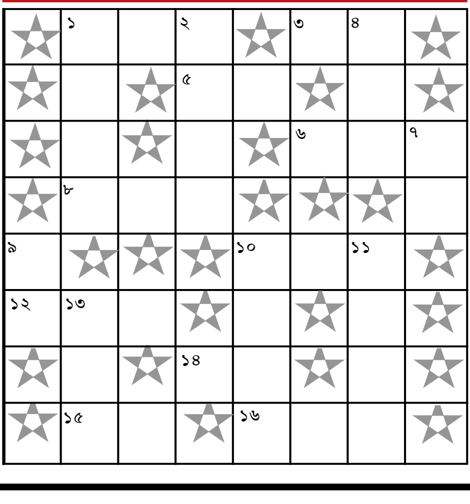

পাশাপাশি : ১। দলিল লেখার পারিশ্রমিক ৩। ফুলের নীচের অংশ ৫। শিশুদের স্নেহভরা চুম্বন ৬। আম-কাঁঠালের গন্ধে যে পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। হয়রান, বিপর্যস্ত বা অপদস্থ হওয়া ১০। অবশিষ্ট ১২। সৌন্দর্য বা কান্তি ১৪। যিনি ধারণ ও পোষণ করেন, ব্রহ্মা ১৫। জ্ঞাতব্য বিষয় ১৬। উদীয়মান সূর্যের দেশ।

উপর-নীচ : ১। ইসলামের মতে সাহসী নারী ২। নাটক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া ৪। রগচটা বা অল্পে রেগে যান ৭। কানে শোনেন না অথবা রং কালো ৯। শস্য রাখার ঘর অথবা যুদ্ধে কাজে লাগে ১০। বাসি নয়, টাটকা ১১। আপেলের সঙ্গে এই বিজ্ঞানীর সম্পর্ক আছে ১৩। কাজের বায়না।

সমাধান ■ ৪৫৬৪

পাশাপাশি : ১। মেঘনা ৩। পিটপিটে ৪। মত্ততা ৫। মধুপর্ক ৭। পলু ১০। তামা ১২। জাতভাই ১৪। বেবড়া ১৫। জলপাই ১৬। ইলিশ।

উপর-নীচ : ১। মেরজাপ ২। নামচি ৩। পিতামহ ৬। পইতা ৮। লুণ্ঠিত ৯। ধেইধেই ১১। মায়াপাশ ১৩। আড়াই।

আমার PUJO
আমার
STYLE
CITI STYLE
HAR PAL STYLISH
CITI STYLE
The Ultimate Family Store!
HAR PAL STYLISH
FREE GIFTS*
ON PURCHASE OF
₹2500
₹4000
₹7500
₹10000
₹12500
SILIGURI - CITY CENTRE • BURDWAN ROAD • SEVOKE ROAD
★ IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, CONTACT US : bd@citistyle.in
SCAN FOR NEAREST LOCATION
*T&C Apply

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ফুটবল যখন ক্রিকেট।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের বরম গ্রামে ছবিটি তুলেছেন মদন চৌধুরী।*

হঠাৎ বেসুরো বিমল গুরুং

জিটিএ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : তিনি বিজেপির জোটে রয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন। আগামী ৭ অক্টোবর দার্জিলিংয়ে তাঁর ডাকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আসার কথা রয়েছে। অথচ এরই মধ্যে বেসুরো হলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) পরিচালনা থেকে সভাসদদের রেখে দেওয়া, এমনকি আর্থিক বরাদ্দ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিমল। জিটিএ পাহাড়ের মানুষ চাইছেন না, অবিলম্বে জিটিএ খারিজ করার দাবিও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। যা নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে হইচই শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজ্য সরকার জিটিএ রেখে দিয়ে লালকুঠির মাধ্যমেই উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় পাহাড়বাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। জিটিএ বাতিলের দাবিতে পাহাড়জুড়ে পোস্টার পড়ছে। আবার সেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলছেন বিমল। ফলে

> জিটিএ-র বরাদ্দ দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু টাকা আসেনি, শুধু কাগজ এসেছে।
>
> বিমল গুরুং

তাঁর ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। পাহাড়ের পরিস্থিতি বুঝেই বিমল ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন।

২০১৭ সালে রাজ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে পাহাড়জুড়ে হিংসাত্মক আন্দোলন করে প্রচুর মামলায় জড়িয়ে আত্মগোপন করেছিলেন মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং। ২০২০ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরে পাহাড়ে ফিরলেও বিমল তাঁর হারানো মাটি এখনও ফিরে পাননি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিমল ফের বিজেপির হাত ধরেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দার্জিলিং বিধানসভা আসনে বিমলের দলের যুব সভাপতি নমন রাইকে প্রার্থী করেছিল। নমন জিতে বিধায়ক হয়েছেন, রাজ্যেও বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। আর তারপর থেকেই বিমল দার্জিলিংয়ের জয়কে মোর্চার জয় হিসেবে তুলে ধরে পাহাড়জুড়ে উৎসব পালন করে হারানো জমি ফিরে পেতে চাইছেন। রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলছেন বিমল। এমনকি গত ২২ অগাস্ট পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে শিলিগুড়ির ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও বিমল উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ পাহাড় ইস্যুতে বিমলকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তা স্পষ্ট। আগামী ৭ অক্টোবর মোর্চার ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিমল। মুখ্যমন্ত্রীও আসবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন। মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানকে ঘিরে দার্জিলিংয়ের নর্থপয়েন্ট স্কুলের মাঠে বিরাট মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে আচমকা বেসুরো বিমল। বৃহস্পতিবার তিনি দার্জিলিংয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জিটিএ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'জিটিএ-র বরাদ্দ দ্বিগুণ করার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু টাকা আসেনি, শুধু কাগজ এসেছে।' জিটিএ-তে প্রশাসক (বিমলের কথায় কেয়ারটেকার) বসানোর পরেও সেখানে সভাসদদের রেখে দেওয়া, সাংসদ ও বিধায়কদের দায়িত্বে রাখা নিয়ে বিমল প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, পাহাড়ের সমস্ত কাজকর্ম দেখার জন্য পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বিশাল লামাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশালকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে বিমল মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'জিটিএ অবিলম্বে খারিজ হওয়া উচিত। কেননা এসব পাহাড়ের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে।' প্রশাসনিক সূত্রের খবর, আগামী ৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড়ে আসা এখনও নিশ্চিত নয়। সম্ভবত বিমল সেটা বুঝেই হঠাৎ বেসুরো গাইছেন।

মণ্ডপসজ্জার নিয়মে আপত্তি

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুজো প্যান্ডেল তৈরি করতে গিয়ে কোনও দাহ্যবস্তু ব্যবহার করা যাবে না- এমনই আইন রয়েছে রাজ্য অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের। নিয়ম অমান্য করে প্যান্ডেল তৈরি হলে এবং সেখানে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তার দায় সংশ্লিষ্ট ডেকোরেটারকে নিতে হবে। এমনকি ডেকোরেটারকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের ২৩/এ ধারা অনুযায়ী এই আইন মানতে বাধ্য ডেকোরেটাররা। এবার এই মর্মে ডেকোরেটারদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে নর্থ বেঙ্গল ডেকোরেটারস অ্যাসোসিয়েশন। শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা ডেকোরেটারদের দাবি রাজ্য স্তরে জানিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন।

সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপকুমার সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের রাজ্যে বাঁশ, থার্মোকল ও কাপড় দিয়ে পুজো প্যান্ডেল তৈরি হয়। ফলে এই রাজ্যে অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের এই আইন মেনে চলা অসম্ভব। ২০০৩ সালে রাজ্য সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য সরকার এই আইন কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এতদিন সেভাবেই কাজ চলেছে।'

রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে আবার সেই আইন চালু হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। প্রদীপ জানিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের তরফে ফর্ম তৈরি করে সেখানে ডেকোরেটারদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে রাজ্যজুড়েই জেলায় জেলায় ডেকোরেটাররা আন্দোলনে নেমেছেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতেও ডেকোরেটাররা অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরে গিয়ে বিভাগীয় আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। ডেকোরেটারদের বক্তব্য, দেশের কিছু অংশে লোহার কাঠামো বসিয়ে টিন ব্যবহার করে পুজো প্যান্ডেল তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গের শহরগুলো এবং গ্রামাঞ্চলেও এখনও অনেক কম খরচে পুজো হয়। সেখানে সুতলি বা দড়ি দিয়ে বাঁশ বেঁধে কাপড় ও থার্মোকলের মণ্ডপসজ্জা করা হয়। সেই মণ্ডপে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট বা অন্য কোনও কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটতেই পারে।

ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

খড়িবাড়ি, ১ অক্টোবর : পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও দুর্ব্যবহার এবং পুলিশ আধিকারিকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নকুল রায়। তিনি খড়িবাড়ি গৌরীজোত এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার শিলিগুড়ি জিআরপি থানায় কর্মরত। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ। বিচারক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে খড়িবাড়ি ভালুকগাড়া এলাকায় এক তরুণ ও তরুণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা উত্তেজিত হন। তরুণীর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সেখানে ডেকে আনা হয়। তরুণীর পরিবারের লোকেরা ঘটনাস্থলে এলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজনের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ পৌঁছোয়। অভিযোগ, পুলিশ ওই তরুণ-তরুণীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত নকুল নামে সিভিক ভলান্টিয়ার তাদের বাধা দেন। পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার মত্ত অবস্থায় ছিলেন।

মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : মাটিগাড়া থানার চৌরঙ্গি মোড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে মন্দিরের সামগ্রী চুরির অভিযোগে শুভম রায় নামে এক রংমিস্ত্রিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মাটিগাড়ার অনিলনগরের বাসিন্দা।

২৮ সেপ্টেম্বর বাড়িতে রং করার জন্য শুভমকে ডাকা হয়েছিল। বাড়ির মালিক বাইরে গেলে তিনি চুরি করেন বলে অভিযোগ। রাতে মন্দিরের সামগ্রী চুরির বিষয়টি বাড়ির মালিকের নজরে আসে। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা নাগাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মালিক। ওইদিনই গভীর রাতে শুভমকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি চুরির কথা স্বীকার করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুভমের কাছ থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সামগ্রী উধাও

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : তারাবাড়ি প্রাইমারি স্কুল থেকে মিড-ডে মিলের সামগ্রী চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত পিয়ুস সাহা মাটিগাড়ার ভাঙা এলাকার খুদিরামপল্লির বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ জুন রাতে স্কুলে চুরি হয়। পরদিন স্কুলে এসে শিক্ষক ও কর্মীরা দেখেন, মিড-ডে মিল রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন সামগ্রী নেই। ওইদিনই স্কুলের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে ৩০ সেপ্টেম্বর মাটিগাড়া বাজারে পিয়ুসকে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করতে দেখে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক তথ্য দিতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্কুলে চুরির কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরির ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কংগ্রেসের কর্মীসভা

ইসলামপুর, ১ অক্টোবর : ইসলামপুর ব্লকে পণ্ডিতপোঁতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন দলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি নওশাদ আলম সহ বিভিন্ন অঞ্চলের সভাপতি ও অন্য নেতারা। ওই সভা থেকে কর্মীদের আরও জনসংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি বুথ স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার বার্তা দেওয়া হয়।

বিসর্জনে বিধিনিষেধ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে এবার সতর্ক রাজ্য বেশ কিছু নির্দেশিকা জারি করেছে। নবান্নের নির্দেশমতো প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বিশেষ করে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে বিসর্জনের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে সব আটঘাট বেঁধে। কারণ, শিলিগুড়ির অনেক নদী পাহাড় থেকে নেমে আসা। মহানন্দা, বালাসনের মতো পাহাড়ি নদীতে হড়পার আশঙ্কা থাকে। ফলে বিসর্জন নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বিসর্জনের ক্ষেত্রে পাহাড়ি নদীর মাঝে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না। বিসর্জন দিতে হবে ঘাটের কাছে অল্প জলে। পাশাপাশি, নদীতে থাকা যাবে না বেশিক্ষণ। বেশি জলে নামলে দুর্ঘটনা সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে অনেক সময়, তাই এবার এমন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'নিয়ম মেনে বিসর্জন হবে। গভীর জলে গিয়ে বিসর্জন দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, তাই পাহাড়ি নদীতে নজরদারি থাকবে।'

কয়েক বছর আগে মালবাজারে বিসর্জনে গিয়ে কয়েকজনের মৃত্যু এখনও ভুলতে পারেনি উত্তরবঙ্গ। ওই ঘটনার পর থেকেই প্রশাসন বিসর্জন নিয়ে সতর্ক এবং নজরদারি বাড়িয়েছে। এর পরেও অনেক সময় মাঝনদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে চলে যান অনেকে। অনেক সময় বিসর্জনে গিয়ে নদীতে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দেন অতি উৎসাহীরা। এবার তা করতে দেওয়া হবে না। পাহাড়ি নদীগুলিতে বেশিক্ষণ ধরে বিসর্জন পর্ব চালাতেও দেওয়া হবে না। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'নিয়ম মেনে যেমন পুজোর পাশাপাশি বিসর্জনও হবে, তবে পুজো কমিটিগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। পাহাড়ি নদী সম্পর্কে সবার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যদিও প্রশাসনকে সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর কথাও বলব।'

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

মণ্ডপই এখন ঠিকানা

দুর্গাপুজোর দশভুজা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : দুর্গাপুজো এলে ওঁদেরও যেন দশখানা হাত গজিয়ে যায়। কখনও বাড়ির কাজ সামলাচ্ছেন তো পরমুহূর্তেই আবার পুজোর কাজ। আট খানা হাত অদৃশ্য থাকলেও এই সময় তাঁদের দশভুজা হওয়া যেন কেউ আটকাতে পারে না। এভাবেই প্রতি বছর বান্ধব সংঘের দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে উতরে দেন গীতশ্রী, সোনালি, অর্ঘশ্রী, পুতুল, মিনাক্ষী, মৌমিতা, সুচেতা, সুমনা ও রিম্পারা।

এঁরা সবাই খেলাঘর মোড়ের আশপাশেই থাকেন। মাত্র কয়েকটা দিনই বাকি পুজোর। তাই তাঁদের ব্যস্ততা এখন চরমে। কুমারীপুজো হয় এই ক্লাবের দুর্গাপুজোয়। সেই পুজোয় ছোট্ট 'কুমারী'র জন্য শাড়ি,

বান্ধব সংঘের গত বছরের পুজোয় মহিলারা।

গয়না ও সাজগোজের জিনিস কেনা থেকে শুরু করে ঠাকুর বরণ, ভোগ-প্রসাদের সবজি কাটা ও জোগাড় করা, যিনি রান্না করবেন তাঁর সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করা, পুজোর পর প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান—কত যে দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের কাঁধে! প্রতিটি দায়িত্ব খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়ে ক্লাবের পুজোতেই তাঁরা এত মশগুল হয়ে যান যে, বাড়ির কথা এই ক'দিন বেমালুম ভুলে যান।

প্রায় ৩০ বছর আগে এই পাড়ায় বিয়ে করে আসা। তারপর থেকেই ক্লাবের সঙ্গে যোগ গীতশ্রী সরকারের। তিনি বলছিলেন, 'পুজোর কয়েকটা দিন এখানে কীভাবে সময় কেটে যায় বোঝাই যায় না।' পুতুল দে-র কথায়, 'ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত আমরা দারুণ ব্যস্ত থাকি। নৈবেদ্য সাজানো থেকে প্রতিদিনের ভোগের জোগাড়, পুজোর যাবতীয় কাজ করে সন্ধ্যার ভোগ, আরতি ও প্রসাদ দেওয়ার সময়েও আমাদের থাকতে হয়।'

সোনালি ঘোষ বলছিলেন, 'এটা আমাদের ঘরের পুজোর মতোই। পরিবারের সকলেও এখানে আসে। একসঙ্গে আমরা খাওয়া-দাওয়া করি। আমি এই পাড়ার মেয়ে, এই পাড়ার বউ। তাই এই পুজোর সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে। পুজোর সময় তো আলাদা করে সময় বের করা মুশকিল, তাই আমরা পুজোর আগেই একদিন ফোটোশুট করতে যাই আশপাশে কোনও এলাকায়।'

অর্ঘশ্রী মজুমদার দত্ত কলকাতার মেয়ে। পাঁচ বছর ধরে স্বামীর চাকরির সূত্রে শিলিগুড়ির এই এলাকায় থাকা। প্রথম বছর থেকেই এই পুজোর সঙ্গে একেবারে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত আমরা সবাই এখানেই থাকি।' মিনাক্ষী সরকার তো শুধু বিশ্রাম নিতেই বাড়িতে যান। বাকি সময় পুজোয় ক্লাবটাই তাঁর কাছে সব।

পঞ্চমী থেকেই সবাই নিরামিষ খেতে শুরু করেন। উপোস থেকে ভোগের জোগাড় করেন সবাই। সবাই জানালেন, হয়তো পঞ্চমীর দিন অথবা অন্য কোনও দিন কাজের ফাঁকে খানিকটা সময় বের করে ঠাকুর দেখেই আবার ফিরে আসি এখানে। বাইরে গেলেও মন পড়ে থাকে এখানেই।

সাজছেন মা।।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

কথাকলির ছন্দ ফোটাতে প্রস্তুত কলেজপাড়া

থিমে আছি থিমে নেই

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : কলেজপাড়ার পুজোর এবারের থিম ভারতের ধ্রুপদি নৃত্য 'কথাকলি'। ৪০টি মডেলের মাধ্যমে কথাকলি নৃত্যের রূপটান, সাজপোশাক এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলা হবে। মণ্ডপের ভেতরে আলোর খুব বেশি কারসাজি থাকবে না। বরং শব্দ দিয়েই এই থিম ফুটিয়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। শব্দের মাধ্যমে কীভাবে থিম ফুটিয়ে তোলা হবে, তা ভেঙে বলতে নারাজ পুজো কমিটির সদস্যারা। কথাকলি নাচের উৎপত্তি দক্ষিণ ভারতের কেরলে। কুডিয়াট্টম নামক একটি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরূপ থেকেই কথাকলি নৃত্যশৈলীর জন্ম। কথা অর্থাৎ গল্প এবং কলি অর্থাৎ উপস্থাপনা এভাবেই কথাকলি নামের উৎপত্তি। কথাকলি নাচে মূলত রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন গল্প পরিবেশিত হয়।

পুজোর থিমমেকার বাপন ঘোষ বলেন,'কথাকলি আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। এবারের মণ্ডপে এই নৃত্যকলার বিভিন্ন আঙ্গিক ফুটিয়ে তোলা হবে। কথাকলির রূপটান, সাজপোশাক এবং ভঙ্গিমা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। ব্যবহার করা হবে বিভিন্ন ছবিও। আশা করি মণ্ডপসজ্জা দেখে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হবেন।' দেড় মাস ধরে শিল্পীরা মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন বাপন।

থিমের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের কাছে ভারতের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরতেই এই ভাবনা বলে জানিয়েছেন পুজোর উদ্যোক্তারা। মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীরা কথাকলি নাচের বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ সেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় থিমের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি। কথাকলি নৃত্যে শুভ শক্তি যেভাবে অশুভর বিনাশ করে সেই গল্প বলা হয়। দেবী দুর্গার আগমনেও অশুভ শক্তির বিনাশের বার্তা দেওয়া হয়। সেজন্য আমরা এই থিম বেছে নিয়েছি। আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা।' পুজোর আকর্ষণ বাড়াতে মণ্ডপে লাইভ কথাকলি পারফরমেন্সের ব্যবস্থা করা হতে পারে। তবে এবিষয়ে উদ্যোক্তারা ভেঙে বলতে চাননি। এপ্রসঙ্গে স্মিত হেসে অনির্বাণ বলেন, 'আর ক'টা দিন সাসপেন্স থাকুক না।'

কলেজপাড়ায় মণ্ডপ সাজানোর কাজ চলছে।

পালাগানে থেকে যায় উৎসবের রেশ

পুজো শেষে যখন বিষাদের সুর, সকলে যখন আবার দশটা-পাঁচটার রুটিনে ফেরে, সেসময়ও উৎসবের আমেজ বজায় থাকে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি দক্ষিণপাড়ায়। দশমীর পর পালাগানের আসর বসে। গান শুনতে ভিড় করেন বহু মানুষ।

বাড়ির পুজো

মনজুর আলম

চোপড়া, ১ অক্টোবর : পুজোর চারটে দিন নির্ভেজাল আনন্দ। তারপর দশমীতে ঢাকের আওয়াজ থামলেই উৎসব শেষ। গোটা রাজ্যে নিয়ম এমনই। কিন্তু মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি দক্ষিণপাড়ায় উৎসব তখনও শেষ হয় না। দশমীর পর শুরু হয় আরও এক পর্ব। চারদিকে যখন বিসর্জনের সুর তখন সেখানে বসে পালাগানের আসর। সেই আসর ঘিরে প্রতি বছর মানুষের ঢল নামে। আর এটিই মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি দক্ষিণপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজোর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য।

উদ্যোক্তাদের দাবি, তাঁদের পুজো এবার ২২৮ বছরে পা দিয়েছে। অন্য জেলা থেকে গানের দল আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার দশমীর কয়েক দিন পরে গানের আসর বসানো হবে।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এলাকার প্রভাবশালী জোতদার ছিলেন আমিন মণ্ডল। তাঁর আমলে পারিবারিকভাবে এই পুজোর সূচনা হয়। আশির দশকে তা সর্বজনীন রূপ পায়। তাঁর উত্তরসূরি তাজেন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'চার পুরুষ আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই পুজোর পর পালাগানের আসর বসানোর রীতি চলে আসছে। একসময় তিনদিন ধরে গানের আসর বসলেও এখন তা এক, দুই দিন চলে। তবে ঐতিহ্যে ছেদ পড়েনি।' পুজোর স্থায়ী মন্দির স্থানীয়দের কাছে 'দেবীঘর' নামে পরিচিত। ষষ্ঠী থেকেই সেখানে পুজো শুরু হয়। প্রতিমা সারাবছর মন্দিরে থাকে। তবে প্রতি বছর নতুন প্রতিমা এনে পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। দশমীতে ঘট বিসর্জনের বিশেষ রীতি রয়েছে। পুজোর তিনদিন আগে থেকে গ্রামের বহু পরিবার কেবল নিরামিষ খাবার খায়। সেসময় মন্দির চত্বরে মণ্ডপসজ্জার পাশাপাশি চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কয়েক পুরুষ ধরে পুজোর দায়িত্ব রয়েছে আমিন মণ্ডলের উত্তরাধিকারীদের হাতেই। বর্তমানে পুজো সর্বজনীন হয়ে উঠলেও পুজোর ভোগ আসে ওই পরিবার থেকেই। বাড়ির উঠোনের স্থায়ী মন্দিরটির দেখভালও করেন তাঁরা। গ্রামে কোনও শুভ অনুষ্ঠান হলেও দেবীঘরে পুজো দেওয়ার রীতি এখনও চালু রয়েছে।

স্থানীয়রা জানালেন, এখানকার দেবী জাগ্রত। মানতের টানে সারাবছরই ভক্তদের আনাগোনা থাকে। তবে পুজোর সময়ে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভিড় করেন অনেকে। দশমীর পর পালাগানের আসরেই সবচেয়ে বেশি মানুষের সমাগম হয়।

এলাকার প্রবীণ লোকশিল্পী সুবল গোপ বললেন, 'আমিন মণ্ডল এলাকার প্রভাবশালী জোতদার ছিলেন। তাঁর আমলেই পুজোর সূচনা। এখনও ওই বাড়ির উঠোনে দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পাশাপাশি নানা পুজো হয়। এই পুজোর সঙ্গে আমারও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বহুবার এখানে গান মঞ্চস্থ করেছি আমি।' এদিকে, দশমীর পরেও চুয়াগাড়ি দক্ষিণপাড়ার দেবীঘর ঘিরে উৎসবের রেশ উপভোগ করেন এলাকার মানুষও।

উমার কাছে, Srijan Style এর সাজে
Fashion Ka New Destination
srijan STYLE
আজ
শুভ উদ্বোধন
শিলিগুড়ি
এস. এফ. রোড-এ
Thana More, Radha Bazar 9230508405
INSTANT
₹200* OFF ON SHOPPING OF ₹1900
₹500* OFF ON SHOPPING OF ₹3900
FREE 5GM SILVER* ON SHOPPING OF ₹8900
FREE 10GM SILVER* ON SHOPPING OF ₹15900
FREE 20GM SILVER* ON SHOPPING OF ₹28900
*T & C Apply.
MENS | LADIES | KIDS | SAREE | HOME FURNISHING | PERSONAL CARE
Follow us on :
DHUPGURI - HOTEL MEGHNATH PALACE, OPP. BUS TERMINUS 9230508404
ASANSOL : GALAXY MALL | ASANSOL : SENTRUM MALL | BAGNAN | BANDEL | BARAKAR | BASIRHAT | BISHNUPUR | CANNING
GARIAHAT | GHATAL | MADHYAMGRAM | MURARAI | SERAMPORE | SODEPUR | TRIVENI MALL (SERAMPORE)

পৃথিবীর পাঠশালা

তিমির নিঃসঙ্গতম গানের সুর

প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে এমন এক তিমি ঘুরে বেড়ায়, যার কোনও সঙ্গী নেই। সাধারণ তিমিরা সাধারণত পনেরো থেকে পঁচিশ হার্জ কম্পাঙ্কে গান গেয়ে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু এই তিমিটির ডাকের কম্পাঙ্ক বাহান্ন হার্জ। এই অস্বাভাবিক সুরের কারণে সাগরের আর কোনও তিমি তার আওয়াজ শুনতে পায় না বা উত্তর দিতে পারে না। গত কয়েক দশক ধরে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা সাউন্ড সেন্সরে তার এই সুর নিয়মিত রেকর্ড করছেন। বিজ্ঞানীরা এই তিমিটির নাম দিয়েছেন বাহান্ন হার্জের তিমি। পুরো সাগরের বুকে এমন নিঃসঙ্গ গান বিজ্ঞানের অন্যতম করুণ ও রহস্যময় এক অধ্যায়।

উল্কাপিণ্ডের লোহায় তৈরি ছুরি

প্রাচীন মিশরের কিশোর ফারাও তুতেনখামেনের মমির খাঁচায় একটি অপূর্ব সুন্দর সোনার হাতলওয়ালা লোহার ছুরি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু রহস্য হল, সেই যুগে মানুষ লোহা গলিয়ে অস্ত্র বানানোর প্রযুক্তিই আবিষ্কার করেনি। আধুনিক এক্স-রে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান যে এই ছুরির লোহায় নিকেল এবং কোবাল্টের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। এটি সাধারণ মাটির লোহা নয়, মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আছড়ে পড়া এক উল্কাপিণ্ডের খাঁটি ধাতু পিটিয়ে প্রাচীন মিশরীয় কারিগররা ফারাওয়ের জন্য এই মারণাস্ত্র তৈরি করেছিলেন।

পাতায় সোনার কণা জমায়

অস্ট্রেলিয়ার রুক্ষ মরুভূমিতে থাকা বিশেষ কিছু ইউক্যালিপ্টাস গাছ মাটি থেকে জল তোলার সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটায়। এদের শিকড় মাটির প্রায় একশো ফুট গভীরে গিয়ে পৌঁছায়। মাটির নীচে যদি সোনার কোনও খনি থাকে, তবে এরা জলের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম সোনার কণা শুষে নেয়। সোনা গাছের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় গাছটি সেই ধাতব কণাগুলোকে ধীরে ধীরে নিজের পাতার কোষে পাঠিয়ে জমিয়ে রাখে। বিজ্ঞানীরা এখন সেই ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা পরীক্ষা করে মাটির নীচে না খুঁড়েই কোটি কোটি টাকার সোনার খনির অবস্থান জেনে নিচ্ছেন।

মাটির নীচে বিশাল জঙ্গল

দক্ষিণ চিনের গুয়াংজিপ্রদেশে এক বিশালাকার গুহা বা মাটির ধস পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে যান। মাটির প্রায় ছ'শো ফুট নীচে এক সম্পূর্ণ গোপন আদিম জঙ্গল লুকিয়ে রয়েছে। শত শত ফুট উঁচু গাছ এবং বিরল প্রজাতির অর্কিডে ভরা এই অতল উপত্যকায় সূর্যের আলো সরাসরি পৌঁছায়। এমন কিছু গাছপালা আর পোকামাকড়ের সন্ধান সেখানে মিলেছে, যা বিজ্ঞানীদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। আধুনিক সভ্যতার এত কাছে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা এই প্রাচীন জঙ্গল প্রকৃতির এক অক্ষত বিস্ময়।

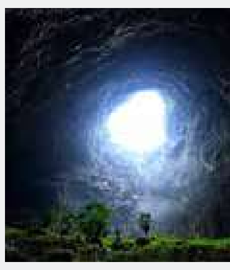

এনক্লোজারে বহালতবিয়তে বাঘিনী

বক্সাকে চিনছে 'বিহার কি বেটি'

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ অক্টোবর : আকাশ ও সড়কপথের দীর্ঘ সফর শেষে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে এসে পৌঁছেছে নতুন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তাকে বাগে আনতে বিহারে বনকর্মীদের কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। শতাধিক বনকর্মীর ঘুম উড়িয়ে অবশেষে বক্সার জঙ্গলের সুরক্ষিত ঘেরাটোপে ঠাঁই পেয়েছে পূর্ণবয়স্ক এই বাঘিনী। ইতিমধ্যেই সেখানে সে কাটিয়ে ফেলেছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। বাল্মীকির বেটির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বক্সার আপন মেয়ে হয়ে ওঠা এবং সংসার পাতা। বন দপ্তরের কর্তাদের আশা, নয়া আবহে মানিয়ে নিয়ে বক্সার ভবিষ্যৎ বংশবৃদ্ধিতে সফল হবে সে। প্রাথমিক পর্ব মিটিয়ে শুক্রবার সকালে তাকে এনক্লোজার থেকে পুরোপুরি খোলা জঙ্গলে ছাড়া হবে। বুনো পরিবেশে পা রেখে তার আচরণে ঠিক কী ধরনের বদল আসে, এখন সেদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, ঘেরাটোপের ভিতর থেকেই গভীর অরণ্যকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এই শিকারি।

বুধবার সকালে বক্সার এনক্লোজারে পৌঁছানোর পর দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে বাঘিনীটি কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে পড়েছিল। তবে বেলা গড়িয়ে দুপুর হতেই শক্তি ফিরে পায় সে এবং নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে টহল দিতে শুরু করে। রাতের অন্ধকারে তাকে কৃত্রিম জলাশয়ে নামতে দেখা যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ গা ভিজিয়ে বসে থাকার পাশাপাশি জলপানও করেছে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, পরবর্তী সময়টাতেও তার আচরণ অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। চারপাশের ভূপ্রকৃতি ও গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হতে ঘন ঘন চক্কর কাটছে। তবে জলপান করলেও এনক্লোজারে আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বাঘিনী কোনও শিকার ধরেনি। শিকার ধরা শুরু না করায় স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে বন দপ্তরের অন্দরে।

পুরো পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে জানিয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, বাঘিনী সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সে এনক্লোজারের ভিতরে স্বাভাবিকভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপাতত কোনওরকম সমস্যা চোখে পড়েনি।' তবে খাবার গ্রহণ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী বলেন, 'খাবারের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে কী ঘটল, সেই বিষয়ে এখনও বিশদ খবর পাইনি।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঘিনীর শিকারের সুবিধার্থে এনক্লোজারের ভিতরেই বেশ কয়েকটি চিত্রা হরিণ (স্পটেড ডিয়ার) ছেড়ে রাখা হয়েছে। তবু প্রায় দেড় দিন অতিক্রান্ত হলেও সে কোনও হরিণ শিকার করেনি বলেই খবর।

অবশ্য বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নতুন ঠিকানায় আসার আগে সোমবার বিহারের জঙ্গলে বাঘিনীটি একটি বুনো মোষ শিকার করেছিল এবং মঙ্গলবার পর্যন্ত সেই মাংস খেয়েছে। ফলে দিনদুয়েক কিছু না খেলেও তার শারীরবৃত্তীয় কোনও সংকট হবে না। ডুয়ার্সের মুক্ত অরণ্যে নামার পরই সে শিকারে মনোনিবেশ করবে বলে অনুমান। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, 'নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে এসেই বাঘ সরাসরি শিকারে নামে না। এটি ওদের সহজাত স্বভাব। প্রথমে পুরো জঙ্গল পরখ করে, তারপর নিজের ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত করে শিকার শুরু করে।'

তিনি আরও জানান, বক্সার গভীরে প্রচুর সংখ্যায় সম্বর, চিত্রা হরিণ ও বুনো শূকর রয়েছে। ফলে খাবারে কোনও টান পড়বে না। বাঘিনী নিজে শিকার ধরা শুরু করলেই উদ্বেগ পুরোপুরি কাটবে। বর্তমানে সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্যে প্রতি মুহূর্তের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। টহল দিচ্ছে বন দপ্তরের বিশেষ ভ্যান। মুক্ত অরণ্যে নামলে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে। বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে এই বাঘিনীর সরকারি পরিচয় ছিল 'টি-১৩৮'। ২০২৩ সালে সেখানকার 'টি-১০৬' বাঘিনীর গর্ভে তার জন্ম। বাবা 'টি-৩৫'-এর মতোই সুঠাম ও বলশালী এই বাঘিনী মঙ্গুরহা রেঞ্জের জাসাউলি এলাকা চষে বেড়াত। বক্সার মাটিতে পা রেখে সেই চেনা পরিচিতি মুছে শুক্রবার তার নতুন নামও হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

মহালয়ায় আসছেন না মোদি, সম্ভাবনা শা'র

কলকাতা, ১ অক্টোবর : শারদীয়া দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে আসছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তাঁর পরিবর্তে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সিএবি সূত্রে ইডেনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে অমিত শা'র উপস্থিত থাকার কথা জানানো হয়েছে। পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকারের আমলে প্রথম দুর্গাপুজোয় মহালয়ার দিনে দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'কে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইডেনে ওই অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন বলেও সিএবির তরফে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন। তবে এদিন সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নয়, মহালয়ার ওই অনুষ্ঠানে আসছেন অমিত শা। এদিকে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বা অমিত শা'র সফরসূচি এখনও চূড়ান্ত নয়। কেন্দ্রের তরফে রাজ্য বিজেপিকে তা জানানো হলে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে জানানো হবে।

সিকিমে তিনটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সিকিমে তিনটি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে সমীক্ষা শুরু করল এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)। সিকিমের পর্যটন ও অসামরিক বিমান চলাচল বিভাগকে উদ্ধৃত করে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, সিকিমের রঙ্কা, মার্তম এবং সদাম— এই তিনটি জায়গায় বিমানবন্দর তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে এএআইকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য এএআই-এর প্রতিনিধিদল সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

তবে সিকিমের একমাত্র বিমানবন্দর পাকিয়াং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সিকিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। মাঝেমধ্যেই রাস্তায় ধসের জেরে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। সেদিকে তাকিয়েই সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ চলছে। পরবর্তীতে সিকিমের অভ্যন্তরে বা নাথু লা পর্যন্ত এই রেলপথ টেনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি, সিকিমে তিনটি নতুন বিমানবন্দর হলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হবে। কিন্তু বাস্তবে বিমানবন্দর তৈরির সম্ভাবনা কতটা রয়েছে, সেটাই ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখতে চাইছে।

সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত স্থানগুলি বিমানবন্দর তৈরির জন্য কতটা উপযুক্ত, সেখানে বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয়তা এবং যোগাযোগ ও সুরক্ষা সহ অন্যান্য কারিগরি ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এএআই-এর এই দলে বিমানবন্দর পরিকল্পনা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্য, যোগাযোগ, ন্যাভিগেশন এবং এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা রয়েছেন। সিকিম পর্যটন দপ্তর জানিয়েছে, শুধু দেশের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গেই নয়, সিকিমের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করাও এই বিমানবন্দর তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে)-এর নির্দেশে কিছুদিন আগে রাজ্যের পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী শেরিং থেনডুপ

প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে এএআই

ভুটিয়া দিল্লিতে গিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে বৈঠক করে তাঁকে তিনটি বিমানবন্দর তৈরির দাবিপত্র দিয়ে এসেছিলেন। তারপরেই রাজ্যের প্রস্তাব খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র, বলে সূত্রের খবর।

সিকিমে বর্তমানে একমাত্র পাকিয়াং বিমানবন্দর রয়েছে। সেখানেও প্রথম দিকে ছোট বিমান চললেও বহুদিন ধরে বিমান চলাচল বন্ধ রয়েছে। কিছুদিন আগে প্রবল বর্ষণের জেরে পাকিয়াং বিমানবন্দরের একদিকের দেওয়ালের অনেকটা অংশ ধসে গিয়েছে। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আরও তিনটি নতুন বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাব কতটা বাস্তবায়িত হবে, সেই প্রশ্ন উঠছে।

জখম চার

কিশনগঞ্জ, ১ অক্টোবর : নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে চার মহিলাকে আক্রমণ করল চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার সকালে কিশনগঞ্জের পাঁচগাছি গ্রামে ওই ঘটনায় আহত মহাজনি খাতুন, নাসরিন খাতুন, হেনা খাতুন ও ফিরোজা খাতুনকে দিঘলব্যাঙ্ক গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকায় ফের চিতাবাঘ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরে খবর দেওয়ার আর্জি জানান বনকর্মী বিনয় কুমার। নজরদারি চালাতে সীমান্তের গ্রামের প্রবেশপথে বনকর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজনে গ্রামের ঝোপঝাড়ে জাল পাতা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে। গ্রামটি নেপালের ঝাঁপা জেলার জঙ্গল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকালে মাঠে গোরু চরাতে যাওয়ার পথে চিতাবাঘটি ঝড়ের গতিতে এসে ফিরোজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর একে একে বাকি তিনজনের ওপর চড়াও হয়। স্থানীয়রা লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে গেলে চিতাবাঘটি নেপালের দিকে পালিয়ে যায়।

বেকসুর খালাস

জলপাইগুড়ি, ১ অক্টোবর : কাঁধে মৃতদেহ বহন কাণ্ডে অভিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাসকে বেকসুর খালাস করে দিল আদালত। ঘটনার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি বিচার বিভাগীয় দ্বিতীয় আদালতের বিচারক শেখ আবিদ আলি ওই নির্দেশ দিয়েছেন। মামলায় অঙ্কুরের আইনজীবী শোভন সরকার বলেন, 'প্রথম দিন থেকেই আমরা বলে এসেছিলাম, এটা সাজানো এবং মিথ্যা অভিযোগ।'

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ সহ অন্যরা।

পিঙ্ক অক্টোবর মাস

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবে 'পিঙ্ক অক্টোবর' মাস পালন করছে ফুলবাড়ির জটিয়াকালীর 'হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'। গোটা অক্টোবর মাসজুড়ে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিনামূল্যে আল্ট্রাসাউন্ড, ম্যামোগ্রাফি বাইল্যাটেরাল, ব্রেস্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মিলবে হাসপাতালে।

বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠান করে এই বিষয়ে জানানো হয় হাসপাতালের তরফে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, হাসপাতালের অন্য চিকিৎসক এবং ব্রেস্ট ক্যানসারজয়ী মহিলারা।

ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ জানান, নারীদের ক্ষেত্রে স্তন ক্যানসার বর্তমানে একটি গুরুতর সমস্যা হলেও ভয় বা লজ্জা না পেয়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে গেলে এটি নিরাময় সম্ভব। স্তনে যে কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলেই অবিলম্বে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এই সচেতনতার প্রচারে গোটা মাস বিভিন্ন কর্মসূচি করা হবে।

কাল শিলিগুড়িতে 'উত্তরবঙ্গ আলাপ-আলোচনা'

নিউজ ব্যুরো

১ অক্টোবর : বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল ৩ অক্টোবর, শনিবার বিকেল ৩টা থেকে শিলিগুড়ির সানহিল পোর্টিকো-তে আয়োজন করতে চলেছে 'উত্তরবঙ্গ আলাপ-আলোচনা' শীর্ষক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিল নেটওয়ার্কের সদস্যরা একত্রিত হবেন।

ব্যবসায়িক আলোচনা, নেটওয়ার্কিং এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যম হয়ে উঠবে সেদিনের সন্ধ্যার ওই বিশেষ অনুষ্ঠান। বাংলায় ব্যবসার পরিবেশকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিবিসি-র এই উদ্যোগ। কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসাহ দিতে চায়, যাতে আরও বেশি সংখ্যক তরুণ বাঙালি পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। অনুষ্ঠানে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের পরিচালন পর্ষদের শীর্ষস্থানীয়রা উপস্থিত থাকবেন। থাকবেন কাউন্সিলের সভাপতি চন্দ্রশেখর ঘোষ, সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত, চেয়ারম্যান অভিষেক আড্ডি সহ অন্য বিশিষ্টরা।

কাউন্সিলের উত্তরবঙ্গের সদস্য ও উদ্যোক্তারা বিবিসি-র গভর্নিং বডির সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন। তাঁরা ব্যবসার প্রসারের নতুন পথ অন্বেষণ করতে পারবেন।

আক্রমণ শান্তনুর

বাগডোগরা, ১ অক্টোবর : 'মমতার না আছে পদমর্যাদা, না আছে কথার দাম। ১৫ বছর মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি করেছেন।'

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত এই ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মমতা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেওয়ায় শান্তনু কটাক্ষের সুরে বলেন, 'চিটিংবাজি করা মমতা কী বললেন, তাতে বাস্তবে কিছু যায় আসে না। ভারতীয় জনতা পার্টিকে মানুষ কেন্দ্রে এবং রাজ্যে গ্রহণ করেছেন। মমতার কথায় বা ভাবনায় কিছু যায় আসে না।'

হাত ধরতে মরিয়া মমতা

প্রথম পাতার পর

মামলা দায়ের হয়েছে। এজন্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেত্রী বলেন, 'মহুয়া মৈত্র, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ সহ অনেক তৃণমূল নেতাদের উপর হামলা হয়েছে। ওরা (শাসকদল) চাইছে বিরোধীশূন্য রাজনীতি করতে। তাই আমাদের কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না। যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁরা বিজেপি। যাঁরা আমাদের সঙ্গে আছেন, তাঁরা বিশ্বস্ত এবং প্রকৃত যোদ্ধা।'

মমতার দাবি, রাজ্যে এখন ভয়ের পরিবেশ। দুর্গাপুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে বাংলার রাস্তাঘাট রাত পর্যন্ত জমজমাট থাকার বদলে এখন রাত আটটা বাজলেই বহু জায়গা শুনসান হয়ে যাচ্ছে, মানুষ রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগে হকারদের ব্যবসা সবচেয়ে ভালো হয়। এই সময়েই উচ্ছেদ করে প্রায় এক লক্ষ হকারের রুটিরুজিতে আঘাত করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আইনি রক্ষাকবচ দেওয়ায় তাঁর প্রশ্ন, 'ইমিউনিটির নামে আপনারা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না।' তিনি দাবি করেন, ২০২৩-এ ১৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে রক্ষাকবচ দেওয়ার বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে আইনটি পাশ করানোর অভিযোগে তোলেন তিনি।

এসআইআর নিয়ে মমতার বক্তব্য, বাংলায় প্রায় ৯২ লক্ষ এবং দেশে ১৩ কোটির বেশি ভোটার এসআইআর-এ প্রভাবিত হয়েছেন। নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলার পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল যে সব আসনে জিতেছিল, সেখানে জয়ের ব্যবধানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি ভোটারকে এসআইআর-এ বাদ দেওয়া হয়েছিল। একারণে তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'ভোটের আগেই ভোট কেটে নির্বাচন জিতে নেওয়া হয়েছে।' তবে, ২০২৯-এর দিকে না তাকিয়ে ২০২৭-এর প্রস্তুতির বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'খেলা তো এখন হবে।'

ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ইডি

প্রথম পাতার পর

এক ব্যাগ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। এদিন ভোরে আলাদা দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছান ইডি'র আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে আরও খবর, বিনয়ের সঙ্গে ধীরাজের সম্পর্ক বহুদিনের। আগে করের বিভিন্ন কাগজপত্র জালিয়াতিতে বিনয়ের মাধ্যম ব্যবহার করতেন ধীরাজ। অসম-বাংলা সীমানার জোড়াই মোড়ে বিনয়ের একটি কাউন্টার ছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতকারী পণ্যবাহী লরির সেল ট্যাক্সের ছাড়পত্রের কাজে সেটি ব্যবহার হত। রাজ্যে জিএসটি চালুর পর কাউন্টারটি উঠে যায়। এরপর জিএসটির কাগজপত্র জালিয়াতিতে হাত পাকান ধীরাজ। পরে সুপারির ব্যবসাতেও জড়িয়ে পড়েন। বিনয়ও সেই ব্যবসায় সঙ্গী হন। উত্তরবঙ্গজুড়ে কোন গাড়ি কোন সুপারি ব্যবসায়ীর কাছে যাবে, সুপারি কোথায় যাবে, সেই কারবারে ধীরাজের নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে ইডি'র দাবি। এই সময় সন্দীপ বৈদও তাঁর সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

পানিট্যাঙ্কিতে ধীরাজ নিজের ট্রান্সপোর্ট অফিস খোলেন। সেটি সুপারি ও কয়লা পাচারের ডিলিংসের জায়গা হয়ে ওঠে বলে ইডি সূত্রে খবর। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ঘাসফুলের একাধিক নেতারও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ধীরাজ। ইডি'র দাবি, এই চক্র চালাতে জিএসটি সহ একাধিক বিভাগের কয়েকজন যুক্ত ছিলেন। তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। বিনয়ের প্রতিবেশীদের কথায়, তাঁর বাড়িতে লালবাতি ও নীলবাতির গাড়ির যাওয়া আসা লেগেই থাকত। পুলিশের শীর্ষকর্তা ও জিএসটি দপ্তরের কর্তাদেরও যাতায়াত ছিল।

তল্লাশির সময়ে ধীরাজের ফাঁসিদেওয়ার ফার্ম হাউসটি বিশেষ নজর কাড়ে। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে কয়েকশো মিটার দূরে একটি বটলিফ কারখানার পিছনে মহিপালে প্রায় ৫০ বিঘা জমির উপর ওই ফার্ম হাউস। সেখানে তিনটি মাছের পুকুর, গবাদিপশু পালন, গ্রিন হাউস এবং প্রক্রিয়াধীন ওয়াটার প্ল্যান্ট রয়েছে। প্রায় ৩০ জন কর্মী সেখানে কাজ করেন। বিশাল জৈব সারের কারখানাটি ধীরাজের ভাগ্নের নামে পরিচালিত হত। বর্ধমান রোডে সন্দীপের ফ্ল্যাট ও অফিসেও তল্লাশি চলে। সন্ধ্যায় বেশকিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে ইডি'র আধিকারিকরা ফিরে যান।

গত ২২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেওয়া হুঁশিয়ারিও এদিন ফের আলোচনায় আসে। তিনি বলেছিলেন, 'অসম থেকে অবৈধ সুপারি, কয়লা এসব আনা চলবে না। কোনও বেনেফিশারির কাছ থেকে টাকা তুললে জেলে যেতে হবে।'

বক্সায় আজ ফের রয়েল

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে আলোচনা করবেন। রাজাভাতখাওয়া প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে 'প্লাস্টিকমুক্ত বক্সা' কর্মসূচির সূচনা করবেন তিনি। প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানে শামিল না হলেও দুপুরে আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার বক্সায় জঙ্গল সাফারি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রীও। জঙ্গলে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখার পাশাপাশি এনক্লোজার থেকে বাঘ ছাড়া হলে কী কী সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখেন ভূপেন্দ্র। এদিন তিনি বলেন, 'আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেই অনুযায়ী ২০১২ সালে শেষবার বক্সায় বাঘের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। ২০১৮ সালে পরিষ্কার হয়ে যায় বক্সায় কোনও বাঘ নেই। এবার বাঘ ফেরানো হচ্ছে। এতে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র যেমন রক্ষা পাবে, তেমনই ইকো ট্যুরিজমের সম্ভাবনাও বাড়বে।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে হাসিমারার বায়ুসেনার ছাউনিতে পৌঁছাবেন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ। সেখান থেকে প্রথমে হেলিকপ্টারে প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে সেখান থেকে সড়কপথে বক্সার জঙ্গলে যাবেন। সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে এনক্লোজার থেকে বাঘিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। ১১.৫০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানে থাকার কথা। সেখানে প্রদর্শনী উদ্বোধন, জয়ন্তীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের চেক তুলে দেওয়ার পর বক্তব্য রাখবেন শুভেন্দু।

নিরাপত্তার কড়াকড়ি এদিন থেকেই শুরু হয়েছে। পুলিশ ও বনকর্মীদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। জেলা সদর থেকে রাজাভাতখাওয়া পর্যন্ত থাকছে কড়া নিরাপত্তা। জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার অনুষ্ঠান হলেও প্যারেড গ্রাউন্ডের অনুষ্ঠানে সব থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের বসার জন্য চেয়ার বসানোর কাজ এদিনই শেষ হয়েছে। বায়োটয়লেটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বন দপ্তরের প্রদর্শনীও। মূল মঞ্চের পিছনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একটি ঘর করা হয়েছে। সেখানে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। বক্সার বিভিন্ন পাখির ছবি থাকবে প্রদর্শনীতে। সেই সঙ্গে জঙ্গলের পরিবেশ, বিভিন্ন বনবস্তি ও জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে সেখানে। এদিন সেখানে চূড়ান্ত প্রস্তুতি দেখা গেল। জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুক্রবার ও শনিবার দু'দিন ওই প্রদর্শনী থাকবে। সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। সেখানে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জনপ্রতিনিধিরাও।

আলিপুরদুয়ার শহরও সেজেছে বাঘের জন্য। বিভিন্ন পোস্টারে ছয়লাপ শহর। রাস্তা সংস্কারে বিভিন্ন জায়গায় তাপ্পি দেওয়া হচ্ছে। জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার হচ্ছে। সার্কিট হাউস ও প্যারেড গ্রাউন্ডে গ্যালারির রং তো বদল করা হয়েছেই, এদিন আবার ২ নম্বর অসম রেলগেটের ওপর রেলের ওভারব্রিজের রং বদল করা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে ওই ওভারব্রিজের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছিল। সেই নাম মুছে দেওয়ায় বিতর্কও তৈরি হয়েছে।

জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার অনুষ্ঠান প্যারেড গ্রাউন্ডে লাইভ দেখানো হবে বলে আগে জানানো হয়েছিল। তবে নেটওয়ার্ক সমস্যায় তা করা যাবে না বলে এদিন জানানো হয়। বন দপ্তর থেকে বাঘ নিয়ে আবার একটা গানও প্রকাশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উৎসবের রং লেগেছে জেলা শহরে।

পাপের ফল, পালটা তোপ শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

১৫ বছর রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পরে সাংবাদিকদের শুভেন্দু বলেন, 'চাকরি চুরি, ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ চুরি, আবাসের টাকা চুরি, শক্তিপুরে দাঙ্গা লাগানো, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, বেলডাঙ্গা... এত বেকার, শিল্প ধ্বংস... তার জন্য আর ওপরওয়ালার মার। পরিণামে নাম নেই, নিশানও নেই!' উপনির্বাচনে রেজিনগর জয় সময়ের অপেক্ষামাত্র বললেও শুভেন্দুর বৃহস্পতিবারের ভাষণ ছিল নন্দীগ্রামে তাঁর বক্তব্যের থেকে আলাদা।

নির্বাচনি প্রচারের সূচনা করে কয়েকদিন আগে নন্দীগ্রামে তিনি বলেছিলেন, মুসলমানরা বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন কি না, তা ঠিক করার এই নির্বাচনই শেষ সুযোগ। কিন্তু রেজিনগরে তিনি বললেন, 'হিন্দু-মুসলমান করবেন না।' তিনি জানান, যোগ্য সংখ্যালঘু মহিলারা যেমন অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন, তেমনই আয়ুষ্মান ভারত ও অন্য সুযোগসুবিধায় কোনও ভেদাভেদ করা হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'আমাদের ঋণে আবদ্ধ করুন। ৭০-৩০ শতাংশের গল্প শোনাবেন না। শাখারভ সরকারকে (রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী) আমার পাশে পাঠান।' ক'দিন আগে রেজিনগরের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত মন্তব্যেরও জবাব দেন শুভেন্দু। হুমায়ুন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী পালটা বলেন, গত নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি করেছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, 'রাজনীতিতে লড়াই হবে, তর্ক হবে। নীতিগত আলোচনা-সমালোচনা থাকবে। কিন্তু প্রতি শুক্রবার উপাসনা করে উনি (হুমায়ুন) বলছেন, আমি নাকি অজিত পাওয়ারের মতো বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাব। রাজীব গান্ধি ও ইন্দিরা গান্ধির মতো আমার করুণ পরিণতি কামনা করেছেন। এ কেমন রাজনীতি! রাজনীতির ময়দানে আমরা শত্রু হলেও এমন নিকৃষ্ট ভাষা মুখে আনি না। এর বিচার রেজিনগরের মানুষের হাতেই ছেড়ে দিলাম।' কয়েকদিন আগে ঋতব্রত শিবিরের নির্বাচনি প্রচারের সময় তাদের ছোড়া চকোলেট কুড়োতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ছয় বছরের জেসমিনার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'এখন নির্বাচনি বিধি কার্যকর রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে সরকারি সাহায্য করা যাবে না। ৯ তারিখের পর নির্বাচনি বিধি উঠে গেলে পুরো বিষয়টি দেখে নেব। কেউ তো ইচ্ছা করে এটা করেনি, এটা দুর্ঘটনা। কিন্তু সরকারের তরফে যা সাহায্য করার করব।'

রেজিনগরের বিজেপি কর্মীদের তিনি নির্দেশ দেন, শিশুটির বাবার নাম ও ফোন নম্বর জেলা শাসকের কাছে জমা দিতে যাতে পরে সাহায্যের প্রক্রিয়া দ্রুত করা যায়। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, 'গণতান্ত্রিক তৃণমূলের কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে আমরা খুশি।' সড়কপথে রওনা হলেও বোটে ভাগীরথী নদী পার হয়ে জনসভার মাঠে শুভেন্দু যাওয়ার পথে মাঝনদীতে পলিতে দীর্ঘক্ষণ আটকে যায় তাঁর বোট। ভাটার কারণে বোট এগোতে পারছিল না। বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকার পর প্রশাসন আলাদা একটি ভেসেলে করে মুখ্যমন্ত্রীকে পৌঁছে দেয়।

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
PUJOR ASOL ADDA
0% সুদে সহজ কিস্তির সুবিধা
নিশ্চিত উপহার প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে*
CASH BACK অফার
SPIN AND WIN
MICROWAVE
CAR
5 BIKES
AIR FRYER
VACUUM CLEANER
Assured Special Gift
SPEAKER
HEADPHONES
SS SMARTPHONE
PS5
ONIDA 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹31490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35990*
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹32990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹37990*
VOLTAS 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹34990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹44990*
Haier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹36990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹39990*
BLUE STAR 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹38990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹47990*
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹36990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹45990*
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹36990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹44990*
FREE AIR FRYER
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 QLED ₹69,990*
65 4K Google TV ₹49,990*
55 QLED ₹36,990*
55 SMART ₹31,990*
43 SMART ₹18,990*
32 ₹9,990*
Buy Any LED & Get 2.1 Sound bar @ 71% OFF
BOSCH 185 L OFFER PRICE ₹13490*
Haier 185 L OFFER PRICE ₹14490*
Godrej 184 L OFFER PRICE ₹15990*
LG 185 L OFFER PRICE ₹17490*
Godrej 238 L OFFER PRICE ₹22990*
Whirlpool 235 L OFFER PRICE ₹24990*
LG 225 L OFFER PRICE ₹25490*
IFB 241 L OFFER PRICE ₹23990*
Haier 240 L OFFER PRICE ₹26490*
Godrej 600 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹69990*
LG 650 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹78990*
FREE MIXER GRINDER
Godrej 7 KG OFFER PRICE ₹16490*
Haier 7 KG OFFER PRICE ₹16990*
IFB 7 KG OFFER PRICE ₹17490*
LG 8 KG OFFER PRICE ₹17990*
BOSCH 7 KG OFFER PRICE ₹20990*
IFB 7 KG OFFER PRICE ₹29490*
LG 7 KG OFFER PRICE ₹29990*
Godrej 8 KG OFFER PRICE ₹30490*
BOSCH 7 KG OFFER PRICE ₹32490*
Haier 8 KG OFFER PRICE ₹33490*
FREE IRON
1st time in Bengal 2 Yrs. Warranty on Moblie*
Apple 17 (256) Offer Price 99900*
SAMSUNG A 27(8/128) Offer Price 38999* FREE Trolley Bag
vivo V80 Series PRE BOOKING START
oppo F35 Pro Series PRE BOOKING START
FREE GIFT Worth Rs. 14900/- With Every Mobile
Watch
Neck Band
Speaker
Power Bank
Ear Buds
ASUS hp DELL Lenovo
Ryzen 3 | 8 GB 512 SSD | 15.6 Win 11 Offer Price ₹39990*
Ryzen 7-155 | 16 GB 512 | 3050 RTX | 15.6 | Win 11 Offer Price ₹94990*
IFB LG Panasonic SAMSUNG Haier Godrej
MICROWAVE OVEN Starting Price ₹5990*
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron ₹2390*
AIR FRYER ₹2990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 105+ STORES
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে আজ পথে প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : শুক্রবার গান্ধি জয়ন্তীতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানী দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন শুরু হচ্ছে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুক্রবার প্রতিটি জেলায় মিছিল বের করা হবে। এক সপ্তাহ ধরে এই কর্মসূচি চলবে। বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেই একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছিল। অপরদিকে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করায় আগামীকাল থেকে পথে নামছে ককরোচ জনতা পার্টি।

এদিন মুম্বইয়ে তিনি বলেন, '২ অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামছে সিজেপি। জ্ঞানেশ কুমার যতদিন পর্যন্ত না পদত্যাগ করছেন ততদিন আন্দোলন চলবে। সিইসি নিয়োগ প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ হওয়া উচিত। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজকেও যুক্ত করা দরকার।' দলের নেতা সৌরভ দাস বলেন, 'আগামীকাল প্রতিবাদ মুম্বইয়ের শিবাজী পার্ক থেকে শুরু হবে। সেখান থেকে গোটা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া হবে।'

মুম্বই পুলিশ অবশ্য সিজেপিকে শিবাজী পার্কে প্রতিবাদের অনুমতি দেয়নি। একাধিক নাগরিক

ফর্ম-৬ বদলে প্রশ্ন রাহুলের

সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনের তরফে যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে শুক্রবার। আপের তরফেও তাতে সমর্থন জানানো হয়েছে। অশান্তি এড়াতে যন্তরমন্তরে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরুর আগে এদিন কমিশনের বিরুদ্ধে ফর্ম ৬-এ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টানেন রাহুল গান্ধি। বিরোধী দলনেতা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'নির্বাচন কমিশনের কমিশনার বয়ান অনুযায়ী অনলাইন ফর্ম ৬ বেআইনিভাবে বদলানো হয়েছিল। কমিশনের তরফে কে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসকে (টিসিএস) ওই পরিবর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিল? টিসিএসের কে তাতে সই করেছিল? তাঁদের কি ওই কাজটি করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল?' এর পাশাপাশি কর্ণাটকের বেলগাভীতে এক ঝটকায় ১৫ হাজার ভোটারের নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগে কমিশনকে তোপ দেগেছেন তিনি। রাহুলের তোপ, 'মোদি, শা এব জ্ঞানেশ কুমার মিলে এসআইআরের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন। এটা দেশদ্রোহ।' সিইও-র দপ্তরের বাইরে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার সহ কংগ্রেস নেতামন্ত্রীরা অবস্থান বিক্ষোভেও বসেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর পুলিশ, অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট

কলকাতা, ১ অক্টোবর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য পুলিশ। নির্যাতিতার শেষকৃত্য নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সেই এক্তিয়ার নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন তুলল বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ। পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আদালতের সঙ্গে চালাকি করার জন্য পুলিশ নতুন করে আরজি কর মামলায় এফআইআর দায়ের করেছে কি না, তা জানতে চেয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি শম্পা সরকার মন্তব্য করেন, 'পুলিশ জানে না, এই ঘটনায় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল আদালতের

আরজি কর কাণ্ড

নজরদারিতে তদন্ত করছে। নতুন করে কেন এফআইআর দায়ের করা হল? আইন সম্পর্কে কি অজ্ঞ? নাকি আদালতের সঙ্গে চালাকি করার জন্য এফআইআর করা হয়েছে?'

অভয়ার মামলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার পরেই খড়দা থানার পুলিশ তড়িঘড়ি এফআইআর দায়ের করে। কোন উদ্দেশ্যে অভয়ার দেহ দ্রুত সংকার করা হয়, এই অভিযোগে পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ দে'কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এই পুলিশি তৎপরতা নিয়েই এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্ট। যে মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে, তাতে পুলিশ ঢুকতে পারে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে রাজ্যের উচ্চ আদালত। সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। যদিও এদিন আদালতে রাজ্যের যুক্তি, অভিযোগের প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। সিবিআই তদন্তের পথে কোনওভাবে রাজ্য পুলিশ বাধা হতে চায় না।

চক্ষুদান... বৃহস্পতিবার নদিয়ায়।

ফের বাধা ট্রাইবিউনালের শুনানিতে
আধার তথ্য দিতে নারাজ বিচারপতিরা

কলকাতা, ১ অক্টোবর : এসআইআর বিতর্কে সিইসি (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী শিবির। এই নিয়ে পারদ যখন চড়ছে তখন পশ্চিমবঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত এসআইআর ট্রাইবিউনালগুলিতে শুনানি ঘিরে নিত্যনতুন জট বাড়ছে। যাতে শুনানি প্রক্রিয়া এবং সেগুলির নিষ্পত্তি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাইবিউনালের বিচারপতিদের জন্য নতুন একটি পোর্টাল তৈরি করেছে। সেখানে লগ-ইন করতে গেলে বিচারপতিদের আধার তথ্য দিতে হবে। কমিশনের এই বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট ১৩ জন বিচারপতি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আধার তথ্য দিয়ে লগ-ইন করতে চান না।

আধার তথ্য দিয়ে লগ-ইন করার বিষয়টিও একটি আধা বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তাঁরা। ২৫ সেপ্টেম্বর ওই ১৩ জন বিচারপতি একটি বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'আপিলের সিদ্ধান্তগুলি আপলোড করার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আধার নম্বর বা অন্য কোনও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করব না।'

শুধু তাই নয়, নাম বাদ যাওয়া বা নাম তোলার বিরুদ্ধে আবেদনগুলির নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশন নির্ধারিত ১৩টি নথির বাইরে অন্য কোনও নথি গ্রহণ করতেই চাইছে না নতুন পোর্টালটি। এই ব্যবস্থা নিয়েও আপত্তি তুলেছেন ওই বিচারপতিরা। কমিশনকে ইতিমধ্যে চিঠি লিখে বিষয়গুলি জানিয়েছেন তাঁরা। জটিলতার কারণে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাইবিউনালগুলিতে বিচারপ্রক্রিয়াও বন্ধ। কমিশনকে ওই বিচারপতিরা জানিয়েছেন, '২১ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রাইবিউনালগুলির কোনও নির্দেশ আপলোড করা যাচ্ছে না। ফলে আমরা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি।'

ঘটনা হল, এসআইআর আবেদনগুলির নিষ্পত্তি এমনিতেই শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে। তার মধ্যে নিত্যনতুন নিয়মের গেরোয় বিচারপতিদের ক্ষোভের ফলে শুনানি বন্ধ থাকছে। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর আবেদনগুলির আদৌ কবে সমাধান হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন একটি ট্রাইবিউনালের দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত মোট ১৯টি ট্রাইবিউনালের মধ্যে তিনি যে ট্রাইবিউনালের দায়িত্বে আছেন সেটি থেকেও অব্যাহতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখেছেন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত মোট ৪২৫টি এসআইআর আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে ট্রাইবিউনালগুলিতে। অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রায় ৫.৩ লক্ষ আবেদন।

গোটা পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'একটি গোটা দিনে মেরেকেটে ১০টির মতো আপিলের শুনানি করতে পারছি আমি। এইভাবে চললে আমি যদি বছরে ৩৬৫ দিনও কাজ করি তাহলেও বাকি ৫ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি করতে প্রায় ১৪৫ বছর সময় লেগে যাবে।' সল্টলেকের বাড়ি থেকে জোকার ট্রাইবিউনাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ কিলোমিটার ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যেতেও তাঁর প্রচুর সময় লেগে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওই বিচারপতি। তিনি জানিয়েছেন, 'জোকা যেতেই আমার প্রায় ২ ঘণ্টা সময় লাগছে। দিনে ১০টার বেশি আবেদন শুনতে পারছি না। আমাকে যদি বাড়ি থেকে বা বাড়ির কাছাকাছি কোনও স্থান থেকে শুনানি করার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে কাজ চালিয়ে যাব। নাহলে ২ নভেম্বর আমি পদত্যাগ করব।' বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, আমি এখনও পর্যন্ত ৪২৫টি আবেদন শুনেছি। তার মধ্যে ৩৫০ জন আবেদনকারীর নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় ঢুকেছে। ৭৫ জনের নাম বাদ হয়ে গিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় ২৭ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ হয়েছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে সবথেকে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদে। ওই জেলার মোট ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিচারপতি চট্টোপাধ্যায় শুনছেন ১১টি কেন্দ্রের ভোটারদের আবেদন। অপর একজন বিচারপতি বাকি ১১টি কেন্দ্রের ভোটারদের আবেদন শুনছেন। বেশিরভাগ শুনানিই চলছে অনলাইনে।

মমতাদের চার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ-ই

নয়াদিল্লি, ১ অক্টোবর : চারটি 'ফ্রিজ' হওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড়ো ধাক্কা খেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে তৃণমূলের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পিবি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনে দলের প্রতীক সংক্রান্ত বিবাদ বিচারাধীন থাকায় তারা এই বিষয়ে এখনই হস্তক্ষেপ করবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'প্রতীক সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি যখন নির্বাচন কমিশনে ঝুলে রয়েছে, তখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টাকার অধিকার কার, তা আদালত ঠিক করতে পারে না।' হাইকোর্টকে দ্রুত মামলার শুনানির অনুরোধ জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে মমতা শিবিরের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি অভিযোগ করেন, পুলিশ দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে তৃণমূলের দৈনন্দিন কাজকর্মকে কার্যত পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। আসন্ন উপনির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'তৃণমূল দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল। দলের ন্যূনতম কাজকর্ম চালাতে ও খরচ মেটাতে প্রতি মাসে সাড়ে ১২ কোটি টাকা প্রয়োজন। অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া আসলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ স্তব্ধ করারই নামান্তর।'

পালটা সওয়াল করে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, দুই শিবিরই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছে এবং প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়টি কমিশনে বিবেচনাধীন। তাঁর দাবি, দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকের আপ্তসহায়কের জমা করা নগদ ৩৫ কোটি টাকার উৎস নিয়ে তদন্ত চলছে। ফলে আসল তৃণমূল কে, তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে উপনির্বাচনের মুখে বড় আর্থিক চাপে পড়ল মমতা গোষ্ঠী।

বেতন বাড়ল পার্শ্বশিক্ষক ও অন্য কর্মীদের

কলকাতা, ১ অক্টোবর : অবশেষে বেতন বাড়ল পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, বিশেষ শিক্ষক সহ স্কুল শিক্ষায় নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের। বৃহস্পতিবার থেকে তাদের নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। এপ্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'গতকালই আমাদের দপ্তর চূড়ান্ত অর্ডার জারি করেছে।' তিনি জানান, নতুন বেতন কাঠামোকে বাস্তবায়িত করতে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত খরচ হবে। প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে ১৬৯৪১ এবং উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষদের ২০৫২৩ করা হয়েছে। পাঁচহাজার করে বেতন বেড়েছে শিক্ষাবন্ধু, বিশেষ শিক্ষক, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজারদেরও। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারক, জেলা গুণমান ব্যবস্থাপকদের বেতন ছয়হাজার করে বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের বেতন পাঁচ হাজার থেকে দশহাজার করে বাড়ানো হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী পোষণের আওতায় কর্মরত শিক্ষা তত্ত্বাবধায়কদের বেতনও পাঁচহাজার বাড়ানো হয়েছে।

পর্যটনে কর্মসংস্থানের হিসেব শংকরের

কলকাতা, ১ অক্টোবর : পাহাড়, চা-বাগান, জঙ্গল...আর তাকে ঘিরে পর্যটনশিল্পের বিকাশের অপরিসীম সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গকে সামনে রেখেই রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোয় বড়সড়ো বিনিয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের 'হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম' সম্মেলনে একাধিক আশার বাণী শোনা গেল 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের কর্তাদের মুখে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণকুমার রায় প্রমুখ।

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের কথায়, 'এখন পর্যটনক্ষেত্রকে মূল্যায়ন করার পদ্ধতিতেও বদল আনতে হবে। শুধু দেশি-বিদেশি পর্যটকের সংখ্যার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একজন পর্যটক এখানে কতদিন থাকছেন, কত টাকা খরচ করছেন, কত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে এবং স্থানীয় ব্যবসা, হস্তশিল্প, সংস্কৃতি কতটা উপকৃত হচ্ছে সেইসব বিষয়ও বিবেচনায় আনতে হবে।' আগামী দু-দশকে দেশের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ যাতে পর্যটন থেকে আসে, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'কলকাতায় আয়োজিত ইনভেস্টমেন্ট সামিটে ১২,৬৩৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় ২২ হাজার।' পর্যটন পরিকাঠামোয় সরাসরি ২,৫০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রার কথাও জানান তিনি।

২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষে এজন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মিরিক, কালিম্পং সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রের উন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। শংকরের কথায়, 'আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর পর্যটনের মাধ্যমে বাংলাকে প্রথমসারির বিদেশি মুদ্রা আয়কারী রাজ্যে পরিণত করাই সরকারের লক্ষ্য।'

অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণকুমার রায় বলেন, 'দার্জিলিং ও সুন্দরবনকে গ্লোবাল ডেস্টিনেশন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র। নদী পর্যটন, ঐতিহ্য ও বন্যপ্রাণীকে ঘিরেও একাধিক প্রকল্পের কাজ চলছে। পর্যটনশিল্পের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।'

ভারতীয় পাইলটকে কুর্নিশ মোদি, ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর
নীরজা-স্মৃতি ফেরালেন স্মিত

নয়াদিল্লি ও তেল আভিভ, ১ অক্টোবর : দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাই দুবাইয়ের বিমানে ভয়াবহ বিপর্যয় রুখে ১৭৪ জন যাত্রীর রক্ষাকর্তা ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছার। ওমানি কো-পাইলটের প্রাণঘাতী হামলা এবং যাত্রীবোঝাই বিমানটিকে মাটিতে আছড়ে ফেলার চক্রান্তের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রচণ্ড লড়াই করেন তিনি। তাঁর অসামান্য বীরত্ব মনে করিয়ে দিয়েছে ভারতের আরও এক কিংবদন্তি বিমানকর্মী নীরজা ভানোটের কথা। ১৯৮৬ সালে করাচিতে 'প্যান অ্যাম ফ্লাইট ৭৩' ছিনতাই হওয়ার পর যাত্রীদের বাঁচাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নীরজা। স্মিতের সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতা নীরজার স্মৃতিকে যেন সজীব করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু স্মিতের প্রশংসা করে তাঁকে 'আসল নায়ক' আখ্যা দিয়েছেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, ওমানি কো-পাইলট বাইরে থেকে কোনও অস্ত্র নিয়ে আসেনি। ককপিটে জরুরি অবস্থার জন্য রাখা বাধ্যতামূলক 'ক্র্যাশ' কুঠার দিয়ে স্মিতের ওপর হামলা চালায় সে।

ইজরায়েলি প্লাম্বার ইয়ানিভ হায়উন জানিয়েছেন, টিভিতে দেখা জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি বিমানের কন্ট্রোল টেনে বিমানটিকে সোজা করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, বিমানে থাকা ইজরায়েলি ডেন্টিস্ট শোতা মুসায়েভ দেখেন স্মিতের মাথা ও হাত থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তিনি দ্রুত রক্ত বন্ধের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি হেডফোনের তার ও প্লাস্টিকের জিপ-টাই দিয়ে আক্রমণকারী কো-পাইলটকে বেঁধে ফেলতেও সাহায্য করেন। বিমানে থাকা দুই অফ-ডিউটি পাইলটও বিমানটিকে সামলাতে ছুটে আসেন।

এই ঘটনাকে আমেরিকার বুকে ঘটে যাওয়া '৯/১১-এর মতো বিপর্যয়' থেকে রক্ষা করার সমতুল্য বলে মন্তব্য করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। এক্স-এ একটি পোস্টে নেতানিয়াহু লিখেছেন, 'অসাধারণ সাহসিকতার জন্য ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাচ্ছারকে আমার স্যালুট। কুঠারাঘাত ও গুরুতর আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পালটা লড়াই করেছেন, বাধা দিয়েছেন এবং ককপিটের দরজা খুলে দিয়ে যাত্রী ও ক্রুদের হামলাকারীকে কবজা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এর ফলে মাঝআকাশে এক ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।'

ভারতীয় পাইলটের এই বীরত্বে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বৃহস্পতিবার ইউপিএসসি-র শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যেমনটা বলেছেন, এই ভারতীয় এক ৯/১১-এর মতো হামলা রুখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ভারতীয়র হৃদয় আজ স্মিতের সাহসিকতায় গর্বে ভরে উঠেছে। গোটা বিশ্ব আজ তাঁকে নিয়ে গর্বিত।' আদতে গুজরাটের বাসিন্দা স্মিতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদি। আহত পাইলটকে সম্মান জানানোর কথা জানিয়েছে গুজরাট সরকার। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'আমি জানি না এটা সত্যি কি না, তবে বিবি (নেতানিয়াহু) এবং আরও কয়েকজনের কাছ থেকে আমি এই গল্পটাই শুনেছি। তাঁরা বলেছেন, (হামলাকারী কো-পাইলট) বিমানটিকে আছড়ে ফেলতে চেয়েছিল।' গুরুতর আহত ক্যাপ্টেন স্মিত বর্তমানে তাবুকের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর হাত, ঘাড় ও মাথার আঘাত গুরুতর।

মাঝআকাশের আরও ৪ 'হিরো'

তেল আভিভ, ১ অক্টোবর : ফ্লাই দুবাইয়ের ১৭৪ জনের প্রাণ বাঁচিয়ে হিরো হয়েছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মাচ্ছার। স্মিত ছাড়াও আরও চার যাত্রীর জন্যই বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে। তাঁদের একজন প্লাম্বার, একজন ডেন্টিস্ট, এক ব্যাংকার ও একজন ব্যবসায়ী। বুধবার ওমানি কো-পাইলট ককপিটে রাখা 'ক্র্যাশ কুঠার' দিয়ে ক্যাপ্টেন স্মিতের ওপর আচমকা হামলা চালায়। বিমানটি তখন গোঁত্তা খেয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচে নামতে শুরু করে। গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত অবস্থাতেও হার মানেননি স্মিত। নিজের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তিনি ককপিটের দরজা খুলে দেন। এরপরই যাত্রীরা ভেতরে ঢুকে পড়েন। ইজরায়েলি প্লাম্বার ইয়ানিভ হায়উন বিমানের কন্ট্রোল লিভার টেনে বিমানটিকে সোজা করেন। ডেন্টিস্ট শোতা মুসায়েভ দ্রুত স্মিতের রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। একইসঙ্গে বিমানে থাকা এক ব্যাংকার ও একজন ব্যবসায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণকারী কো-পাইলটকে বেঁধে ফেলতে সাহায্য করেন। এই পাঁচজনের চেষ্টায় মাঝআকাশে এক ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

বছর বছর টেটের আশ্বাস শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ১ অক্টোবর : কখনও ভোট আবার কখনও সংরক্ষণ তালিকা সংশোধনের জেরে টেট পাশ করেও হাতে কাজ পাননি চাকরিপ্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে ২০২৫-র ওই নিয়োগ প্রক্রিয়াই দ্রুত শেষ করার আশ্বাস দিলেন স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। শুধু নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করাই নয়, এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ভরসা দেন, বছর বছর টেট পরীক্ষা আয়োজন করারও। তাঁর কথায়, 'প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া যেটা চলছে তা দ্রুত সমাপ্ত করে আমরা পরবর্তী নিয়োগে যাব। এই নিয়োগ সম্পন্ন হয়ে গেলে আবার যে

দ্রুত শেষ হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া

শূন্যপদ তৈরি হবে তার ভিত্তিতে আবার টেট হবে।' নিত্যপূজার উপমা টেনে তিনি আরও যোগ করেন, 'দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো ও সরস্বতী পুজোর মতো বছর বছর টেট হবে।' যদিও কোনও সুস্পষ্ট সময়সীমা শিক্ষামন্ত্রী এদিন বেঁধে দেননি।

রাজ্যে শেষ টেট পরীক্ষা হয়েছে ২০২২ সালে। বিগত সরকারের আমলে, দীর্ঘদিন চাকরির আশায় বসে থাকার পর অবশেষে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩৪২১ জনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পর্ষদ। তবে প্রথমে ভোট ও পরে সংরক্ষণ তালিকায় ঝাড়াই-বাছাইয়ের জেরে ৬ মাস ধরে থমকে ষষ্ঠ থেকে দশম দফার ইন্টারভিউ। ২৮ সেপ্টেম্বরের করুণাময়ীতে আন্দোলনের পর এদিন মন্ত্রীর দেওয়া আশ্বাসের প্রসঙ্গে ডিএলএড ঐক্য মঞ্চের সম্পাদক অক্ষয় বর্মন বলেন, 'মন্ত্রীর আশ্বাসে আমরা আশাবাদী। তবে অতি দ্রুতর শেষ করবে? আমরা আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি তবে আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই পাইনি। রাজ্যে আটকে থাকা অন্য নিয়োগ চালু হলেও, প্রাথমিকের ক্ষেত্রে এত অনীহা কেন?' সম্প্রতি রাজ্যে আটকে থাকা পুলিশ সহ একাধিক নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের চালু হয়েছে।

পথপ্রদর্শক... বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে।

মমতাকে কংগ্রেসে আহ্বান অধীরের

কলকাতা, ১ অক্টোবর : বঙ্গ রাজনীতি কি আরও একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধীররঞ্জন চৌধুরী। রাজ্য রাজনীতির এই দুই কারবারির সাপে-নেউলে সম্পর্ক নয়ের দশক থেকেই। মমতা যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখন তো বটেই, পরবর্তীতে দীর্ঘ ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ও অধীরের সঙ্গে বিরোধে কখনও ভাটা পড়েনি। কিন্তু বিজেপি বিরোধী রাজনীতির নৌকায় চেপে একসঙ্গে যাত্রা করতে গিয়ে এবার নিজের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে সদলবলে কংগ্রেসে ফিরে আসার ডাক দিলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ। শুধু ডাক দেওয়াই নয়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ঘোষণা, 'কংগ্রেসে ফিরে এলে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই কাজ করব।' তিনি বলেন, 'যেহেতু তিনি কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটে শামিল হয়েছেন, তাই তাঁর উচিত সরাসরি দলে যোগ দেওয়া।' এদিন দিল্লিতে মমতাকে অধীরের

অভিষেককে ছেড়ে আসার শর্ত

মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।

তবে অধীরের শর্ত একটাই, মমতা যেন তাঁর ব্যাগেজকে সঙ্গে না নিয়ে আসেন। নাম না করে তিনি যে অভিষেককেই নিশানা করেছেন সেটা পরিষ্কার। অধীরের এদিনের মন্তব্য প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় জানান, কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব এলে দল বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবে। তবে ব্যাগেজ খোঁচা সম্পর্কে সৌগত বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া দল সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অভিষেক আমাদের নেতা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।' এদিকে ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আখরুজ্জামান এদিন বলেছেন, মমতাকে যদি ইন্ডিয়া জোট থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা জোটে যোগ দিতে পারেন। এর জবাবে মমতার দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আখরুজ্জামান একটা পচা আলু।'

পিএমও'র অফিসার সেজে নবান্নে

কলকাতা, ১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে নবান্নে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রেপ্তার হলেন অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলা। বৃহস্পতিবার দিল্লির আনন্দপর্বত থানা এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে আকাঙ্খা বিদ্যার্থী নামের ওই মহিলাকে আটক করে পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় আনা হচ্ছে। কোচবিহারের এক ব্যবসায়ী ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল তৈরির কাজে সমস্যায় পড়ে আকাঙ্খার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁর কাছে নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন অভিযুক্ত।

জানা গিয়েছে, গত বুধবার ভুয়ো পরিচয় দিয়ে নবান্নের পূর্ত দপ্তরে গিয়ে পূর্তমন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কথাবার্তায় অসঙ্গতি বুঝে মন্ত্রীই খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তাঁর দপ্তরের আধিকারিকদের। পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যায় মহিলার পরিচয় ভুয়ো। তারপরেই পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা ওই মহিলার নামে হাওড়ার শিবপুর

দিল্লিতে গ্রেপ্তার মহিলা

থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। সময় নষ্ট না করে পরের বিমানেই রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দেয় হাওড়া সিটি পুলিশের একটি তদন্তকারী দল। সেখানে গিয়ে মহিলার খোঁজ শুরু করে তারা। অবশেষে দিল্লি পুলিশের সাহায্যে মহিলাকে গ্রেপ্তার তাঁরা।

স্নেহাশিসের বিরুদ্ধেও তদন্ত

কলকাতা, ১ অক্টোবর : তৃণমূল জমানার আরও এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। হুগলির সিংটি গুটি আতড়া বিলাসপুর সমবায়ের চেয়ারম্যান পদে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনিভাবে এক কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিলেন প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করল প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশন। সংশ্লিষ্ট সমবায়ে হানা দিয়ে ঋণ মঞ্জুরির ফাইল-সহ একাধিক নথি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্নেহাশিস কীভাবে ওই ঋণ পেলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও স্নেহাশিসের দাবি, 'জমি বন্ধক রেখে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বছর শেষের আগে সুদসমেত টাকা শোধ করে দিয়েছি।' স্নেহাশিসকে কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, 'স্নেহাশিসের আত্মীয়ও সেখান থেকে ঋণ নিয়েছেন কি না এবং ঋণ ফেরতের উৎসও খতিয়ে দেখা দরকার।'

রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ। প্রণামি মন্দির রোডে। বৃহস্পতিবার।

তৃতীয় দিনেও বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের

আজ উঠছে কর্মবিরতি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : সাফাইকর্মীদের একাংশের কর্মবিরতির তৃতীয়দিনেও কখনও চলল বিক্ষোভ, আবার কখনও কাজে যোগ দিতে যাওয়া কর্মীদের হাত থেকে ঝাড়ু, কোদাল, বেলচা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। এর জেরে বৃহস্পতিবারও শহরের বেশকিছু জায়গায় আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এমনকি বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহও ব্যাহত হয়। শেষপর্যন্ত দুপুর নাগাদ পুরনিগম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে ইতি পড়ার কথা জানানো হয় আন্দোলনকারীদের তরফে। শুক্রবার থেকেই সাফাইকর্মীরা কাজে ফিরতে চলেছেন বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা বলেছেন, 'আলোচনা সদর্থক হয়েছে। সংগঠনের দাবিমতো তিনদিনের মজুরি কাটা হবে না। সকলেই শুক্রবার সকাল থেকে কাজ যোগ দেবেন।' তাঁর সংযোজন, 'পুজোর আগে শহরকে স্বচ্ছ রাখতে নতুন করে স্পেশাল ড্রাইভ চালানো হবে।'

এদিকে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি শিবপ্রসাদ হেলা বলছেন, 'শুক্রবার সকালে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করব। তারপর সকলের মতামত নিয়ে সকাল থেকেই কাজ শুরু হবে।'

প্রসঙ্গত, বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের ডাকে সাফাইকর্মীদের একাংশ কর্মবিরতিতে যোগ দেন। বুধবার তাঁদের একাংশ কাজে ফিরলেও প্রায় পাঁচশো কর্মী সংগঠনের ডাকে কর্মবিরতি চালিয়ে যেতে থাকেন। এদিন আরও অনেকে কাজে যোগ দেন। এদিন সকালে আন্দোলনকারীরা বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত করেন। অভিযোগ, শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড সহ বেশকিছু এলাকায় কর্মবিরতিতে শামিল পুরকর্মীরা কাজে যোগ দিতে যাওয়া সাফাইকর্মীদের থেকে কোদাল, বেলচা ও ঝাড়ু কেড়ে নিয়ে কাজে বাধা দেন। বেলা গড়াতেই তাঁরা পুরনিগমের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের বক্তব্য ছিল, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে। ঘটনার জেরে এদিনও শহরের সাফাই ব্যাহত হয়।

এই পরিস্থিতিতে দুপুরে পুর কর্তৃপক্ষ সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। বৈঠকে পুরনিগমের অধীনে থাকা সাফাইকর্মীদের বোনাস দেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। তাঁদের দাবিদাওয়া রাজ্যের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি গুরুত্ব সহকারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়। এরপরই সংগঠনের তরফে কাজে ফেরার কথা জানানো হয়।

এদিকে, কর্মবিরতির বিরোধিতা করে এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিটু অনুমোদিত শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। ইউনিয়নের সভাপতি জীবেশ সরকার, সম্পাদক অরুণাভ দত্ত সহ অন্যরা সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অরুণাভ বলেন, 'কর্মবিরতিতে শামিল অনেকেই আজ জোর করে অন্য শ্রমিকদের কাজে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এমনটা কখনও উচিত নয়।' যদিও আন্দোলনকারী সংঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত বলেছেন, 'কাউকে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয়নি। অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

- বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার সকালে সাফাইকর্মীদের একাংশ কর্মবিরতিতে যোগ দেন
- বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরনিগম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর কর্মবিরতি তোলার কথা জানানো হয়
- আন্দোলনকারীদের তিনদিনের মজুরি কাটা হবে না বলে জানিয়েছেন পুর প্রশাসক

আড্ডাটা আজও আছে...

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : 'টালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে, বন্ধুরা জড়ো হয়ে আছে আজ, সারা রাত ধরে হবে আড্ডা... রাত জাগা সেই আড্ডা...'

চন্দ্রবিন্দু নামক ব্যান্ডের একদা জনপ্রিয় এই গানটা হয়তো বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেকেই শোনেননি। তাতে তো আর আড্ডার স্বাদ কিছু কম হয়ে যায় না। বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো মানে যতখানি ঠাকুর দেখা, ঠিক ততখানিই আড্ডাও। আর শিলিগুড়ির জেন এক্স-ওয়াই-জেড-আলফা যাকেই পুজোর আড্ডার কথা জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, শহরের দাদাভাই ক্লাবের মাঠ, বাঘা যতীন পার্ক, ওয়াইএমএ ক্লাবের মাঠ, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের পুজোমণ্ডপ চত্বর, সূর্যনগর মাঠ, মাটিগাড়ার মায়াদেবী ক্লাবের মাঠের কথা বলবেনই কেউ না কেউ।

অনেকের পুজোর প্ল্যানিংই তো শুরু হয় কোনও একটি মাঠ থেকে। ফোনে আলোচনা হয়ে যায়, 'মাঠে চলে আয়। তারপর প্ল্যান করে নিচ্ছি'। আবার কোনও দল ওই মাঠেই আড্ডা দিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি কাটিয়ে দিতে পারে। প্রবীণরাও কিন্তু কম যান না। তাঁদেরও যৌবনে পুজো কেটেছে এই সব মাঠেরই আনাচে-কানাচে। পুজোর আড্ডার কথা বললেই তাই মাঠ নিয়ে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসেন তাঁরা।

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠ যেন পুজোর সময় মিলনমেলা হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অষ্টমীর অঞ্জলির পর শাড়ি-পাঞ্জাবির কম্বিনেশন ঝড় তোলে সেখানে। বয়সের কোনও ব্যারিকেড থাকে না। পাড়ার প্রবীণ থেকে কলেজপড়ুয়া— সকলেরই আড্ডার পীঠস্থান এই ক্লাবের মাঠ। স্কুলবেলা থেকে আড্ডার শুরু, এখন বিয়ে করে সংসার পেতেছেন, তবুও তাঁদের কাছে আজও দুর্গাপুজো মানেই দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব। সুমিত সাহা বলেন, 'এই মাঠ তো আমার কাছে ঘাসে ঢাকা নস্টালজিয়া। পুজোর প্রেম জমে উঠেছিল এই মাঠেই। বাইক দাঁড় করিয়ে তাতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি এই মাঠে। বাইরে থাকা বন্ধুরা পুজোয় এসে যখন দেখা করতে চেয়েছে, ওদেরও ডেকে নিয়েছি এই মাঠে। পুজোয় অন্য কোথাও না গেলেও এই মণ্ডপের মাঠে অনেক বন্ধু, আত্মীয়দের সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। এটা যেন রি-ইউনিয়ন স্পট।'

কবে থেকে এই মাঠে আড্ডা দিচ্ছেন, মনে করতে পারলেন না সায়ন চক্রবর্তী। বলেন, 'আমি যখন পুরোনো দিনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি, তখন ভাবি সেই কবে থেকেই আমরা এখানে পুজোয় আড্ডা দিয়ে যাচ্ছি। এখন তো পরিচিতরা সবাই জেনে গিয়েছে যে পুজোয় আমাকে এই মাঠে কোনও এক বেলায় ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।'

দুর্গাপুজোয় আরও একটা হিট আড্ডা ডেস্টিনেশন হল বাঘা যতীন পার্ক। জেন জেড তো বটেই, মিলেনিয়ালদেরও এটা মিটিং পয়েন্ট বলা যেতে পারে। রঙিন শাড়ি, পাঞ্জাবির ঝলক সহকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলে সেখানে। অনিকেত দাস, ঝুমুর দে, কৌশিক সাহা, অমৃতা হাজরারা তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবার প্রথমে চলে আসেন বাঘা যতীন পার্কে। এখন তারা সবাই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। গত পাঁচ বছর ধরে বন্ধুবান্ধবরা মিলে বেরোতে শুরু করেছেন। অনিকেত বলেন, 'আমরা চারজন তো থাকিই, প্রতিদিন অন্য বন্ধুরাও এসে যোগ দেয়। এখানে এসে সবাইকে ফোন করে একসঙ্গে ডাকি। তারপর চলে দেদার আড্ডা। এখান থেকেই ঠাকুর দেখতে বেরোই, আবার ঠাকুর দেখা শেষে এখানেই ফিরে আসি। তারপর আবার আড্ডা চলে, শেষে বাড়ি ফেরা।'

ওয়াইএমএ ক্লাবের পুজো তো হিট, সেখানকার আড্ডাও সুপারহিট। সুজিত ঘোষ, আদিত্য সরকারদের প্রতি বছর পুজোর ঠিকানা এই ক্লাবের মাঠের আড্ডা। সেই কলেজ জীবন থেকে শুরু। তারপর চাকরি করতে শুরু করেছেন, বিয়ে করেছেন, বাবা হয়েছেন, আজও সেই অভ্যাসে ছেদ পড়েনি। বরং এখন আড্ডাধারীর সংখ্যা বেড়েছে। আগে একা আসতেন, এখন স্ত্রী-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে আসেন বন্ধুরা। মাঠেই দীর্ঘ আড্ডা, খুনশুটি চলে। তারপর এখান থেকেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েন দল বেঁধে।

প্রজন্ম বদলায়। আড্ডার বিষয়বস্তু বদলায়। আর চেনা মাঠের ঘাসে স্মৃতি হয়ে লেগে থাকে ঢাকের বোল আর বন্ধুদের মুখের বুলি।

-এআই

২ অসুস্থের চিকিৎসা করাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুলিশি তৎপরতায় হোটেলের ঘরের দরজা ভেঙে অসুস্থ এক পর্যটককে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। অন্যদিকে, ছেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে তিনবাত্তি এলাকায় রাস্তায় অসুস্থ হয়ে স্কুটার নিয়ে পড়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকেও উদ্ধার করে পুলিশ একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করায়। দুটি ঘটনাই নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার বাসিন্দা নীলাদ্রি সাহা তিনবাত্তি এলাকায় বাজার করে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে ব্যস্ত রাস্তায় পড়ে যান। এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের ওসি সুরেন্দ্র সিং নেগি তাঁকে উদ্ধার করে পাশের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করতে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরের চেষ্টা হয়। পরে পুলিশ আধিকারিকের ধমকে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ওই ব্যক্তিকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করে।

এদিকে, উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা ২৬ বছরের পবন কুমার গ্যাংটক ঘুরে রবিবার শিলিগুড়িতে ফেরেন। এনজেপির একটি হোটেলে রাতে থাকার পর বুধবার দুপুরে এনজেপি থেকে দিল্লিগামী ট্রেন ধরার কথা ছিল। কিন্তু বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ তাঁর ঘরের দরজা না খোলায় হোটেল কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে ঘরের দরজা ভেঙে ওই পর্যটককে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। পাশাপাশি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। হোটেলের মালিক কৃষ্ণ দত্ত বলেন, 'পুলিশের সহযোগিতায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।'

পাচারের চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : মঙ্গলবার গভীর রাতে আশিঘরের তেলিপাড়া এলাকায় গোরুকে গোশালায় নিয়ে যাওয়ার নামে পাচারের চেষ্টা চলছিল বলে অভিযোগ উঠল। তবে স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে ঘটনাস্থল থেকে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। বুধবার রাতে আশিঘর ফাঁড়িতে এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে বজরং দল। ষষ্ঠী মণ্ডল নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ কুকুরের আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বেরোই। তখন দেখতে পাই, তিন ব্যক্তি একটি গোরুকে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করতেই বলে, গোশালায় নিয়ে যাচ্ছি। সন্দেহ হলে আশপাশের লোকজনকে ডাকাডাকি শুরু করি। তখনই ওরা এলাকা থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।'

সেবা সংকল্প

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের তরফে 'সেবা সংকল্প অভিযান' উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কলেজে স্বাস্থ্য ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। কলেজের এনএসএস ইউনিটের তরফে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন হয়। পাশাপাশি এনসিসির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৪০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

উৎসবের ভোজে গেরো গ্যাসের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুজোর মুখে রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির আঁচ এবার খাবারের পাতে। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এক ধাক্কায় ৭১ টাকা ৫০ পয়সা বেড়ে শিলিগুড়িতে হয়েছে ৩২২৮ টাকা ৫০ পয়সা। এর জেরে ছোট খাওয়ার দোকান, পাইস হোটেল ও ফাস্ট ফুডের দোকানে খাবারের দাম বাড়ানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কোথাও প্লেটপিছু ৫ টাকা, কোথাও ভাত-মাছ-মাংসের পদে ৫ থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানোর কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে পুজোর সময়ে বাইরে খেতে যাওয়া সাধারণ মানুষের খরচ আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

আবার ভিন্নমতও রয়েছে। পুজোর আগে অবশ্য রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির ব্যবসায়ীদের একাংশ খাবারের দাম বাড়াতে চাইছেন না। ক্রেতাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে, এই আশঙ্কায় বাড়তি গ্যাসের খরচ নিজেদের লাভের অংশ থেকে সামলানোর কথা ভাবছেন তাঁরা। তবে তাঁরা সকলেই বড় ব্যবসায়ী। ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে দামবৃদ্ধির এই চাপ সামলানো কঠিন।

এসএফ রোডের এক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী নির্মল সাহা বলেন, 'গ্যাস সিলিন্ডারের দামবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাবারের দাম বাড়ালে ক্রেতাদের কাছে খারাপ বার্তা যাবে। সেই কারণে অসুবিধা সত্ত্বেও সেটা মানিয়ে নিতে হচ্ছে। লাভের অংশ কম রাখতে হবে। কেননা, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাঁরা আমার রেস্তোরাঁয় খেয়ে গিয়েছেন, তাঁরা পুজোর আগে এসে যদি দেখেন, ফের খাবারের দাম বেড়েছে, তাহলে সেটা কেউ ভালোভাবে নেবেন না।'

কলেজপাড়ার মিষ্টি ব্যবসায়ী সঞ্জীব ঘোষেরও একই বক্তব্য। তিনি বলেন, 'আগে গ্যাস সিলিন্ডার ও চিনির দাম বাড়ার পর মিষ্টির দাম ইতিমধ্যে বাড়িয়েছি। আবার পুজোর আগে দাম বাড়ালে তা ঠিক নয়। আমাদের পুজোর সময় প্রতিদিন ছ'টির বেশি সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়। সব খরচের মাঝে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি যথেষ্ট চাপের।'

আবার হিলকার্ট রোডে বিশ্বদীপ সিনেমা হলের সামনে থাকা পাইস হোটেলগুলিতে দাম বাড়ানোর প্রস্তুতি স্পষ্ট। চিকিৎসা বা কাজের জন্য বাইরে থেকে শিলিগুড়িতে আসা মানুষের একটি অংশ এই দোকানগুলিতে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করেন। ব্যবসায়ী রূপনারায়ণ সরকার বলেন, 'ভাড়া দিয়ে দোকান চালাই। সেখানে গ্যাস সিলিন্ডারের দামের ওপর খাবারের দাম নির্ভর করে। গ্যাসের দাম বাড়ালে আমরাও সেটা বাড়াতে বাধ্য হই। ভাত, মাছ ও মাংসের প্রতি প্লেটে ৫ থেকে ১০ টাকা করে দাম বাড়াবেন।'

চম্পাসারি মোড়ের কাছে ফাস্ট ফুডের দোকান চালান বাপ্পা সিংহ। তিনি বলেন, 'সব আইটেমে ৫ টাকা বাড়াব বলে ঠিক করেছি। কেননা, ঘরোয়া সিলিন্ডার ব্যবহার করলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। আর এত দাম দিয়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

চলতি বছরের শুরুতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে দেশজুড়ে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের জোগান ও দাম নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম।

আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : শিক্ষার্থীদের উপস্থিতবুদ্ধি, বাগ্মিতা এবং স্মৃতিশক্তির মতো প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ক্যাম্পাসে 'মাইন্ড স্পার্ক' শীর্ষক আন্তঃস্কুল আবৃত্তি ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নামী স্কুলের দুশোরও বেশি শিক্ষার্থী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা ইংরেজি এবং এমনকি তাদের মাতৃভাষায় নিজেদের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আবৃত্তিশিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে ছিলেন।

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সুকনার আর্মি পাবলিক স্কুলের ঋতিকা সিং, প্রথম রানার-আপ হয়েছে অমরজ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কাবেরী পাল, দ্বিতীয় রানার-আপ হয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুলের অনুসুইয়া রাওয়াত। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলিগুড়ি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের আরাধৃতা বাগচী, প্রথম রানার-আপ হয়েছে শিলিগুড়ি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দেবাদৃতা রায়, যুগ্মভাবে দ্বিতীয় রানার-আপ হয়েছে দিল্লি পাবলিক স্কুলের যশভি বনসল ও শিলিগুড়ি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের অহনা দত্ত।

প্রবীণ দিবস

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শহরের রামকিঙ্কর হলে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১০০ জন প্রবীণ নাগরিক। উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সেই তালিকায় শিবমন্দিরের একটি বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণরাও ছিলেন। সাইবার প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পাঠও দেওয়া হয় তাঁদের। পড়ুয়ারা নাটকের মাধ্যমে তা নিয়ে প্রবীণ নাগরিকদের সচেতন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেয়।

রক্তদান

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সোসাইটি অফ উওম্যান অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ব্লাড ডোনেশন আউটরিচের তরফে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২৫ জন রক্তদান করেন।

পাশাপাশি, হাসপাতালে আসা রোগীদের থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতন করা হয়। এদিন ১৬ জন থ্যালাসিমিয়া রোগীকে নিয়ে অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, নিয়মিত রক্তদানে নজির গড়ে বৃহস্পতিবার কলকাতার স্বাস্থ্যভবনে সম্মানিত হলেন ইসলামপুরের দুই রক্তদাতা। জাতীয় ভলান্টিয়ার ব্লাড ডোনেশন ডে উপলক্ষ্যে 'সর্বোচ্চ রক্তদাতা' হিসেবে সংবর্ধিত ওই দুজনের নাম সোমনাথ মজুমদার ও সঞ্জয় করুয়া। প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী সোমনাথ ইতিমধ্যে ৮৯ বার রক্তদান করেছেন। সঞ্জয় দিয়েছেন ৮৮ বার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্দত মুখার্জি ও আধিকারিকরা।

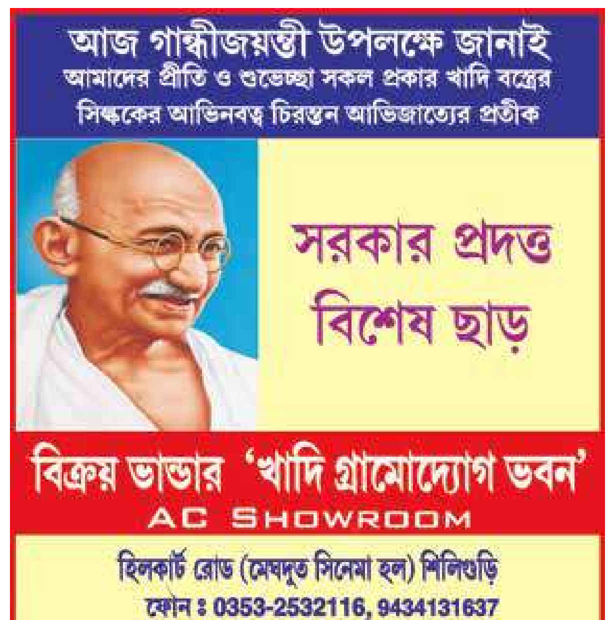

পুজোর পরেই ভোল বদলাবে রাস্তার

শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : পুজো মিটলেই ভোল বদলে যাবে শিলিগুড়ি শহরের ছোট-বড় একাধিক রাস্তার। পুর কর্তাদের দাবি, বছর শেষের আগেই শহরের প্রতিটি রাস্তা ঝাঁ চকচকে করে তোলা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ৫৫ কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে। এবিষয়ে পুর প্রশাসক আর বিমলা বলেছেন, 'পুজোর আগে শহরের প্রতিটি রাস্তার খানাখন্দ ভরাটের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। পুজো মিটলে শহরের বিভিন্ন রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ হবে। তার টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। দিনকয়েকের মধ্যেই ওয়ার্ক অর্ডারও ইস্যু হয়ে যাবে।'

চলতি বছরে বর্ষার মরশুমে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের রাস্তাই কমবেশি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে পালাবদলের পর প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ড পাঁচ কোটি টাকা খরচে শহরের ছোট, বড় প্রতিটি রাস্তার খানাখন্দ ভরাটের কাজ শুরু করে। ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যুর পর রাস্তার খানাখন্দ ভরাটের কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। যদিও মাঝে ক'দিনের বৃষ্টির জেরে সেই কাজ খানিকটা ব্যাহত হয়। তবে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, চলতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই সেই কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ করা সম্ভব হবে। প্যান্ডেল হপিংয়ের ক্ষেত্রে যাতে আমজনতাকে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে পাকাপাকিভাবে রাস্তা সংস্কারের কাজ পুজোর পর শুরু হতে হবে।

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে বরাদ্দ প্রায় ৫৫ কোটি টাকায় শহরের ১০৮টি রাস্তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে আরও ২০টি রাস্তার সংস্কার হবে। এই কাজে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে।

গ্রিকো রোমানে ইতিহাস নীতেশের

হকিতে পাক-বধ ভারতের, সেইলিংয়ে নজির দুই বন্ধুর

নাগোয়া, ১ অক্টোবর : এবারের এশিয়ান গেমসে কুস্তির গ্রিকো রোমানে পুরুষদের ৮৭ কেজি ওজন বিভাগে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিয়ে বুধবার নজির গড়েছিলেন সুনীল কুমার। এদিন পালা ছিল আরও এক গ্রিকো রোমান কুস্তিগির নীতেশ সিওয়াচের। পুরুষদের ৯৭ কেজিতে ফাইনালে ০-৪ ব্যবধানে হারলেও নীতেশের হাত ধরে এশিয়াডে গ্রিকো রোমান ক্যাটিগরিতে ভারতের ঘরে প্রথম রুপো এল। সঙ্গে ঘুচল ৬৪ বছরের আক্ষেপও।

হরিয়ানার ২৩ বছরের নীতেশ কয়েক বছর আগেও নিশ্চিত ছিলেন না যে, কুস্তিতে ফিরতে পারবেন কি না। প্রতাপ স্পোর্টস স্কুলে অনুশীলনের সময় হাঁটুতে চোট লাগে। অস্ত্রোপচারের পর কুস্তি থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিলেন নীতেশ। বাবা আনন্দ সিওয়াচের দুধের ব্যবসা ছিল। তাতে নীতেশও যোগ দেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু কুস্তিগিরের সত্তা হারিয়ে যেতে দেননি নীতেশ। ফলে ফেরার লড়াই শুরু হয়। যার পুরস্কার আজকের রুপোর পদক। ছেলেকে পোডিয়ামে দাঁড়াতে দেখে আবেগপ্রবণ আনন্দ বলেছেন, 'নীতেশের বড় হওয়ার সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ বিক্রি করেছিল। আমার কাছে জানতে চাইত, কুস্তিতে আবার ফিরতে পারব কি না। আমি বরাবরই চেয়েছিলাম, ছেলে কুস্তিগির হোক। কিন্তু অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে ফেরার সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই ওর ছিল।' একটা সিদ্ধান্তই এদিন নীতেশকে এশিয়াডের পোডিয়ামে দাঁড় করিয়ে দিল।

গ্রিকো রোমানে নজির গড়লেও কুস্তি কখনই নীতেশের প্রথম পছন্দ ছিল না। আনন্দ ছেলেকে কুস্তিগির তৈরি করতে চাইলেও নীতেশ খেলোয়াড়ি জীবন শুরু করেছিলেন ক্রিকেটার হিসেবে।

কুস্তিতে রুপো নিশ্চিত করার পর নীতেশ সিওয়াচ। বৃহস্পতিবার।

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের খেলোয়াড়কে আলিঙ্গন মনদীপ সিংয়ের।

খারখোদার সেখান থেকে প্রতাপ স্পোর্টস স্কুলে যোগ দেওয়ার পর নীতেশের কাবাডিতে আগ্রহ তৈরি হয়। তবে প্রতাপ স্পোর্টস স্কুলের কুস্তির পরিকাঠামো দেখে ম্যাটের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় নীতেশের। এখান থেকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি নীতেশকে। যুব পর্যায়ে একাধিক সাফল্যের পর গত বছর সিনিয়ার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতেন। একই প্রতিযোগিতায় চলতি বছর আসে রুপো। সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই এদিন নজির গড়লেন নীতেশ।

১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার এশিয়াডে হকিতে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল ফাইনালে উঠল। মহিলারা গতকাল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছিলেন। এদিন সেমিফাইনালে মর্যাদার ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে জয় পেলেন হরমনপ্রীত সিংরা। ৩-০ গোলে ভারত এগিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তান ৩-৩ করে। কিন্তু ম্যাচ শেষের ৪৫ সেকেন্ড আগে অভিষেক নেইনের গোল ভারতকে ফাইনালের টিকিট এনে দেয়।

সেইলিংয়ে দুই বন্ধু মিলে দেশকে এশিয়াডে রুপো এনে দিলেন। কোচির মনু ফ্রান্সিস ও প্রিন্স নোবেল কুরিসিনকালের বন্ধুত্ব সপ্তম শ্রেণি থেকে। এই জুটি বৃহস্পতিবার সেইলিংয়ে পুরুষদের স্কিফ ইভেন্টে রুপো জিতে নিল। নয়টি রেসের শেষে তাদের পয়েন্ট দাঁড়ায় ২৩। তিনটি রেসে মনুরা চ্যাম্পিয়ন হন। সেখানে চারটি রেস জিতে সোনা জিতে নেয় চিন। পরে মহিলাদের স্কিফ ইভেন্টে পদক তালিকায় ব্রোঞ্জ যোগ করেন হর্ষিতা তোমর ও শীতল ভার্মা।

বুধবার ভারতীয় তিরন্দাজির জন্য ছিল সোনার দিন। এদিন অবশ্য মাত্র একটি পদক এল। মহিলাদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন গংশে মনিরকুম। ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে তিনি ১৪৯-১৪৪ পয়েন্টে ভিয়েতনামের ড্যাং কং ডাককে হারিয়েছেন।

ঈশান সুনামিতে উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা

সোনার লক্ষ্যে পাক বধের চ্যালেঞ্জ শ্রেয়সদের

নিশিন, ১ অক্টোবর : প্রত্যাশা ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই ঘটল। এশিয়ান গেমসের পুরুষদের ক্রিকেটে সোনার ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- অলরাউন্ড ক্রিকেটে সেমিফাইনালে অনায়াসে শ্রীলঙ্কা বধ শ্রেয়স ব্রিগেডের। ভারতের ১৬৯ রানের জবাবে মাত্র ৪৫-এ গুটিয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্র! বৃষ্টিবিঘ্নিত অপর সেমিফাইনালে পাকিস্তান পরাজিত করে বাংলাদেশ।

শনিবার ফাইনাল। সোনার পদক গলায় নিয়ে পোডিয়ামে এক নম্বর স্থানে কারা জায়গা পাবে, তারই নিষ্পত্তি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতের জন্য যা খেতাব ধরে রাখার মঞ্চ। ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে শনিবারই মুখোমুখি হবে সেমিফাইনালের দুই পরাজিত দল শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ।

কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচই বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। নিশিনের কোরোগি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জোড়া সেমিফাইনালেও ছিল আশঙ্কার কালোমেঘ। শেষপর্যন্ত আশঙ্কা সরিয়ে ব্যাট-বলের স্বাদে ডুব দেওয়ার সুযোগ। সেই স্বাদ আরও রঙিন কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশান কিষানের ঝোড়ো ব্যাটিং, বৈভব সূর্যবংশীর আক্রমণাত্মক শুরু এবং জসপ্রীত বুমরাহ, অক্ষর প্যাটেলদের বোলিং দাপটে। ভিভিএস লক্ষ্মণের ছাত্রদের যে আধিপত্যের কোনও জবাব ছিল না শ্রীলঙ্কান দলের কাছে।

টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় শ্রীলঙ্কা। তিন ওভারের মধ্যেই ডাগআউটে অভিষেক শর্মা (৭) ও সঞ্জু স্যামসনকে (৭) ফিরিয়েও দেয় তারা। প্রতিকূল পিচে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ শ্রেয়স আইয়ার (১৩), তিলক ভার্মা (২), অক্ষর প্যাটেল (৮), শিবম দুবেরাও (৩)। শেষপর্যন্ত কোণঠাসা দলকে জয়ের রসদ জোগান বৈভব (২১ বলে ৩৮) এবং ঈশান (৪৬ বলে অপরাজিত ৮০)।

অভিষেক-সঞ্জুর ওপেনিং জুটি ভেঙে শুরুতে বৈভব। তিনে সঞ্জু। লক্ষ্মণদের যে সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখেন বিস্ময় বালক নতুন বলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইনিংসে। বৈভবের জোড়া ছক্কা ও ৪টি দিয়ে সাজানো ক্যামিও ইনিংসের হাত ধরে পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৫৮ রান তোলে। শেষটা ঈশান-ঝড়ে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর ঈশান কিষান। বৃহস্পতিবার।

চলতি বছরের স্বপ্নের ফর্ম বজায় সেমির টক্করে। চারটি চার ও পাঁচ ছক্কায় শ্রীলঙ্কান বোলিং ফাঁস ছিঁড়ে ভারতকে পৌঁছে দেন ১৬৯/৭ স্কোরে।

ঈশান যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকে শুরু বুমরাহ (৭/২), অক্ষরের (৮/২) বোলিং 'দাদাগিরি'। বুমরাহ-ম্যাজিকের সামনে শ্রীলঙ্কার টপ থ্রি-র ব্যাটারের কেউ খাতা খুলতে পর্যন্ত পারেননি। তিনজনই শূন্যতে আউট। সর্বাধিক ১৫ রান নুয়ানিদু ফার্নান্ডোর। বাকি দশের কেউ দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বাধিক শ্রীযুক্ত অতিরিক্তের ১১!

নিটফল পঞ্চাশ পেরোনোর আগেই ৪৫ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা! পরিসংখ্যান বলছে টি২০-তে প্রতিপক্ষকে এর আগে এত কম রানে আউট করতে পারেনি ভারত। ম্যাচের শেষ দুই বলে জোড়া উইকেট নিয়ে চমক অভিষেকেরও (২/২)। ফাইনালে সুযোগ হ্যাটট্রিকের। তবে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছাপিয়ে পাক-কাঁটা সরিয়ে সোনার পদক জেতাতেই পাখির চোখ।

বৃষ্টিবিঘ্নিত অপর সেমিফাইনালে ১৩ ওভারের ম্যাচে বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে পরাজিত করে পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাটিং করে ৭ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান করে বাংলাদেশ। সর্বাধিক ৪২ রান করেন তৌহিদ হৃদয়। জবাবে ৯ বল হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ৫৪/৪ উইকেট হারানোর পর অবিচ্ছিন্ন পঞ্চম উইকেটে জয় নিশ্চিত করে দেন হাসান নওয়াজ (২৭) আব্দুল সামাদ (৩০)।

স্কোরবোর্ড

ভারত

বৈভব ক সিনেথ বো আরাচচিগে	৩৮
অভিষেক ক সিনেথ বো আরাচচিগে	৭
সঞ্জু বো রত্নায়েকে	৭
শ্রেয়স বো সাহান	১৩
ঈশান অপরাজিত	৮০
অক্ষর ক আরাচচিগে বো ক্রুসপুল্লে	৮
তিলক স্টা লিভেরা বো বিনুরা	২
শিবম ক আরাচচিগে বো রত্নায়েকে	৩
ওয়াশিংটন অপরাজিত	৭
অতিরিক্ত	৪
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)	**১৬৯**

উইকেট পতন : ১২/১, ২৪/২, ৫৯/৩, ৮৭/৪, ১১২/৫, ১২৫/৬, ১৫১/৭।

বোলিং : রত্নায়েকে ৪-০-৩২-২, আরাচচিগে ৪-০-২৮-২, বিনুরা ৩-০-৩৭-০, সাহান ২-০-১৭-১, বিয়াস্কনাথ ১-০-৯-০, ক্রুসপুল্লে ৪-০-২৫-১, নুয়ানিদু ২-০-২০-১।

শ্রীলঙ্কা

সিনেথ এলবিডব্লিউ বো বুমরাহ	০
ক্রুসপুল্লে রানআউট	০
লিভেরা ক সঞ্জু বো বুমরাহ	০
নুয়ানিদু রানআউট	১৫
আরাচচিগে ক বৈভব বো অক্ষর	৯
বান্দারা ক ওয়াশিংটন বো অক্ষর	০
করুণারত্নে স্টা সঞ্জু বো অভিষেক	৪
সাহান ক অভিষেক বো ওয়াশিংটন	১
রত্নানায়েকে রানআউট	৫
বিয়াস্কনাথ অপরাজিত	০
বিনুরা বো অভিষেক	০
অতিরিক্ত	**১১**
মোট (অল আউট, ৯.৫ ওভার)	**৪৫**

উইকেট পতন : ০/১, ০/২, ২/৩, ১৮/৪, ১৮/৫, ৩১/৬, ৩৩/৭, ৪৫/৮, ৪৫/৯, ৪৫/১০।

বোলিং : বুমরাহ ২-০-৭-২, অক্ষর ৩-১-৮-২, ওয়াশিংটন ৩-১-১৮-১, বিষ্ণোই ১-০-৪-০, অভিষেক ০.৫-০-২-২।

ফল : ভারত জয়ী ১২৪ রানে।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১৫৪	৭১	৬৩	২৮৮
২	জাপান	৫৯	৭৯	৭৯	২১৭
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৩০	৩০	৫৩	১১৩
৪	উজবেকিস্তান	১৬	২১	১৯	৫৬
৮	ভারত	১০	২২	৩২	৬৪

চণ্ডীগড়ে বিরাটরা, চোট প্রসিধের

এটা ক্রিকেট নয়, শুধু ব্যাটিং, বলছেন গম্ভীর

নিউ চণ্ডীগড়, ১ অক্টোবর : ক্রিকেট বরাবরই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। সেই অনিশ্চয়তার খেলায় তবু কিছু নিশ্চয়তা ছিল এতদিন। প্রথমে ব্যাটিং করা দল বিশাল রান করলে অপর দল সেই রান দ্রুত তাড়া করতে গিয়ে হেরে যেত। কিন্তু এখন?

একটা দল ৪০৫ রান করছে। অপর দল সেই রান তাড়া করে ৪৩ ওভারে ম্যাচ জিতে যাচ্ছে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮১১ রান হচ্ছে। এমন ক্রিকেট তো বাইশ গজে সাধারণত দেখা যায় না। দেখা যায় ভিডিও গেমসের আসরে। সেই ভিডিও গেমসের আসরের ক্রিকেট এখন বাস্তব।

গতরাতে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে এক সে বাড়কর এক রেকর্ড গড়ে টিম ইন্ডিয়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউ চণ্ডীগড় পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

তৃতীয় ওডিআই খেলতে নিউ চণ্ডীগড় পৌঁছে গেলেন গম্ভীর, রাহুলরা।

চলতি সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ। তার আগে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমান গিলদের নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চলছে আলোচনা। আর সঙ্গে প্রবলভাবে চলছে জল্পনা, একদিনের ক্রিকেটের আসরে এখন কত রান নিরাপদ? ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪০৫ রানের ইনিংসে ছিল মোট তিনটি শতরান। টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার আসরে অধিনায়ক শুভমানের দ্বিশতরান, রোহিতের শতরানের কেল্লা ফতে। অনায়াস জয় টিম ইন্ডিয়ার।

অবিশ্বাস্য জয়ে টিম ইন্ডিয়া ম্যাচ ও সিরিজের দখল নেওয়ার পর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। গুয়াহাটির ম্যাচকে তিনি ক্রিকেট বলে আখ্যাই দিতে চাইছেন না। বরং গম্ভীরের মনে হচ্ছে, বর্ষাপাড়ার মাঠে যা হয়েছে, সেটা শুধুই ব্যাটিং। তাও একতরফা। বাইশ গজে বোলারদের জন্য সামান্যতম সাহায্যও ছিল না। বর্ষাপাড়ার মাঠের একেবারে পাটা উইকেটকে কাঠগড়ায় তুলে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর বলেছেন, 'সরাসরি বলছি, আমি ব্যাট ও বলের মধ্যে আরও একটু বেশি লড়াই আশা করেছিলাম। গুয়াহাটিতে সেরা হয়নি। আমার মতে, যা হয়েছে সেটা ক্রিকেট নয়। শুধুই ব্যাটিং।' খেলার শেষে সম্প্রচারকারী নিজের মনের ক্ষোভ গোপন না করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের কথায়, 'ভাবুন কোনও তরুণ বোলার এই পিচে বল করল। দেখল, বিপক্ষ দল ৪০০ রান তুলে দিল। পরে এটাও দেখল, সেই রান পরে ব্যাটিং করা দল অনায়াসে টপকে গেল। দর্শক বা সম্প্রচারকারী চ্যানেলের জন্য এমন রেকর্ডের ম্যাচ হয়তো ভালো। কিন্তু একজন আদর্শ ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে এমন ম্যাচ দুঃস্বপ্নের মতো।'

ভারতীয় দলের কোচের কাঠগড়ায় বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠের কিউরেটার। গম্ভীর কারও নাম করেননি। কিন্তু এমন পিচ যে তাঁকে খুশি করেনি, জানিয়েছেন তিনি। ভারতীয় কোচের কথায়, 'এমন পিচ বোলারদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতোই। দুই দলের বোলাররাই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। কিন্তু পিচে বোলারদের জন্য কিছুই ছিল না। যাঁরা উইকেট তৈরি করেন, তাঁদের বুঝতে হবে পিচে বোলারদের জন্য কিছু না থাকলে খেলাটা একপেশে হয়ে যাবে।' ভারতীয় দলের কোচের ভাবনা নিয়ে দলের অন্দরে কারও কোনও হেলদোল নেই। গতরাতে টিম ইন্ডিয়ার রেকর্ডে ভরা জয়ের দুই কারিগর অধিনায়ক শুভমান ও রোহিত খেলার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে পরস্পরকে তাঁরা প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। শতরানকারী রোহিত তাঁর অধিনায়ককে নিয়ে বলেছেন, '২০০ রান রোজ হয় না। শুভমান অনায়াসে সেটা করে দেখিয়েছে। টানা ৫০ ওভার ফিল্ডিংয়ের পর ফের লম্বা সময় ব্যাটিং সহজ নয়। কিন্তু শুভমান দেখিয়েছে ও কোন পর্যায়ের ক্রিকেটার। সাফল্যের কৃতিত্ব দিতেই হবে ওকে। ফিটনেস, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের ফল শুভমানের এই ইনিংস।'

ভারত অধিনায়ক শুভমান তাঁর কেরিয়ারের দ্বিতীয় দ্বিশতরানের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন সিনিয়ার রোহিতকেই। ৪০৫ রান তাড়ার শুরু থেকেই হিটম্যান তাঁর উপর থেকে যাবতীয় চাপ কমিয়ে দিয়েছিল। ফলে শুভমানের এগিয়ে চলার পথটা সহজ হয়ে যায়। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করা একটা অভিজ্ঞতা। ও উইকেটের উলটো দিকে থাকলে অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। এমন সব শট খেলে, যা নন স্ট্রাইকারকেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেয়।'

এদিকে, গতরাতের ম্যাচে বোলিংয়ের সময় চোট পেয়েছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণ। সেই চোটের কারণে সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। প্রসিধের পরিবর্ত হিসেবে অংশুল কম্বোজকে দলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জাপানে এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলে থাকা অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ স্কোয়াড থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলে দেশে ফেরার পর ওয়াশিংটনকে রনজি ট্রফি খেলার নির্দেশ দিয়েছে বিসিসিআই। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নমন ধীরকে দলে নেওয়া হয়েছে।

টিম হোটেলে পৌঁছানোর পর ব্রাজিলের কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিকে সংবর্ধনা।

উৎসবের আবহেই কলকাতায় ব্রাজিল

সায়ন ঘোষ ও সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ অক্টোবর : সন্ধ্যা ৮টা ৩৩ মিনিট। ভারতের মাটি ছুঁল অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত ব্রাজিল দলের বিশেষ বিমান। ইমিগ্রেশন পর্ব মিটিয়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা কলকাতা বিমানবন্দর ছাড়লেন তার আরও ৪০ মিনিট পর।

পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কলকাতা আগমন ঘিরে গোটা শহরে সাজোসাজো রব। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজনের ত্রুটি রাখা হয়নি। মার্কুইনহোস, এন্ড্রিকদের বিমানবন্দর থেকে টিম হোটেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাসগুলিকে ব্রাজিলের জাতীয় পতাকার রঙে রাঙিয়ে তোলা হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যা থেকেই নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছিল বিমানবন্দর ও বাইপাস সংলগ্ন ওই হোটেল চত্বর। নিরাপত্তার দায়িত্বে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি। বিমানবন্দর থেকে হোটেলের পথেও মোতায়েন করা ছিল পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী। ব্রাজিল বরাবরই বাঙালি হৃদয়ে বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে। পেলে থেকে রোনাল্ডো নাজারিও হয়ে নেইমার বা আজকের ভিনি, বিশ্বকাপ আসলেই ব্রাজিলীয় তারকাদের পোস্টারে ছেয়ে যায় শহর থেকে গ্রাম। সেই ব্রাজিলকেই বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে তেমন ভিড় চোখে পড়েনি। বরং হোটেলের আশপাশে ব্রাজিল-অনুরাগীদের জমায়েত চোখে পড়ল। আসলে বিমানবন্দরের একেবারে ভিতর থেকে সরাসরি বাসে ব্রাজিল দল যে টিম হোটেলে পৌঁছাবে এমনটা প্রত্যাশিতই ছিল। তাই স্বপ্নের নায়কদের দেখার জন্য টিম হোটেলেই বেশি ভিড় চোখে পড়ল। তারমধ্যেই ছিলেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী এভিলিন। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন পরিবারের সঙ্গেই কলকাতায় রয়েছেন তিনি। নিজের দেশ ভারতে খেলতে এসেছে। তাও আবার কলকাতায়। স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত এভিলিন। এদিন সপরিবারে পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্রাজিলের টিম হোটেলে।

অনুরাগীর আবদারে 'অটোগ্রাফ' ভিনির

ব্রাজিলের রোনাল্ডোর নাম লেখা জার্সি হাতে। একেবারে সামনেই পেয়ে যান ভিনিসিয়াসকে। রিয়াল মাদ্রিদ তারকাও তাঁর ডাক শুনে এগিয়ে আসেন এবং ওই জার্সিতে সই করে দেন। এভিলিন জানালেন, তাঁর সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন ভিনি। ব্রাজিলিয়ান তরুণী যখন কথা বলছেন তখনও তাঁর গলায় স্বপ্ন পূরণের রেশ। কাঁপা কাঁপা গলাতেই বলছিলেন, 'এত কাছ থেকে এন্ড্রিকদের দেখার সঙ্গে জার্সিতে ভিনির সই বাড়তি পাওনা। ভিনি যখন সামনে দাঁড়াল মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। মুহূর্তটা আজীবন মনে থাকবে। ওই সময় গলা বুজে এসেছিল আমার। কোনও কথা বলতে পারিনি।'

কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি পাঁচতারা হোটেলে ব্রাজিল জাতীয় দলকে রাখা হয়েছে। কার্লো আন্সেলোত্তির দলের আগমন ঘিরে দারুণ উৎসাহ চোখে পড়ল হোটেলের আবাসিকদের মধ্যেও। রাত ৯টা ১৫ নাগাদ এয়ারপোর্টের রানওয়ে থেকে সরাসরি বাসে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ব্রাজিল। বাসের একেবারে সামনের সিটে ফোনে কথা বলতে দেখা যায় কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিকে। আধঘণ্টার মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে যায় ব্রাজিল। বাস থেকে একে একে বেরিয়ে আসেন আন্সেলোত্তি, এন্ড্রিক, ভিনিসিয়াস, মার্কুইনহোস, ব্রুনো গুইমারেসরা। হোটেল কর্তৃপক্ষ সাদরে বরণ করে তাঁদের। শুক্রবার দুপুরে হোটেলেই সাংবাদিক সম্মেলন করবেন ব্রাজিল কোচ আন্সেলোত্তি। বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করার কথা ভিনিসিয়াসদের।

মহিলা ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিজয় ভৌমিক, গৌর সরকার ও ভবতোষ দে ট্রফি মহিলা ফুটবল শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৯-০ গোলে নেতাজি ফুটবল কোচিং সেন্টারকে চূর্ণ করে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে হ্যাটট্রিক সহ পাঁচ গোল করেন প্রমীলা দাস। জোড়া গোল অপর্ণা বিশ্বাসের। উজ্জ্বলের বাকি গোল দুইটি জবা দাস ও দিয়া মণ্ডলের। শুক্রবার খেলবে গ্রামীণ ইয়ুথ স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও চাঁদমণি রাইজিং ফুটবল কোচিং সেন্টার।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রমীলা দাস।

সই না করেও 'সচিব' ডিসকোয়ালিফায়েড বাবলু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অক্টোবর : তিনি সই করবেন না। কিন্তু দায়িত্ব সামলাবেন। তিনি চেয়ারে বসবেন না। কিন্তু বাংলা ক্রিকেট সংস্থার দৈনন্দিন কাজের দেখাশোনা করবেন।

এ যেন আজব গাঁয়ের আজব কথা!

অতীতে কেউ কখনও এমন কথা শোনেনি, দেখেওনি। শুধু তাই নয়, প্রশাসনে নয় বছর পার করে ফেলা 'ডিসকোয়ালিফায়েড' প্রাক্তন সচিব বাবলু কোলেকে কীভাবে এমন দায়িত্ব দেওয়া যায়, সেই প্রশ্নও আজ উঠে গিয়েছে। সন্ধ্যার সিএবি-তে আজ অ্যাপেক্স কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'প্রাক্তন' হয়ে যাওয়া সচিব বাবলু সিএবি-র দৈনন্দিন কাজের দায়িত্ব পালন করবেন। তবে তিনি সচিবের চেয়ারেও বসবেন না, সইও করতে পারবেন না। সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির এমন সিদ্ধান্তে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। বলা হচ্ছে, 'তুঘলকি' কাণ্ডকারখানা। বিরোধী শিবিরের তরফে সিএবি-র এমন সিদ্ধান্তকে 'লজ্জা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও তারপরও বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তাদের মধ্যে কোনও হেলদোল নেই।

বছরখানেক আগে ৭০ বছর বয়স পার করে ফেলার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রজার বিনি। সেই উদাহরণের কথাও আজ প্রবলভাবে উঠে এসেছে সন্ধ্যার সিএবি-তে। যদিও সেসব নিয়ে সিএবি-র অন্দরে কারও মাথাব্যথাই নেই।

হায় রে বাংলা ক্রিকেট!

বিশ্বকাপে এক গ্রুপে ভারত-পাক

কেপটাউন, ১ অক্টোবর : ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের। বৃহস্পতিবার কেপটাউনে ব্রায়ান লারা সহ একাধিক তারকাদের উপস্থিতিতে আইসিসি-র তরফে ১৪ দলের টুর্নামেন্টের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হয়। আগামী বছরের বিশ্বকাপেই প্রথমবার নকআউট পর্বের আগে তিনটি রাউন্ড রয়েছে। আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে ছাড়াও আটটি দল সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাকি চারটি দল কোয়ালিফায়ার থেকে আসবে। ২ অক্টোবর থেকে কোয়ালিফায়িং রাউন্ড শুরু হবে। সেরা দল সরাসরি গ্রুপ পর্বে যোগ দেবে। সুপার সিরিজের মাধ্যমে অন্য দলটি গ্রুপ পর্বে আসবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ১২টি দল দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে ভারত, পাকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান, জিম্বাবোয়ে। ৭ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে নিউল্যান্ডসে অজিদের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। যা গতবারের ফাইনালের রিপিট টেলিকাস্ট হতে চলেছে। ১০ অক্টোবর জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্সে শুভমান গিলদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান।

দুই গ্রুপের সেরা তিন ও দুই গ্রুপ মিলিয়ে চারে শেষ করা সেরা দলকে নিয়ে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে ২৫ অক্টোবর থেকে সুপার সেভেন শুরু হবে। এই পর্যায়ের সেরা তার দল সেমিফাইনালে জায়গা পাবে। দুইটি সেমিফাইনাল হবে ১৭ ও ১৮ নভেম্বর যথাক্রমে নিউল্যান্ডস এবং সেঞ্চুরিয়ানে। ফাইনাল আইকনিক ওয়ান্ডারার্সে ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

জোড়া মাঠ নিয়ে প্রস্তুতি উরুগুয়ের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ অক্টোবর : ভারত-উরুগুয়ে প্রীতি ম্যাচ ৬ অক্টোবর। ছয়দিন হাতে রেখে দল নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছেন কোচ দিয়েগো ফোরলান। বুধবার সন্ধ্যায় পৌঁছেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে অল্প সময় গা ঘামিয়েছিলেন উরুগুয়ের তিন ফুটবলার। স্টেডিয়াম ও পরিকাঠামো ঘুরে দেখেছিলেন তাদের দুই প্রতিনিধি। বৃহস্পতিবার থেকে দল নিয়ে কলকাতায় পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিল তারা।

এই দেশে নতুন নন ২০১০ বিশ্বকাপের সোনার বলজয়ী ফুটবলার ফোরলান। একটা মরশুম মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে আইএসএলে খেলে গিয়েছেন। কলকাতাতেও এসেছিলেন। তবে অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য তখন যুবভারতী বন্ধ। অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। এদিকে, ব্রাজিল ম্যাচের আগে নতুন চেহারা পেয়েছে যুবভারতী। মূল মাঠের মতো প্রস্তুতির জন্যও দুইটি মাঠ সাজানো হয়েছে। ওই দুইটি মাঠ মিলিয়েই এদিন প্রস্তুতি সারল উরুগুয়ে জাতীয় দল।

অনেক আগেই তিন গোলকিপার ও তিন সাপোর্ট স্টাফ স্টেডিয়ামে পৌঁছে ২ নম্বর অনুশীলন মাঠে নেমে পড়েছিলেন। গোলরক্ষক কোচের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি। ফোরলান যখন বাকি ফুটবলারদের নিয়ে যুবভারতীতে পৌঁছালেন ঘড়িতে তখন ৪.৫০ মিনিট। দশ মিনিট পর দুই সহকারীকে নিয়ে এক নম্বর প্রস্তুতির মাঠ ঘুরে দেখলেন উরুগুয়ের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার। অনেক দূরে দাঁড়িয়েও ঝাঁকড়া সোনালি চুলের মানুষটাকে চিনে নিতে খুব সমস্যা হল না। আসলে তারকাদের শরীরী ভাষা বোধহয় এমনই হয়। উরুগুয়ের এই দলে কোচ হয়েও তাই তারকা ফোরলানই। রোনাল্ড আরাউহো, ডারউইন নুনেজের মতো ফুটবলাররা থাকলেও স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের যাবতীয় উৎসাহ তাঁকে ঘিরেই।

এদিন প্রস্তুতি শুরুর আগে দলের সদস্যদের নিয়ে মিনিট পাঁচেকের ছোট্ট টিম মিটিং সেরে নেন ফোরলান। পরের ৪৫ মিনিট ১ নম্বর মাঠে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো, নুনেজদের প্রস্তুতি চলল হালকা মেজাজেই। অনুশীলনের জন্য কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল যুবভারতী চত্বর। অনুশীলন শেষে মাঠ ছাড়ার সময় বাস থেকেই উপস্থিত গুটিকয়েক অনুরাগীর উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন ফোরলান। মুখে লেগেছিল চেনা হাসিটা।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতিতে উরুগুয়ের রোনাল্ড আরাউহো।

ম্যাচ বল নিয়ে যাবেন ব্যারেটো-বিজয়ন

জাপানকে মডেল করার পরামর্শ ধোরাসুর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ অক্টোবর : হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো ও আইএম বিজয়ন বল নিয়ে মাঠে ঢুকবেন ৩ অক্টোবর।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও শহর কলকাতাজুড়ে যেমন এখন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি, তেমনি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও এখন ব্যস্ত আয়োজনের বাকি দিকগুলির ব্যবস্থাপনায়। বুধবার বেশি রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতাজি ইন্ডোরে বসেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী ব্রাজিল ম্যাচের প্রস্তুতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জেনে নেন। এদিন বিকেলের দিকে স্টেডিয়ামে শেষমুহূর্তের কাজে তদারকি করতে আসেন ফেডারেশন সভাপতি। এছাড়াও আসেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। তিনি বলেছেন, 'ম্যাচের দিন আড়াই হাজার পুলিশ থাকবে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তার দায়িত্বে। এছাড়াও ২০ জন আইপিএস পর্যায়ের অফিসার এবং রিজার্ভে সেন্ট্রাল ফোর্স রাখা থাকছে।' এরইমধ্যে এদিন স্টেডিয়ামে চত্বরে দেখা গেল ফ্রান্স জাতীয় দলের ফুটবলার বিকাশ ধোরাসুকে। তিনি দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ব্রাজিল ম্যাচে। ফেডারেশনের আমন্ত্রণে এসেছেন বলে জানালেন। ভারতের এরকম ধরনের ম্যাচ নাকি সমমানের দলগুলিকে নিয়ে হওয়া টুর্নামেন্টে খেলা উচিত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি খেলারই আলাদা আলাদা গুরুত্ব। অবশ্যই ভারতের টুর্নামেন্টে খেলা উচিত। কিন্তু ব্রাজিলের বিপক্ষে এই ম্যাচই হয়তো এদেশের ফুটবলকে অন্যমাত্রা দেবে। এআইএফএফ-কে জাপান বা আফ্রিকার দেশগুলির মডেল অনুসরণ করা উচিত।' তিনি খালিদ জামিলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন বলে জানান। তাঁকে পরামর্শ দেন, 'খালিদের ছেলেরা

ভারত-ব্রাজিল ম্যাচ দেখতে বিকাশ ধোরাসু পৌঁছে গেলেন কলকাতায়।

যেন ৯০ মিনিট পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করে ম্যাচটা। ছোট দলগুলোও বড় বড় দলের জন্য অনেক সময়েই সমস্যা তৈরি করে। সব ফুটবলাররা যেন নিজেদের ফুটবলার জীবনের সেরা ম্যাচটা খেলে শনিবার। এটা একটা শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।'

ব্রাজিল ফুটবল দল কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই এসে গেল তাদের জন্য নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আট সদস্যের একটি দল। বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্রাজিল পৌঁছে গেল কলকাতায়। আশা করা যায়, ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা শহরে পা রাখার পর আরও বাড়বে সাধারণ মানুষের আগ্রহ। তার আগেই অবশ্য কল্যাণ প্রায় ৮ হাজার ফ্রি টিকিট কলকাতার সব ক্লাবের মধ্যে বণ্টন করার কথা ঘোষণা করলেন। ক্লাবের নথিভুক্ত ফুটবলার ও সচিব ও সভাপতিরা পাবেন এই টিকিট। তবে টিকিট বিক্রি হচ্ছে কি না বা মাঠ আদৌ ভরবে কি না, সেই সবের আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছে গেল তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করার জন্য একেবারে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা। যে দলে আছেন ওদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন সেনাকর্তারা। এঁরাই ২৪ ঘণ্টা টিম হোটেল আগলাবেন। এদিন দুপুর নাগাদ দেখা গেল এঁদেরই মধ্যে একজন ঘুরে দেখে গেলেন স্টেডিয়ামের ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও ও'গ্লোবোর সাংবাদিকদেরও উত্তেজিত দেখাল সবকিছু দেখেশুনে। সবমিলিয়ে মেগা শোয়ের জন্য তৈরি যুবভারতী।

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
পুজো জমেবে
spencers
-এর সঙ্গে
My spencers Rewards
SHOP MORE. SAVE MORE.
আলু
MEMBER PRICE ₹13/kg
NON-MEMBER PRICE ₹15/kg
MARKET PRICE ₹21/kg
টমেটো
MEMBER PRICE ₹55/kg
NON-MEMBER PRICE ₹59/kg
MARKET PRICE ₹69/kg
কেভেন্টার্স গ্রিন পিস / সুইট কর্ন (1 kg)
MEMBER PRICE ₹149
NON-MEMBER PRICE ₹159
MRP ₹260
চিকেন হোল স্কিন অফ
MEMBER PRICE ₹220/kg
NON-MEMBER PRICE ₹230/kg
MARKET PRICE ₹280/kg
রুই গোটা (1-2 kg)
MEMBER PRICE ₹210/kg
NON-MEMBER PRICE ₹220/kg
MARKET PRICE ₹250/kg
কোয়ালিটি ওয়ালস আইসক্রিম-এর রেঞ্জ
OFFER PRICE BUY 2 GET 1 FREE
BUY 1 GET 25% OFF
MRP ₹150 onwards
অন্নপূর্ণা ব্রাউন ঘি-র বোতল (500ml)
MEMBER PRICE ₹410/kg
NON-MEMBER PRICE ₹415/kg
MRP ₹415
IG আপলাইফ ওয়েট ওয়াচার রেঞ্জ / গাট প্রো রেঞ্জ তেল (810 gm)
MEMBER PRICE ₹125
NON-MEMBER PRICE ₹129
MRP ₹179
ইন্ডিয়া গেট রোজানা/ জিবা রোজানা বাসমতি রাইস (5 kg)
MEMBER PRICE ₹439
NON-MEMBER PRICE ₹449
MRP ₹617/₹670
টাটা সম্পন্ন / ফরচুন + দেহাত ডাল (সিলেক্টেড রেঞ্জ)
MEMBER PRICE BUY 2 GET 1 FREE
NON-MEMBER PRICE 10% OFF
আশীর্বাদ হোল হুইট আটা (5 kg)
MEMBER PRICE ₹239
NON-MEMBER PRICE ₹245
MRP ₹268
₹499/- মূল্যের মশলা কিনুন
MEMBER PRICE ₹50 OFF ON EDIBLE OIL & GHEE
NON-MEMBER PRICE ₹30 OFF ON EDIBLE OIL & GHEE
নটরাজ অ্যানিম্যানি কাজু + আমন্ড – 400 gm কম্বো
MEMBER PRICE ₹799 COMBO PRICE
NON-MEMBER PRICE ₹830 COMBO PRICE
MRP ₹599/PACK
ম্যাগি 2 মিনিট মসালা নুডলস (560 gm)
MEMBER PRICE ₹89
NON-MEMBER PRICE ₹99
MRP ₹120
প্রভুজি চানাচুর ও ভুজিয়ার সম্ভার (900 gm –1 kg)
MEMBER PRICE 50% OFF
NON-MEMBER PRICE 45% OFF
MRP ₹429 onwards
টাটা টি গোল্ড লিফ চা / গুডরিক খাস আসাম চা (500 gm)
MEMBER PRICE ₹55 OFF
NON-MEMBER PRICE ₹50 OFF
MRP ₹280/₹360
কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর রেঞ্জ (2000 ml–2250 ml)
MEMBER PRICE ₹85
NON-MEMBER PRICE ₹95
MRP ₹99
বিস্কুট ও কুকিজ-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 50% OFF
NON-MEMBER PRICE 45% OFF
MRP ₹60 onwards
মিষ্টির সম্ভার
MEMBER PRICE BUY 2 GET 52% OFF
NON-MEMBER PRICE BUY 2 GET 50% OFF
MRP ₹120 onwards
টাইড ডিটারজেন্ট পাউডার-এর রেঞ্জ (6 kg + 2 kg)
MEMBER PRICE 33% OFF
NON-MEMBER PRICE 30% OFF
MRP ₹1091
নিমাইল ফ্লোর ক্লিনার -এর রেঞ্জ (1.8 L–2 L)
MEMBER PRICE 40% OFF
NON-MEMBER PRICE 35% OFF
MRP ₹295 onwards
পার্সোনাল কেয়ার-এর রেঞ্জ
OFFER PRICE BUY ANY 2 GET 60% OFF
BUY 1 GET 50% OFF
MRP ₹299 onwards
বাথ সোপ-এর রেঞ্জ
OFFER PRICE BUY 1 GET ANY 1 FREE
MRP ₹398 onwards
ডিওডোরান্ট / পারফিউম-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE ₹99/₹149
NON-MEMBER PRICE ₹109/₹159
MRP ₹199 onwards
ইনস্কেপস ডাবল বেডশিট -এর রেঞ্জ
OFFER PRICE @ ₹1599/₹1699 GET 4
MRP ₹1599/₹1699 PER PC
জয়পি হোম বাইট লাঞ্চ বক্স
MEMBER PRICE ₹399
NON-MEMBER PRICE ₹499
MRP ₹815
প্রেস্টিজ নন-স্টিক কম্বো সেট (2 pc)
MEMBER PRICE ₹1399
NON-MEMBER PRICE ₹1499
MRP ₹2755
ইয়েরা লাঞ্চ বক্স – 3 pc ব্যাগসহ
MEMBER PRICE ₹499
NON-MEMBER PRICE ₹549
MRP ₹1100
সাফারি পেন্টাগন প্রো কেবিন হার্ড ট্রলি
MEMBER PRICE ₹1299
NON-MEMBER PRICE ₹1499
MRP ₹8999
দরজা ও জানালার পর্দা -র রেঞ্জ
OFFER PRICE FLAT 75% OFF
Shop for apparel worth ₹1,999 and Get Rainbow Camellia Serving Bowl 7 pcs set FREE
Shop for apparel worth ₹3,999 and Get Marigold Casserole 3 Pcs set FREE
Festive Shopping Just Got More Rewarding!
Shop for apparel worth ₹5,999 and Get Sassoon Venir Ultrasonic Bed Comforter FREE
Shop for apparel worth ₹9,999 and Get Aristocrat Slantz- Pro Trolley FREE
Save Upto 6% extra on monthly shopping
My spencers Rewards
SHOP MORE. SAVE MORE.
5% INSTANT DISCOUNT#
SBI card
*T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Customer Care No 1800 103 0134 | Follow Us on
CIN: U51229WB2000PLC154278
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Discount: ₹250 per card; Validity: 26 Sep - 22 Oct 2026. T&C Apply.